

ত্রিদিবসীয় আন্তর্জালিক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র  
'শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ'

আয়োজক

বাংলা বিভাগ, ইন্দাস মহাবিদ্যালয়  
খোসবাগ, ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত



সহযোগিতায়

অভ্যন্তরীণ মূল্যমান নির্ধারক কমিটি (IQAC)

ইন্দাস মহাবিদ্যালয়

খোসবাগ, ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

এবং

লোক-উৎস পত্রিকা (ISSN 2321-7340)

৯ ফেব্রুয়ারী (বুধবার) হইতে ১১ ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার) ২০২২

প্রত্যহ সকাল ১০:৩০ হইতে বিকাল ৫:০০ পর্যন্ত

[www.indasmahavidyalaya.in](http://www.indasmahavidyalaya.in)

[webinarindasmahavidyalaya@gmail.com](mailto:webinarindasmahavidyalaya@gmail.com)

সংক্ষিপ্তসার

ত্রিদিবসীয় আন্তর্জালিক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র  
‘শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ’

আয়োজক

বাংলা বিভাগ, ইন্দাস মহাবিদ্যালয়  
খোসবাগ, ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সহযোগিতায়

অভ্যন্তরীণ মূল্যমান নির্ধারক কমিটি (IQAC)  
ইন্দাস মহাবিদ্যালয়  
খোসবাগ, ইন্দাস, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত  
এবং

লোক-উৎস পত্রিকা (ISSN 2321-7340)

৯ ফেব্রুয়ারী (বুধবার) হইতে ১১ ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার) ২০২২

প্রত্যহ সকাল ১০:৩০ হইতে বিকাল ৫:০০ পর্যন্ত

[www.indasmahavidyalaya.in](http://www.indasmahavidyalaya.in)

[webinarindasmahavidyalaya@gmail.com](mailto:webinarindasmahavidyalaya@gmail.com)

ত্রিদিবসীয় আন্তর্জালিক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

ত্রিদিবসীয় আন্তর্জালিক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

প্রকাশক:

অধ্যক্ষ

ইন্দাস মহাবিদ্যালয়

সম্পাদনা কমিটি

সম্পাদক:

ড. তাপস রায়

ড. পরিমল বর্মণ

সহযোগী সম্পাদক:

সবিনয় মণ্ডল

ড. আশ্রয়ী সিদ্ধান্ত

সদস্য:

সেখ ইদ মহম্মদ

প্রযুক্তিগত সহায়তা:

কৌশিক মহাপাত্র

চিরঞ্জীব ঘোষ

চিরঞ্জিত চক্রবর্তী

সোমেন দে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা এবং অক্ষর বিন্যাস: চিরঞ্জীব ঘোষ

৯ ফেব্রুয়ারী (বুধবার) হইতে ১১ ফেব্রুয়ারী (শুক্রবার) ২০২২

১১ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, ২০২২

## সূচিপত্র

**From Principal's Desk (Page – 5)**

আহ্বায়ক ও বিভাগীয় প্রধানের কলমে (পৃষ্ঠা – ৬)

### সংক্ষিপ্তসার

**Keynote Address on Folklore**

Mahendra Kumar Mishra (Page – 7)

**Folklore and Individual Creativity**

Professor M. Shahinoor Rahman, PhD (Page – 14)

ভাওইয়া ও বাউল গানের শিকড়ের সন্ধান

ড. সুখবিলাস বর্মা (পৃষ্ঠা – ১৬)

**Folk Culture: The secret of life in Bankura**

Krishnendu Seth (Page – 22)

**A Folkloristic Study of Children Rhymes and Lullabies of Rajbanshi/Kamtapuri**

Dr Hari Madhab Ray (Page – 24)

লোকসংস্কৃতি গবেষণার সেকাল ও একাল

আব্দুর রহিম গাজী (পৃষ্ঠা – ২৬)

ক্ষেত্র সমীক্ষার মূল সূত্র

ড. মিলনকান্তি বিশ্বাস (পৃষ্ঠা – ২৭)

লোকক্রেীড়ার নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব

বিকাশ পাল (পৃষ্ঠা – ২৯)

আরবান ফোকলোর

ড শেখ মকবুল ইসলাম (পৃষ্ঠা – ৩০)

বঙ্গজীবনের যাপনচিত্রে ধান্য সংস্কৃতির বিম্বন

অধ্যাপক ড. কাকলী ধারা মন্ডল (পৃষ্ঠা – ৩১)

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

**The Importance of “Vow” (Bratakatha) of The Reajbanshis of Cooch Bhear, The North-Eastern Part of India In Respect Folk Literature: A Case Study on ‘Subachani’.**

Dr. Madhab Chandra Adhikary (Page – 33)

শিরোনাম- মালদা জেলার চড়ক পার্বণ: অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের গভীরে

Aloke Roy (পৃষ্ঠা – ৩৪)

**Reviewing the Festivals of Itu and Tusu: A Discourse on Nature Worship**

Anisha Mondal (Page – 36)

লোকসংস্কৃতির শিকড় সন্ধানে লোকনাট্য লেটো

অক্ষিতা রায় (পৃষ্ঠা – ৩৭)

লোকশিল্প আলপনা : নন্দনের ছোপছাপ

অন্তরা ব্যানার্জি (পৃষ্ঠা – ৩৯)

**Folk Culture of Sundarbans: The Globalization of Folk-theme in Amitav Ghosh’s Gun Island.**

Basanta Barman (Page – 41)

শিকড়ের সন্ধানেবাংলার লোকসংস্কৃতি: প্রসঙ্গবাংলা শিশুসাহিত্য

Bijoy Das (পৃষ্ঠা – ৪৩)

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে লোকজ উপাদান

ধনঞ্জয় দাস (পৃষ্ঠা – ৪৫)

নারীকেন্দ্রিক লোকক্রীড়া ও নারীর ভূমিকা

দিলরুবা খাতুন (পৃষ্ঠা – ৪৬)

ভগীরথ মিশ্রের দুটি উপন্যাসে গ্রামজীবন ও লোকসংস্কৃতি

Dr. Indrani Hazra (পৃষ্ঠা – ৪৭)

যামিনী রায়ের চিত্রকলা: লোকচিত্র থেকে আধুনিক চিত্রে উত্তরণ

ড. কুন্তল সিনহা (পৃষ্ঠা – ৪৮)

**Jungle Nama: Retelling of The Bon Bibi Folklore**

Dr. Manoj Kumar Pathak (Page – 50)

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

বাংলা উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলন ও অন্দরমহলের লোকসংস্কৃতি

ড. শ্রেয়া রায় (পৃষ্ঠা - ৫৮)

নদীয়া জেলার কবিওয়ালা ও কবিগান: একালের প্রেক্ষিতে

ড. সুবীর ঘোষ (পৃষ্ঠা - ৬০)

লোকায়ত ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথের গান

ড. শাবণী সেন (পৃষ্ঠা - ৭১)

বাংলার লোকায়ত পট শিল্পের অবলুপ্তি: কারণ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

হীরা পটুয়া (পৃষ্ঠা - ৭২)

**Women, sexuality and fertility cult-a case study on portrayal of Rajbanshi women of Cooch**

**Behar District of West Bengal**

Manashi Mohanta (Page - 74)

**Indian Society and Folklore**

Molla Hafizur Rahaman (Page - 80)

লোকঐতিহ্য ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

পল্লবী সাহা (পৃষ্ঠা - ৮২)

**Traditional appearances in the form of folk: How to use action research for the cultural**

**heritage in West Bengal**

Partha Sarathi Sarkar (Page - 83)

পুতুলনাচের উদ্ভব ইতিহাস

পর্ণা বিশ্বাস (পৃষ্ঠা - ৮৯)

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে লোকজীবন ও সংস্কৃতি

প্রসেনজিৎ রায় (পৃষ্ঠা - ৯১)

**Searching the lost traces of Culture and Identity of Manipur through a local Folktale, Mera**

**Wayungba**

Puspa Thounaojam (Page - 92)

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের কিংবদন্তি: একটি সমীক্ষা

সৈয়দ মহঃ সাবির আলি (পৃষ্ঠা - ৯৩)

শিকড়ের সন্ধান: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

বর্ধমানের কৃষি প্রযুক্তিঃ বঙ্গীয় কৃষি-সংস্কৃতির চালচলন

সেখ আসাদ আলি (পৃষ্ঠা - ৯৬)

পশ্চিমবঙ্গের পরম্পরাগত খাদ্য তালিকায় পুষ্পের স্থান ও গুরুত্ব

সোমাস্রী সরকার (পৃষ্ঠা - ৯৮)

লৌকিক মনসা গাছ পূজার উৎস সন্ধান

সৃজন দে সরকার (পৃষ্ঠা - ৯৯)

## **From Principal's Desk**

Learning is a lifelong process. Today, the role of college is not only to pursue academic excellence but also to motivate and empower its students to be lifelong learners, critical thinkers, and productive members of an ever-changing global society. At Indas Mahavidyalaya, we provide an atmosphere to our students for multifaced development, where students are encouraged to channelize their potential in the pursuit of excellence. This can only be possible in a holistic, student-centric environment.

The Indas Mahavidyalaya's tradition happily brings together sound academic achievement with an extensive, vibrant co-curricular programme that includes Seminar in National and International Level and also has to explore on emerging topics through different seminar by different departments. The Bengali department is not an exception. The department is going to organize a three days international seminar with a very interesting topic entitled as "In Search of Roots: Folklore, Theory and Applications" This three day webinar will try to explore some of the aspects Folkloristic traditions, and how one can reach out to the roots, to the history, to the socio-dynamics of the peoples and the communities through the intense study of Folklore and folkloristic traditions.

I wish every success of this seminar and also wish the best of fortune, peace and prosperity to all those who contribute to the seminar of spreading education and its manifest qualities, aims and objectives.



## আহ্বায়ক ও বিভাগীয় প্রধানের কলমে

১৮১২ সালে গ্রীষ্ম ভ্রাতৃত্বের Kinder and Hausmarchen এর ইংরাজি অনুবাদ Children's and Household Tales এর মধ্য দিয়ে যে লোকসংস্কৃতিচর্চা শুরু হয়েছিল দু শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হয়েও সে ধারা আজও অব্যাহত। সংগ্রহের মাধ্যমে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা ক্রমে অগ্রসর হয়েছিল চর্চায়। উনিশ বিশ শতকে যা বর্ধিত রূপ পায়। উইলিয়াম জন থমস থেকে শুরু করে অ্যালান ডাণ্ডিস, উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম মর্টন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর লোকসংস্কৃতিচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন দীনেশচন্দ্র সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতো দিকপাল ব্যক্তিত্ব। পরবর্তী পর্যায়ে এসেছেন ওয়াকিল আহমেদ, ময়হারুল ইসলাম, তুষার চট্টোপাধ্যায়, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বরুণকুমার চক্রবর্তী, সৌমেন সেন প্রমুখ প্রতিভাশালী ব্যক্তিবর্গ। সেই চর্চার ধারা আজও ক্রমবর্ধমান। যদিও ইদানীং লোকসংস্কৃতিচর্চার প্রতি মানুষের প্রতি আগ্রহ কমছে। মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম থেকে এই পত্রটিকে বাদ দেওয়া হচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের।

ইন্দাস মহাবিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, অভ্যন্তরীণ মূল্যমান নির্ধারক কমিটি ও লোকউৎস জার্নালের উদ্যোগে এই তিনদিনের আলোচনাচক্রে আমরা লোকসংস্কৃতির শিকড়কে সন্ধান পেতে চেয়েছি। সঙ্গে পেয়েছি দেশবিদেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গকে। তাঁদের মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য আমাদের প্রাণিত করবে এই আশা রাখি।

## KEYNOTE ADDRESS ON FOLKLORE

**Mahendra Kumar Mishra**

### **Study of folklore in the western world:**

Folklore is the collective creations of society were as folkloristics is the study of folklore. Walter J Ong writes, human beings in primary oral cultures, those untouched by writing in any form, learn a great deal and possess and practice great wisdom, but they don't study. people in oral culture learn from apprenticeship – hunting with experienced hunters, for example by disciplines, which is a kind of apprenticeship, by listening by repeating what they hear, by mastering proverbs and ways of combining and recombining them, by assimilating other formulary materials by participation in a corporate retrospection not by studying in the strict sense. Ong: 1982:8

Folklore is historically considered as a custom, and knowledge of the peasant and non-literate communities as defined by William John Thoms in 1846 in England. The same definition prevailed among the social elites and this notion is still alive among the elites of South Asia. Franz Boas, the first President of the American Folklore Society was an anthropologist much interested in folklore who established this discipline. 19<sup>th</sup> Century in Europe and 20<sup>th</sup> Century of America engaged their scholarship on rural folklore and indigenous folklore, as a branch of linguistics and anthropology and termed as folk literature, and oral literature, indigenous folklore. Eminent folklorists like RM Dorson and Alan Dundes in US and British, Finnish, and Danish Folklorists in Europe did substantial work on the study of folklore.

In the 1960s when some professors of History and anthropology and linguistics studied folklore as an instrument of their respective disciplines, folklore was redefined with any social group with common interest and objective. Dan Ben Amos in 1973 in his seminal article “The definition of folklore in context, (JAF) defined folklore as a body of knowledge, a mode of thought, and a means of communication that captured the broad spectrum of human knowledge. Another definition of Alan Dundes redefined folklore as a community expression of a social group with common interests and objectives. Many universities of the US set up a department of Folklore and ethnomusicology that set up folklore as a discipline.

In the second half of the 20<sup>th</sup> century the ethnolinguistic, cultural anthropologists, and post formal psychologists established the cognitive characteristics of different social groups and inferred that any act of a human group is embedded with a social cognition that enriches the individual cognition in a social context. The 19th-century psychology of defining five kinds of intelligence and three kinds of human categories (civilized, savage, and barbarian) are questioned by the post formal psychology, ethnolinguistics, anthropology, and social history. They proved that the socio-

cultural dynamics of human civilization are equally important, and the artificial division of human civilization based on race, gender, literacy is constructed to legitimize the power with culture. The state defined the culture to safeguard their interest in power and, therefore the languages and the knowledge not recognised by the power were not accepted as knowledge. The social division of human culture created by the state authority was challenged and the people who believed in a cultural and linguistic democracy advocated for local knowledge and culture. Even in Linguistic study while Noam Chomsky propagated language as a set of rules governed system, and advocated language universals across the languages, Dell Hymes studied the indigenous language and folklore and established that language and culture have a diverse character with varied contexts. His study challenged the linguistic universals and asserted that context, speech act, speech situation, and speech event determine the nature of language and folklore. His seminal work on communicative competence in linguistics influenced the study of Ethnopoetics brought a revolution in these areas. Their exploration established the rich cognitive characteristics of the people who maintain their product knowledge through practice embedded in their everyday life. Now folklore as a discipline has more role to play to maintain the cultural and linguistic identity of many ethnic groups, lands identified with languages and heritage. For instance, after modern literature was at its peak in Europe there was a thought that poetry is dead, and the age of reason has come. But no, at the same time the scholars of English literature studied oral epics of Yugoslav and reinterpreted Iliad and Odessey and established that these epics are a set of oral formulas drawn from the composition of the oral singers. Milman Parry and Albert B Lord studied the European oral epics and proved it, and after this now many parts of the globe have engaged in the study of oral epics, and at present more than hundreds of oral epics are documented stretching out from the epic of Gilgamesh, the Ramayana and the Mahabharata, The Epic of Manas, Mangol, Byliny, Kalevala and many south African, South Asian and East Asian languages. This study proved that with modernity, people in oral society have not abandoned their heritage culture and language, but a new discourse of identity and folklore including its political and socio-cultural dimension has attracted many regional and subregional languages, representing the identity politics where folklore was in the center.

### **Folklore Study in India**

In India, in the latter part of the century, some British Administrators and Missionaries documented Indian folklore whatever may be the objective they had in their mind. After that, the national movement (like that of German folklore) in India has also stimulated the Indian nationalists to explore local myths and legends for a national identity and thus the trajectory of Indian folklore emerged as a stronger area of cultural studies. However, folklore as a discipline in England,

Finland, Sweden, Germany, Denmark, and Russia, along with many parts of the United Nations, universities could establish it as a discipline in the academic domain. But in colonial India, barring the collaborative efforts with US and Europe, this discipline was not accepted to date, though it is true that the study of folklore in the 21st century is gaining momentum.

The dichotomy of written as opposed to oral, academic as opposed to nonliterate, continued and till date, and may continue in future. In the social domain production and practice of folklore is a part of human society. The diversity of culture in India is so rich and complex that many global folklorists find it as a virgin land of folklore. But where is the gap? The National Education policies have repeatedly suggested using folklore as curricular knowledge. To date, folklore has not been a goal but has been instrumental to the study of literature and anthropology, social history, and indigenous studies. However, the communities maintain their folklore as an integral part of life. The written culture of reading and writing is of course absent, but the oral tradition continues, and it is expressed in the visual and performative art. The temples of India contain the culture of India, the rituals and festivals contain the symbols of expression, and the visual and performing arts perpetuate the knowledge that was not expressed in oral tradition. A complete whole gamut of expression is found in the multigene of Indian folklore complementing and reciprocating each other. Here an epic is not found in written classic language but expressed in the rituals and festivals, scroll narratives, among the musicians, and in stone sculptures. One can imagine why after so much westernization or technologizing of the modern society, Ramleela is staged by the most educated people in Delhi and other parts of India.

In the last part of the century, many western universities have reduced the term folklore and redesignated the department of folklore into culture studies or folklife studies, performance studies. In 2002-03, some Finish folklorists wrote to all folklorists to appeal to the minister of Education and Culture to retain folklore depart and not to assimilate it into the umbrella of Cultural Studies. Why at all the policymakers are disinclined to the term folklore. Has it not been able to assert its authenticity in the academic domain as other disciplines? Is it because folklore is a highly cross-disciplinary study, people in conventional discipline don't want to accept it as a discipline? However, last 50 years, South Indian Universities and the hon Hindi states have used folklore as a unit of MA course. In Mysore University it is in BA course. Kalyani University, Gauhaty University, Karnataka University, have full fledged folklore department. In other Indian universities, folklore is accepted as two special paper and also adopted in MA, MPhil, and PhD programme. Now UGC, India has adopted folklore course for master's degree? It is a welcome step. Similarly, as learned from Dr.Hari Mohan Ray, the Folklore unit has started in JNU. Folklore should have been a study of exploring the people's knowledge for reconstructing Indian cultural

democracy and linguistic democracy to fight the colonial paradigm perpetuated in academia, school education, and development sectors like organic farming, ecology, and many more skills. Although the folklore is studied partially taught in post graduate programmes of Indian universities, there is a lack of a comparative study of cross linguistic and cross states folklore in India. We don't know what Maharastra and Tamil folklore is. Bangla and Odia folklore are unknown to other parts of India due to languages. We have to find out the way when Indian folklorists can know each other's folklore through a comparative lens.

Folklore as a collective creative genius in India is unique in terms of its diversity of cultural co-existence. Tagore, Gandhi, and other national heroes had promoted house folklore for a national identity, and led by this, many intellectual and political leaders had studied language and folklore during the early 20<sup>th</sup> Century. The study of Linguistics in Kolkata during the last two centuries is the origin of linguistic study in the globe Comparative philology n Kolkata university during the first four decades of twenty the century along with the writings of Viswakavi Tagore with other scholars was the founder of folklore studies in Bangla and at the same time, folklore study was initiated in many regional languages. In Odisha, Pundit Utkal Mani Gopabandhu Das imagined Loukika Sahitya. He wrote, the social elites of this country may be the head, but the" heart of the body" of the nation is the community, the farmers, workers, tribal and women, they have wisdom and knowledge while they practice their productive work and without their folk wisdom, the national cannot develop. We must combine the head and heart. For this we must make Loukika sahitya in Loukika Siksha. We may count such intellectual leaders of those times who had aspired for a national way of looking at the culture of India. They were optimistic to reconstruct a colonial free knowledge – a true Indian knowledge that will equally be local, national, and international. During this period thinkers like Anand Coomaraswamy, Nirmal Kumar Siddhant, DD Kosambi, Baladeva Upadhyaya, Basudev Saran Agrawal, Ramachandra Shukla, Hajari Prasad Dwivedi, followed by the eminent writer Kalipa Vatsaayan and Vidyanivas Mishra, are thinkers who enriched the study of folklore. Similarly, BN Saraswati, Nirmal Kumar Bose, Satar Chandra Ray, Surajit Sinha, BN Datta, and other scholars have reimagined Indian folklore. Now, I witness hundreds of scholars from the modern Indian languages and literature are English and other disciplines engaged in the study of folklore adopting the multifaceted genres and producing their theses. This indicates that there is a gradual development of folklore study in India. Another group of Indian folklorists outside of the universities and institutions have been engaged in the deep study of Folklore items, no matter how much they have mastered the western theories and methods or expressed in the English language. They are homegrown scholars, more enriched with the community knowledge, deep in understanding the meaning and metaphors of myth and folklore and

have substantially contributed to the regional folklore. Many of these works are not translated into English. Their contribution will have to be understood from the real study of folklore being among one in the community and interpreted the texts from the singer's or storyteller's viewpoint. For them, the purpose and meaning of the items of folklore are well embedded in the text and performances. They are the best interpreter of folklore study but are limited to their languages, and hardly their work is known to the English writer. Some of these are BD Patel, Haber Chandar Meghani, Komal Kothari, Narmada Prasad Gupta, and many more.

After independence, the educational institutions were still following western knowledge and thus the idea of Indian ness or Indian way of thinking is still to emerge. We are not against the western theories and methods but have an insight to study the discipline, but at the same time, we don't practice an Indian way of understanding the folklore as a cognitive system that invites the state and the nation to rebuild the knowledge and wisdom through foundational research and applied research. Post independent India has made several institutional efforts to study the genres of folklore. Some of them are CIIL, Mysore, IGNCA, Center for folk performing Arts in Udupi. Now the first folklore university in Karnataka has been set up

To date, folklore is a subordinate or second-line knowledge in society Community and parents are in a culture of forgetting and are bound by the restrictive knowledge prescribed by the state system where one knowledge and one language is considered as the sign of development where most of the community knowledge and Multilinguality is historically ignored. For this, parents from oral society and indigenous societies are still skeptical to enter into the gate of school or classroom.

### **Foundational and Applied folklore**

Folklore as a subject has been enriched with theories and methods. The solar mythology theory, migration theory, comparative philology theory, structural approach, functional approach, theory of monogenesis and polygenesis, psychoanalytical theory, myth ritual theory or functional approach, orality and literacy approach, folk linguistics approach, Marxist theory, text, and performance theory are well discussed and applied in the study of folklore research. However, applied folklore has been a neglected area of study. How the wisdom and knowledge of the people contribute to the human development system is a question that has not been answered. Folklore as a tool for folkloristics has been served in the academic domain, but the role of folkloristics is to give back the community with the strategies for human development, may it be multilingual education or health education of food preservation and food security, cultural biodiversity, organic farming, environmental studies, traditional medicine has not been addressed properly. In this context, there is

a visible gap between the folk, the nonfolk, and the folklorists. Development planners are still unaware of the importance of folklore as a knowledge system incredibly important to contribute to human cognition and creativity. Children's folklore, traditional games, music and dance, and oral tradition as a social system are quite not included in the curriculum to connect the children's classroom learning. What the children come to schools is their prior knowledge and experience is no doubt the folklore and language they communicate. Their community knowledge is not allowed to enter the classrooms. Therefore, ethical questions arise, why study folklore if it is not useful for society? What happen with the knowledge of folkloristics studied in the universities? Who uses these findings for what? Particularly in language pedagogy and narrative analysis, discourse analysis, the teaching of the culturally responsive classroom, community-based approach, natural language learning theory, and communicative theory folklore can be applied for revitalizing the lost language and maintaining folklore.

### **Culture of forgetting and Self-hate**

We find that the young generations educated are in a moribund state. You ask any tribal educated youth about his gotra -clan, or you may ask him to talk about the ancestral knowledge he has learned from his elders, his response will be disappointing. After being educated in schools and colleges, youths do feel that their ancestral culture or community knowledge is a matter of the past and has nothing to do with their future. This culture of forgetting in this generation will certainly result in a great loss. However, this threat is not realized now. After modernization, many people feel the transition of culture rapidly and many items of culture are disregarded or forgotten. Why did such self-hate develop among the parents and communities of India about their respective culture and language? What are the role of the state system and the academicians and the social organizations to promote, revitalize and maintain community knowledge in the nation? I remember Vidyasagar University, Midnapur has been organizing many workshops and seminars where the professors, students, and the community resource persons from different communities discuss their folklore, ethnography, and languages. This is the moral quest for folklore. How the most educated person would relearn the knowledge from the most nonliterate people and how the nonliterate village resource persons would understand that their product knowledge has been a part of the study and for why. The role of universities is to connect with the multiversity. The intellectuals must rethink their social and cultural responsibilities to rebuild the folklore. I understand that the administration has always had restrictive policies, and they hardly accept the research and studies for the development programs. Nonparticipation of the community in any academic or socio-economic development is ought to create a dichotomy of folk and non-folk.

We have witnessed that the subject folklore is still struggling in the academic domain for its recognition. When some people consider folklore as a counter-hegemonic, some people believe that the socio-cultural knowledge expressed in folklore is for maintaining cultural and linguistic diversity. Why is the discipline not attracting modern students? The prime reason could be, what are the opportunities for a Ph.D. scholar after doing folklore studies? The national and state policymakers must define this. Folklorists could be the best persons of community development programs of the government especially using the community knowledge used in the development schemes.

At present we find that folklore in the social domain has gained substantial space by the community that creates folklore. They do it for their identity and maintain their heritage convention. The creator of folklore and their social patronization also feel that the art forms should be saved from the danger of extinction. The basic idea of restoring oral tradition and art forms is to restore language and knowledge ecology. There is a need for making folklore inclusive in the academic domain ranging from early childhood education to postdoctoral studies. Yes, the form may change, but the tradition will continue taking shelter in new forms of communication and transmission. Multimodalities Electronic media has a major role to play to capture the living tradition during the performance context. The current age is highly communicative than ever before, so the advantage of doing folkloristics can be very useful to apply indifferent sociocultural domain.

Briefly, these are my thoughts in making folklore suitable in both the social domain and academic domain. There are many things to say, and many things are unspoken, but the words stimulates us to think and think again about the role of community knowledge for years. A professor asked me, how long your folklore will survive, Mr. Mishra? My humble answer was to him was, so long the human society survives, their language and folklore will survive. Reason? The reason is that study of folklore may be of 0 years, but continuous creation, the transmission of folklore in human cultures of thousands of years. I wish this international conference will produce some concrete suggestions and consensus to rediscover the rootedness of Indian culture where there will be a cultural and linguistic democracy crossing the boundaries of land and language, to see the diversity and oneness in Indian culture and its expressive traditions.



## **Folklore and Individual Creativity**

**Professor M. Shahinoor Rahman, PhD**

This talk is about folklore and individuals who created and exceptionally made traditions. Who are the creative individuals? The answer lies in a few individuals who made traditions, which people from different corners have been following generations after generations since the creation of practices. We all are born in a particular community within set rules, customs, and traditions. This talk aims to understand how an individual creates habits living in the same neighborhood. Based on the culture of the individual's community, the individual gives us something new, which is different from the usual practice. This talk means that belonging to the community/communities, someone comes out of the community/communities with the convention ingredients, customs, and traits. Ray Cashman, Tom Mould, and Pravina Shukla give an opinion in the following lines: "We are all of us - whether story tellers, teachers, singers, scholars, poets, curators, painters, parents - individuals working within tradition that we shape and re-shape. All of us use elements of the past to meet our needs in the present, and our hopes for the future. In process we make tradition our own, leaving our marks. These marks may be deemed art, craft, communication, performance, folklore, but all of them are simultaneously life-history, a reflection of the self as forged in the shaping and re-shaping of tradition. The relationship between individual and tradition is central to the dynamic of culture, implicit in any study of humanity, and most explicit in the contemporary study of folklore" (Ray Cashman, Tom Mould and Pravina: 2011).

We have many such examples in our hands. Socrates, Plato, Shakespeare, Rabindranath Tagore, W.B. Yeats, T.S. Eliot, Ezra Pound, Kazi Nazrul Islam, Synge, Fakir Lalon Shah, Panju Shah, Pagla Kanai, and many such other persons around the globe might be notable examples of the creative individuals.

**Key words:** Tradition, Custom, Culture, Creation, Invention of tradition, Practice

### **Reference:**

Cashman, Ray, Tom Mould and Pravina Shukla. *The Individual and the Tradition: Folkloristic Perspectives*. Bloomington: Indiana University Press, 2011. Print.

### **Bibliography**

Cashman, Ray, Tom Mould and Pravina Shukla. *The Individual and the Tradition: Folkloristic Perspectives*. Bloomington: Indiana University Press, 2011. Print.

Chowdhury, Abul Ahsan. *Lalana Saha*. Dhaka: Rodela Prokashoni, 1990. Print.

*Lalon Shaiyer Shandhane*. Dhaka: Palal Prokashony, 2007. Print.

Dimoc, C. Edward Jr. *The Sound Silent Guns and Other Essays*. New Delhi: Oxford University Press, 1989. Print.

Glassie, Henry. *Art and Life in Bangladesh*. Bloomington: Indiana University Press, 1997. Print.

Hossain, Anwar Fakir (ed.). *Lalon Shangeet* (Vol. 1). Kushtia: Lalon Majar O Seba Sadan Committee, 2005. Print.

Jing, Jun. *The Temple of Memories*. Sanford: Stanford University Press, 1996. Print.

Robertson, Jennifer. *Native and Newcomer: Making and Remaking a Japanese City*. California: University of California Press, 1991. Print.

Roy, Annada Shangkar. *Ei Samay*. Calcutta: Anando Publishers, 1992. Print.

Shakespeare, William. *Hamlet*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. Print.

*Macbeth*. 1997. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Print.

*King Lear*. New York: Washington Square Press, 1993. Print.

Tagore, Rabindranath. *The Religion of Man*. Calcutta: Rupa & Company, 2002. Print

## 'ভাঙইয়া ও বাউল গানের শিকড়ের সন্ধানে'

ড. সুখবিলাস বর্মা

### Abstract

এই আলোচনার মূল বিষয় ফোকলোর-লোকচর্চার শিকড় সন্ধান এবং আমার আলোচ্য বিষয় ভাঙইয়া ও বাউল গানের শিকড় সন্ধান-উভয়ই 'লোকায়ত' সংস্কৃতির/লোকায়ত ধারার অন্তর্গত। 'লোকায়ত' বলতেই উঠে আসে অন্যতম নাস্তিক মতবাদ চার্বাকের কথা। লোকায়ত ~লোকেসু আয়ত, অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। লোকায়ত ধারণাটির তাৎপর্য নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা, 'The view held by the common people', 'The system which has the base in common profane world', 'The philosophy that denies that there is any world other than this one'.

আস্তিক দর্শনের(orthodox philosophies)ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম ও আত্মার অস্তিত্ব, দুঃখ বা বন্ধন থেকে পরম মুক্তির(ultimate liberation) সম্ভাবনা, কর্ম ও পুনর্জন্ম তত্ত্বে বিশ্বাস, বেদের অকাট্য সিদ্ধতার (validity) স্বীকৃতি ইত্যাদি বদ্ধমূল ধারণাগুলির(dogmas) কোনটিকেই চার্বাক বা লোকায়ত স্বীকার করেনা। এই মতবাদে মূল বিষয় হোল ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষকরণ। লোকায়ত দর্শন তাই 'ব্যোম'-এর অস্তিত্ব ও অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করে। সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান চারটি- ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ অর্থাৎ মাটি, জল, অগ্নি এবং বায়ু। চেতনার উৎস দেহ যার মধ্যে রয়েছে জীবন বা প্রাণবায়ু। চেতনা জীবন থেকে অবিচ্ছিন্ন। দেহের ধ্বংসে চেতনারও ধ্বংস ঘটে। সুতরাং দেহান্তর বা পূর্বজন্ম বলে কিছু নেই। দেহ, চেতনা, ইন্দ্রিয় সবই স্বল্পস্থায়ী। জাতিভেদ প্রথা, যজ্ঞ(বলি), ব্রাহ্মণ্যবাদ, বেদের অকাট্যতা ইত্যাদির বিরোধিতা করে স্বর্গের পশ্চাদ্ধাবন না করে পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থ-সম্পদ, কাম ইত্যাদিই জীবনের মূল লক্ষ্য। মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে না; তাই স্বর্গ, মর্ত্য, পাপ, পুণ্য, ভগবান, অদৃষ্ট ইত্যাদি অর্থহীন। ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মাদি এবং সাধুসন্ত বৃত্তি বিদ্যামত্তা ও পৌরুষবিহীন কিছু মানুষের জীবিকার উপায়। পুরোহিতরা নানা ধরণের পূজাপার্বণ উৎসবাদি করেন তাঁদের জীবিকার জন্য। প্রকৃতিই (nature) এঁদের নীতিবাক্য (watchword)।

কিন্তু অত্যধিক স্বাধীনতা যে কোন ব্যবস্থাতেই নিয়ে আসে উচ্ছৃঙ্খলতা। লোকায়তের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এসেছে ব্যাপক ভ্রষ্টাচার। চার্বাক শব্দটির অন্য অর্থ বিনোদন বাক্য। স্বভাবতই বেদ-বাদিরা ছাড়াও, বৌদ্ধ, জৈন এবং অন্যান্যরা চারদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে লোকায়তিকদের তত্ত্ব নস্যাত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। এমতাবস্থায় মানুষের মনোযোগ আবার বেদের দিকে ঘুরে গেল; আত্মার আধ্যাত্মিকতায় ডুবে গেল মন প্রাণ

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

ব্যাস প্রচার করলেন আদর্শবাদী মতবাদ। চারদিক থেকে চাপে পড়ে লোকায়তিকরাও আদর্শবাদী দলে যোগ দিলেন। বৈদিক ভারত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ভারতে পরিণত হোল। এবং তান্ত্রিক ভারতই হোল গড় ভারতীয়ের জীবন দর্শন।

### দর্শন জনপ্রিয় সাহিত্যেঃ

ভারতে যেমন রয়েছে বিদ্বানদের জন্য দর্শন, তেমনি সাধারণের জন্য রয়েছে অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কারণের গুঢ় রহস্যজনক জনপ্রিয় দর্শন রয়েছে কবিতায় এবং অতীন্দ্রিয় প্রকাশে। বুদ্ধিমত্তা (aql) নয়, প্রেম বা ইস্ক (isq) ই সেখানে প্রধান। এখানেই এসেছে সহজ কবির কথা যার কাছে এই পথ হোল প্রকৃতি বা সহজের পথ, যা হৃদয়ের সরল অনুভূতির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত।

দার্শনিক তত্ত্বের সহজিয়াদের গানগুলি হোল সহজ সরল আধ্যাত্মিক মননে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার কথায় ভরা, জীবনের বাইরে নয়। গ্রামের সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রচারিত তথ্য-অর্থাৎ যাত্রা, কবিগান, কীর্তন, বাউল, তুক-খা, দেহতত্ত্ব, মনোশিক্ষা ইত্যাদি সব কিছুই এই দর্শনের মধ্যে পড়ে। এই জনপ্রিয় দর্শন শুরু হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের সময় থেকে প্রেম মাধ্যমে মুক্তির তত্ত্ব। জৈন, ভাগবতবাদী, এবং শৈবরা সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন।

এর পরেই ভারতের পশ্চিম দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করেছে ইসলাম, ইসলামের সাম্যের বাণী নিয়ে সুফিসন্তরা, লোক দর্শনের বাহক হয়ে। সমাজের নিম্নস্তর থেকে উঠে আশা ফকির দরবেশদের কথা সাধারণ মানুষ অতি সহজেই আত্মস্থ করেছে। সিন্ধু অঞ্চলে ইসলাম-সুফি, হিন্দু-মুসলমান সকলে একত্রে মিলিত হয়ে সুফিদের দরগায় ভজনা করেছেন- একই ভাবে বাংলায় সহজের সাধনায় আউল, বাউল, দরবেশ, ফকির, সাঁই, কর্তাভজারা ভজনা করেছেন। সহজ হোল একটি পন্থা, যার কেন্দ্রবিন্দু হোল প্রেম এবং সেই প্রেমের উৎসস্থান হোল দেহ।

সহজিয়া সম্প্রদায় বা সহজযান নিয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ সেন, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, শশীভূষণ দাসগুপ্তর মতে ধ্যানধারণাগুলি প্রধানত পিছিয়ে-থাকা মানুষদের মধ্যে বর্তমান। তাঁরা সহজিয়া সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠানকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এগুলো হোল কৃষিকেন্দ্রিক জাদু অনুষ্ঠান। এবং স্বভাবতই সেখানে নারীপ্রাধান্য।

তন্ত্রেরও একই উপদেশ- বামা ভুক্তা যযেৎ পরাম। তন্ত্র সাধনায় যেমন মেয়েদের প্রাধান্য, সহজিয়াদেরও তাই। শশীভূষণ দাসগুপ্তর মতে- সহজিয়াদের যোগসাধনায় স্ত্রী-শক্তিটি তন্ত্রের শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, যাকে তিনি বলেছেন sexo-yogic practice, যা পাঁচকড়িবন্দোপাধ্যায়ের কাছে 'শক্তিধর্ম'।

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

### তন্ত্রের দেহতত্ত্বঃ

তন্ত্রের দেহতত্ত্বের মূল কথা হোল, মানবদেহকে বিশ্লেষণ করেই, মানবদেহ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেই, আমরা বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যকেও বুঝতে পারবো, কেননা মানবদেহের রহস্য আর বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য সমজাতীয়। দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যায় পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বলছেন, "যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে । ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে" । মনুষ্যদেহ একটি পূর্ণাবয়ব যন্ত্র যার মধ্যে রয়েছে গুণ্ড ও সুগুণ্ড শক্তি । প্রকৃতির সকল গুণ্ড শক্তির সহিত দেহের গুণ্ড বা সম্মূঢ় শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । "যে পদ্ধতিক্রমে নরনারীর সংযোগে নুতন জীবের সৃষ্টি হয়, সেই পদ্ধতিক্রমে পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগে বিশ্ব সংসারের উদ্ভব হইয়াছে এবং যে সাধনার বলে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা যায়, তাহাই তন্ত্রসাধনা । এই দেহতত্ত্ব শাক্ত, বৌদ্ধ বা সহজিয়া যাইই হোক না কেন, এঁদের প্রকাশ শ্রমনিরত সরল সাধারণ মানুষদের মুখে লোকসংগীত রূপে ।

### সাংখ্য দর্শনের উৎসঃ

সাংখ্যের ভাষ্যে গৌরপাদ বলছেন, "যথা স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে সন্তান উৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি হয়" । 'সাংখ্যকারিকা'য় ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রদত্ত ষষ্ঠীতন্ত্র নামটির পিছনে কৃষিভিত্তিক ধ্যানধারণার-তন্ত্রের- আভাস পাওয়া যায় । সাংখ্যের পরিভাষা ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ কৃষিজীবন সঙ্গে যুক্ত । সুতরাং, যে কৃষিভিত্তিক মাতৃপ্রধান সমাজজীবনকে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, সাংখ্য দর্শনের পিছনেও তারই স্মৃতি । এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য হবে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক- "আবার সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি । সেই তান্ত্রিক কাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে" । ট্রাইবাল সমাজে ভাঙ্গন ধরবার পর শ্রেণীসমাজ- রাষ্ট্র ব্যবস্থা । ট্রাইবাল সমাজ ছেড়ে শ্রেণী সমাজের দিকে এগোনোর দুটো পথ-পশুপালন ও কৃষি । খাদ্য আহরন ও উৎপাদনের দিক থেকে এই সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-শিকারজীবী এবং কৃষিজীবী, প্রাচীনদের পরিভাষায় আয়ুধজীবী ও বার্তাশস্ত্রোপজীবী ।

### কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কারঃ

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

প্রাচীনদের মতে লোকায়তিকদের কাছে বার্তা ছিল প্রধানতম বিদ্যা। রবার্ট ব্রিফলট বলছেন, একান্তভাবে মেয়েদের হাতেই বার্তা বা কৃষিবিদ্যার বিকাশ ঘটেছে। ব্রিফলট ছাড়াও পৃথিবীর সব দেশের নৃবিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে সহমত।

### কৃষি আবিষ্কার ও জাদুবিশ্বাসঃ

কৃষিবিদ্যার অপরিহার্য অঙ্গ যে-জাদুঅনুষ্ঠান তাঁর মূল কথা হোল, নারীর প্রজনন শক্তির সাহায্যে প্রকৃতির ফলপ্রসূতাকে আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা। এই জাদু অনুষ্ঠানের মধ্যেই তন্ত্র সাধনার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। তান্ত্রিক পুঁথিপত্রগুলির মধ্য থেকে হিন্দুতন্ত্রের হিন্দুত্ব এবং বৌদ্ধতন্ত্রের বৌদ্ধত্ব সরিয়ে রাখলে পাওয়া যায় তন্ত্র সাধনার অকৃত্রিম রূপ। এবং তা হোল কৃষিকেন্দ্রিক জাদু-অনুষ্ঠান এবং তাঁর অন্তর্নিহিত আদিম বিশ্বাস। অনাবৃষ্টির সময়ে আকাশে জল ছিটিয়ে বৃষ্টির অনুকরণে আয়োজন-সংগীত, নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য। নকল তুলেই ফলপ্রসূ হওয়ার কামনা, প্রকৃতির ফলপ্রসূতার সঙ্গে মেয়েদের ফলপ্রসূতার সম্পর্ক।

### তান্ত্রিক ধ্যানধারণার নারী প্রাধান্যঃ

আচারভেদ তন্ত্র বলছে,

পঞ্চতত্ত্বং খপুস্পঞ্চ পুজয়েৎ কুলযোজিতম

বামাচার ভবেত্তত্র বামা ভুত্বা যযেৎ পরাম।

পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চমকার, খপুস্প অর্থাৎ রজঃস্বলার রজ ও কুলস্ত্রীর পূজা করিবে। তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে নিজে বামা হইয়া পরাশক্তির পূজা করিবে। তন্ত্রের এটিই প্রধানতম কথা। দেবী বা নারীপ্রাধান্য মূলক ধ্যানধারণাগুলির মূল সূত্র পাওয়া যায় কৃষি আবিষ্কারের দিক থেকেই।

### দেবী রহস্য ও উদ্ভিদ জগৎঃ

পিছিয়ে-পড়া মানুষের আজও বিশ্বাস যে নারী দেহ থেকেই আদি শস্যের উদগম। দুর্গা পূজার সঙ্গে যুক্ত নবপত্রিকার পূজা-অনুষ্ঠান, রমাপ্রসাদ চন্দ্রের মতে, দুর্গাপূজার কৃষি পর্যায়েরই স্মারক। রমাপ্রসাদ চন্দ্রের মতে, বাংলার সংস্কৃতির যে চোদ্দ আনাই তান্ত্রিক এবং বাংলার মাটিই যে তান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসার ক্ষেত্র, তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লুকিয়ে রয়েছে বাংলার উর্বর জমির মধ্যে অর্থাৎ কৃষি বিদ্যার দিক থেকেই। কৃষি আবিষ্কারের পটভূমিতেই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈদিক ও তান্ত্রিকএই দুটি ধারার মধ্যে মাতৃপ্রধান তান্ত্রিক ধারাটিকে খুঁজতে হয়। নারীর উর্বরা

শিকড়ের সন্ধান: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

শক্তি ও প্রাকৃতিক উর্বরা শক্তির সম্পর্ক নিবিড়। বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গাছ বা গাছের ডালের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়।

পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বলছেন, 'সে-সব খাঁটি বাংলার জিনিস যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে চাও, তবে বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম, সহজিয়া ধর্ম এবং বাংলার তন্ত্র এবং তান্ত্রিক ধর্ম বুঝিবার এবং জানিবার চেষ্টা কর।-----বাংলার বাঙ্গালীকে ঠিকমতো বুঝিতে হইলে এই দেশের বৈষ্ণব ধর্ম এবং তন্ত্রের ধর্ম বুঝিতে হইবে'। তিনি আরও বলছেন, 'এই সকল তন্ত্র পুস্তকের মধ্যে বাংলার দুই হাজার বছরের ইতিহাস লুকানো আছে, যুগে যুগে জাতির পদ্ধতি, রীতিনীতির কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই তন্ত্রসাগর মস্থন করিতে পারিলে বাংলার বহু রত্নের উদ্ধার হইতে পারে-----  
---। তাঁর আরও বক্তব্য-ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাংলায় বহু জালজুয়াচুরি চলিয়াছিল, ঘটক ঠাকুরেরা অনেক সত্যের গোপন করিয়াছেন, স্মার্ত নাটোর ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ রাজাদের প্রভাবে ও চেষ্টায় আরও অনেক গোলমাল গোলযোগ স্মৃতিশাস্ত্রের রূপার তবকে ঢাকা পড়িয়াছে। এই সকল আবরণ খুলিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে তন্ত্রের আলোচনা করিতে হইবে'।

তন্ত্রে নারী জননাস্ত্রের উপর অত গুরুত্ব আরোপ করার মূল কারণ হোল এক আদিম বিশ্বাস যে স্ত্রী-জননাস্ত্র শুধু সন্তানদায়িনী নয়, শস্যাদি ঐশ্বর্যদায়িনীও। বন্দোপাধ্যায় মহোদয় আরও মনে করিয়েছেন, আমরা যে দশভুজা দুর্গার পূজা করি, সেখানে পূজা হয় ভদ্রকালীর, পূজা হয় পূর্ণঘণ্টের, দেবীকে আহ্বান করিতে হয় যন্ত্রে ও ঘণ্টে। যন্ত্রটির নাম 'সর্বতোভদ্রমণ্ডল'। এটি তন্ত্রের একটি বিখ্যাত যন্ত্র 'সর্বতোভদ্রমণ্ডল'- 'মণ্ডলং সর্বতোভদ্রমেতৎ সাধারণং মতম্'।।

এই তন্ত্র যন্ত্রটির মূল কথা কি? উত্তর হোল- অষ্টদলপদ্ম ও বীথিকা-

নারী জননাস্ত্রের প্রতীক। তান্ত্রিক রচনায় পদ্ম সোজাসুজি এই অর্থেই গৃহীত -

পদ্মमध्ये গতে শুক্রে সন্ততিস্তেন জায়তে।

নারী জননাস্ত্র 'সর্বতোভদ্রমণ্ডল'র উপর স্থাপিত হয় একটি ঘট, ঘণ্টার গায়ে সিন্দুর পুত্তলিকা মানবীয় প্রজননের পূর্ণাঙ্গ নকল। শুদ্ধ মৃত্তিকায় পঞ্চশস্য নিষ্ক্ষেপ করে শুরু হয় ফসল ফলানোর মহড়া। তাই প্রাকৃতিক উৎপাদনে সংকট দেখা দিলে মেয়েরা নগ্নতার সাহায্যে সংকট দূর করতে চায়। উল্লেখ্য উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর, মির্জাপুর জেলার অনুষ্ঠানের কথা এবং উত্তরবঙ্গের হুদুম দেও-এর কথা। নকল তুলেই ফলপ্রসূ হওয়ার কামনা, প্রকৃতির ফলপ্রসূতার সঙ্গে মেয়েদের ফলপ্রসূতার সম্পর্ক।

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

### প্রজনন ও জননাঙ্গঃ লতা সাধনা ও তান্ত্রিক যন্ত্র

তন্ত্র সাধনায় ব্যবহৃত চিত্রের যন্ত্রগুলি স্ত্রী-জননাঙ্গের প্রতীক । কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস থেকেই এই যন্ত্রগুলির উদ্ভব । আদিম মাতৃপ্রধান বা শক্তি-প্রধান চিন্তাধারা ক্রমশই নারী-জননাঙ্গ কেন্দ্রিক হয়েছে । প্রজননের কামনা, ধন উৎপাদন ও কৃষিকাজের সাফল্য কামনা সব কিছু নিয়েই জননাঙ্গ কেন্দ্রিকতা । তন্ত্র মতে যন্ত্রেই দেবতার অধিষ্ঠান; আধুনিক তান্ত্রিকতা অনুসারে বিখ্যাত কয়েকটি যন্ত্র হল-গনেশযন্ত্র, শ্রীরামযন্ত্র, নৃসিংহযন্ত্র, গোপালযন্ত্র, কৃষ্ণযন্ত্র, শিবযন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয়যন্ত্র ইত্যাদি ।

ত্রিফলট দেখাচ্ছেন যে চাষবাস শুরু করার পর থেকে খাদ্য-উৎপাদন সংক্রান্ত জাদু অনুষ্ঠানের মূল কামনা ছিল পৃথিবীর উর্বরা শক্তির বৃদ্ধি এবং অনুষ্ঠানের মূল অঙ্গ মৈথুন ।



## **Folk Culture: The secret of life in Bankura**

**Krishnendu Seth**

**O-I-C, Jamini Roy Institute of Art and Culture, Bankura University**

### **Abstract**

Culture is an expression of life. It illuminates us about the course of our thoughts and actions. Literature, art, philosophy, music, sculpture, architecture, religion, traditions, customs, religious practices, recreation, festivals, etc. are the components of culture. However, cultural heritage implies a historical transmission from predecessors. Cultural transmission from ancestors and add new ideas and new thoughts or give up some knowledge or ideas, stimulate cultural change and create dynamic characteristics. The influence of geographical location and subaltern society dominate Bankura's culture. Modernity has not deeply influenced the mind of the people of the district of Bankura. Cultural heritage of Bankura is still in a elemental condition. Bankura belongs to "Rarh" in ancient history, the land of history, culture, literature, anthropology and archeology. Religious belief and its symbolic expression are elementary issues of culture. It creates folk culture and converts it into tradition. When the worship of any local god of a particular region, religious festival or fair starts, dance and music is spontaneously awakened with the local festivals. Leaf dance, stick dance, bulbul dance, khati dance, rumal dance, horse dance, bhuang dance or Rabon kata dance of Bishnupur is directly influenced by folk deities. Folk songs of Bankura are inspired by the local divinities. Bhadu, tusu, korom, jawa, ind, goram, boram, dharna, chandi, shiva are important forms of folk songs. Numerous folk arts have developed on the shores of local gods. Panchmura is famous for clay modelling. Horses, elephants, Mansha Chali are items to donate to the gods. Wooden horse of Bankura, dokra of Bikna, Hatogram for conch cell work, Susunia for stone curving, all types of art forms emerged with the intention to celebrate the god. The temple district of West Bengal is Bankura and temple city of Bankura is Bishnupur. Religion is the core part of the architecture. Artifacts of the temples of Bankura and Bishnupur and the statues of the gods and goddesses are based on religion. Dasavatar ganjifa for playing card games, a work of art, is also based on deity. Patachitra is a combination of roll art and songs. All colours are natural. The potuas sing songs to propagate the glory of God and create local awareness about the same. The tribal communities stand with rich tradition with respect to their religious ceremonies. Marangboru, Aura Bonga are religious gods of tribes like like the Santals. Gajon, rath, charak, makar, jhapan, saila are the principal festivals of Bankura. Bishnupuri baluchori

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

sharee, Rajogram gamcha, Kenjakura metal utensils are also used for festival and daily use. This paper intends to investigate whether religion predominate the cultural heritage of Bankura or other factors also influence it. In that case, geopolitical position and subaltern society dominate Bankura's culture and heritage.

## A Folkloristic Study of Children Rhymes and Lullabies of Rajbanshi/Kamtapuri

Dr Hari Madhab Ray

Centre for Linguistics, SLL&CS, Jawaharlal Nehru University

### Abstract:

The word nursery rhymes or children rhymes in Rajbanshi can be translated as *Chhora* ছড়া or *Chhaoyali Chhora* ছাওয়ালি ছড়া. *Chhora* indicates traditional, unpolished, usually rustic or rural naïve verse with a focus on household things, sleep, play, festivity, and personified animals that is recited by mothers, caregivers, elders and siblings to very little children, and by the children themselves. The study of nursery rhymes tends to fall midway between the study of folklore and of children's literature proper (Sircar:1997). In this study, I will include lullabies word songs of sleep, rhymes of mother love, verses on the doings of a generic little boy and girl. Lullabies are a special kind of song. Across centuries and across cultures, caregivers have created these cradle songs and melodies to calm children and to soothe babies into slumber (Honig 1985). The lullabies are called *Chaoya bhurka* ছাওয়া ভুরকা (Sanyal 1965), *Chaoya bhulani gan* ছাওয়া ভুলানি গান (Dharma Narayan Barma 2000) *Chaoya bhurka/bhulka chora* ছাওয়া ভুরকা/ভুলকা ছড়া (Debendra Nath Barma 2012), *Nindali gan/chaoya bhurka gan* নিন্দালি গান/ ছাওয়া ভুরকা গান (Bhakat 2013). In addition to lullabies, some folk rhymes used at the time of playing different games will be analyzed for this study. The description of rural lives is manifested in these folk nursery rhymes. It has been noticed that the translations of the syntax, meter and rhyme scheme of the original Rajbanshi lullabies and folk rhymes will be lost somewhere in the target language as these are untranslatable and it is impossible to capture the spirit of the rhymes. It is difficult to determine the basic source of the children rhymes, as it is not written down and it travels fast from one region to another, changes with the language and also assimilates with the local culture with distinct flora and fauna.

**Keywords:** *Lullaby, Folk rhymes, Nursery Rhymes, Folklore, Rajbanshi/Kamtapuri*

### References:

- Barma, Dharma Narayan. 2000. *Kamtapuri Bhasha Sahityer Ruprekha*. Raydhak Prakashan, Tufanganj, Coochbehar. Pp- 182-184.
- Barma, Debendra Nath. 2012. *Rajbanshi Bhashar Itihas*. Sopan, Kolkata. PP-357-358.

- Barma, Ramani Mohan. 2018. Uttarbanger LokkriRay Shishu shaitya. In *Lokutsa*. Vol. II. Mathabhanga. Coochbehar. Pg-141-154.
- Barman, Abhijit. 2011. Rajbanshi Samajer Chaoyalar Khyalar Dak. Pg-26-30. In *Bhandhani Vol. II*. Unique Design, Mathabhanga, Coochbehar.
- Bhakat, Dwijendra Nath. 2013. *Rajbanshi Loksahitya*. Centre for Ethnic Studies and Research. Golakganj, Assam. Pg-191-212.
- Chaudhary, Sukanta. 1985. *The select nonsense of Sukumar Ray*. Calcutta: Oxford University Press.
- Honig, A Sterling. 2005. The Language of Lullabies. *YC Young Children*. Vol. 60. No. 5. Pp-30-36. National Education for the Education of Young Children.
- Sanyal, Charu Chandra. 1965. *The Rajbnasis of North Bengal*. The Asiatic Society. Kolkata. PP-61-87.
- Deb, Ranjit. 2014. *Rajbanshi Samajjibon O Sanskritir Itihas. (A Socio-cultural History of North Bengal-Part-I)*. Deb Prakashan. Kolkata. Pp-123-170.
- Sircar, Sanjay. 1997. An Annotated Chhara-Punthi: Nursery Rhymes from Bengal. *Asian Folklore Studies*. Vol. 56. No. 1. Pp-79-108. Nanzan University.

## লোকসংস্কৃতি গবেষণার সেকাল ও একাল

আব্দুর রহিম গাজী

অধ্যাপক ও প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান

বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যক্ষ, কলা অনুষদ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

'Research is a systematic search for knowledge' সত্যানুসন্ধানই এর লক্ষ্য। উদ্দেশ্য ভিত্তিক ও পদ্ধতিনির্ভর প্রয়াসে সমস্যার সমাধান বা প্রশ্নের উত্তর বের করাই হল গবেষণা। প্রাকৃতিক গবেষণার অন্তর্গত পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যার গবেষণার পাশে সামাজিক গবেষণার বিষয়ও মানব সমাজের বিভিন্ন দিকে ব্যাপ্ত। মৌলিক গবেষণার পাশে ফলিত গবেষণায় আসে Field Research এর বিষয়। লোকসংস্কৃতির গবেষণা এই ধারার সঙ্গে যুক্ত।

উইলিয়াম মর্টন, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত বাংলা লোকসংস্কৃতি গবেষণার প্রথম পর্যায়। উত্তর রবীন্দ্র পর্বে দীনেশচন্দ্র সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য পর্যন্ত বাংলা লোকসংস্কৃতি গবেষণার সেকালপর্ব বিস্তৃত। এই পর্বে লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির চর্চাই ছিল প্রধান। ছড়া, ধাঁধা, কথা, প্রবাদ, সঙ্গীতের উপর সংগ্রহ আলোচনা ও গবেষণা এইপর্বেপ্রাধান্য পেয়েছে।

পরবর্তীতে তুমার চট্টোপাধ্যায়, আশরাফ সিদ্দিকি, ময়হারুল ইসলাম প্রমুখের হাত ধরে লোকসংস্কৃতির তাত্ত্বিক দিক এবং নির্মলেন্দু ভৌমিক, বরণকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ লোকসংস্কৃতি বিদদের হাত ধরে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বগত দিক উঠে আসে। শুরু হয় লোকসংস্কৃতি গবেষণার একাল পর্ব। এই পর্বের বুক চিরে বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতিচর্চার পাশে বস্তুকেন্দ্রিক ও অন্যান্য পর্বের লোকসংস্কৃতিচর্চাও শুরু হয়। এতে লোকসংস্কৃতি চর্চার নতুন দিগন্ত খুলে যায়। কত বিচিত্র পর্বের লোকসংস্কৃতির গবেষণা শুরু হয়। মৌখিক পরম্পরার পাশে বস্তুগত ঐতিহ্যের নানা দিক, সংগ্রহের নানা আধুনিক রীতি-পদ্ধতি, উপস্থাপনের নানা কৌশল, যন্ত্র প্রযুক্তিগত সহায়তা একালের লোকসংস্কৃতির গবেষণাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। কালের প্রবাহে, লোকায়ত উপাদান উপকরণের অপ্ৰতুলতার পাশে কিছু নতুন ধরনের উপাদান লোকসংস্কৃতির গবেষণা ভূবনকে কিছুটা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছে। তবুও লোকসংস্কৃতি আছে শিকড়ের গভীরে। কালের নিয়ম- একে অস্বীকার করে লাভ নেই।

## ক্ষেত্র সমীক্ষার মূল সূত্র

ড. মিলন কান্তি বিশ্বাস

বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

গ্রামই ভারতীয় জনজীবনের ও সংস্কৃতির প্রাণ। গ্রামেই ভারতের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মানুষ বাস করেন। ভারতীয় লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনকে জানতে হলে গ্রামকে অবশ্যই মূল্য দিতে হবে। এই গ্রামজীবন এবং গ্রামজীবনের সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ এই সংস্কৃতিকে আজ থেকে একশো ছাব্বিশ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ‘জাতীয় সম্পত্তি’ রূপে অভিহিত করেছিলেন। কবির ভাষায় – ‘ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। ... এতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।’ (লোকসাহিত্য – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা – ৭০০ ০১৭, পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৯, পৃ ৪৯)

রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে ‘জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি’ রূপে অভিহিত করেই ক্ষান্ত হননি, এগুলিকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণেরও কথা বলেন। এই কাজে তরুণ সম্প্রদায়কে অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। এই উপলক্ষে ‘ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ’ প্রবন্ধে বলেন – ‘সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপা নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া ছেলেভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। ...’ ( শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ ২৫) তিনি নিজে এই কাজে অগ্রসর হন এবং কর্মচারী ও আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হতে এই উপাদান সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে এগুলি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করে শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তীকালে।

আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতির পঠন-পাঠন, অনুশীলন ও চর্চা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও পদ্ধতির আলোকে করা হয়। ফলে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চর্চার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষার (Field Work) গুরুত্ব অপরিসীম। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ অধ্যাপক শঙ্কর সেনগুপ্তের একটি উক্তি এপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য – ‘লোকবিজ্ঞানী লোকবৃত্তের উপকরণ নিয়ে সত্যানুসন্ধান ও অতীত সম্পদ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। তিনি বিশ্বাস

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

করেন এর দ্বারা সমাজসেবা সম্ভব।'(লোকবৃত্ত : ক্ষেত্রসমীক্ষার মূলসূত্র, শঙ্কর সেনগুপ্ত, ইণ্ডিয়ানা পাবলিকেশনস, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯, প্রথম প্রকাশ - ১ বৈশাখ ১৩৮৫, পৃ )

ক্ষেত্রসমীক্ষার একাধিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যিনি ক্ষেত্রসমীক্ষা করবেন তিনি পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবেন তা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ -১। সাক্ষাৎকারমূলক পদ্ধতি(Interview Method)২। পর্যবেক্ষণমূলকপদ্ধতি(Observation Method)৩। বিবরণমূলক পদ্ধতি (Case Study Method)৪। কুলজিশাস্ত্রগ্রন্থমূলক পদ্ধতি (Genealogical Method)৫। আলোকচিত্রমূলক পদ্ধতি(Photographical Method)৬। পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি(Statistical Method) ২ সমগ্রক্ষেত্রসমীক্ষার কর্মটি তিনটি পর্বে বিভক্ত করে আলোকপাত করা হবে। যথা - ১.১ প্রাক-ক্ষেত্রসমীক্ষা পর্ব (Pre-Field work Phase)১.২ ক্ষেত্রসমীক্ষা পর্ব (Field work Phase) এবং সব শেষে১.৩ ক্ষেত্রসমীক্ষা পরবর্তী পর্ব (Post-Field work Phase)।

## লোকক্রীড়ার নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব

বিকাশ পাল

প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ প্রফেসর বরুণকুমার চক্রবর্তী আমার লেখা ‘প্রসঙ্গঃ লোকক্রীড়া’ গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন “খেলা শুধু খেলা নয়”। প্রাতঃস্মরণীয় এই উক্তিটি স্মরণযোগ্য, কারণ সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি কোনো কিছুই জীবন অতিরিক্ত কোনো বিষয় নয়। লোকক্রীড়া যেহেতু লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বিশেষ, তাই তার মধ্যে জীবনের ছবিই তার মধ্যে লক্ষ করা যেতে পারে। মানব সভ্যতার আদিকাল থেকেই মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে। তারা শুধু লড়াই করেছে তাই নয়, প্রকৃতিকে জয় করে আপন বশে এনেছে জীবনকে নির্বিঘ্ন করার জন্যে। বয়স্ক মানুষরা যখন লড়াই করেছে, অনুকরণপ্রিয় শিশুরা তাদের ক্রীড়ার মধ্যে তার অনুকরণ করেছে। বয়স্কদের জগত আর শিশুদের জগত স্বতন্ত্র। তাই বয়স্কদের বস্তুবাদী জগতের বাইরে থেকে শিশুরা তাদের কল্পনাশক্তির দ্বারা স্বতন্ত্র জগত রচনা করে থাকে। মানব সভ্যতার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এক সময়ের মানুষের জীবনযাত্রার অপরিহার্য বিষয়গুলির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, আর তা স্থানলাভ করেছে শিশুর খেলাধুলার মধ্যে। তাই লৌকিক খেলাধুলার পরতে পরতে জন্মে আছে মানব সভ্যতার ফেলে আসা অভিজ্ঞান। তাতে শিশুর কিছুই যায় আসে না, তবে গবেষকের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ। তা লুকোচুরি, ডাংগুলি, লাল-লাঠি, হা-ডু-ডু, গঙ্গায়মুনা, গাছছুয়া, নুনতা, গাদল, গুলিখেলা, কড়িখেলা বা উপেনটি বাইস্কোপ যাই হোক না কেন।



## আরবান ফোকলোর

ড. শেখ মকবুল ইসলাম

লোকসংস্কৃতির বহুধা বিভক্ত ধারার সবগুলি দিক এখনো আলোচিত হয়নি । লোকসংস্কৃতিকে বিচার বিশ্লেষণ করার যেমন নতুন নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি তৈরী হয়েছে, তেমনি লোকসংস্কৃতির চলমান প্রক্রিয়ার ভিতরে অনেক নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, পুনর্জীবিত হয়েছে অনেক কিছু । তাদের মধ্যে একটি বিষয় হলো "আরবান ফোকলোর" (Urban Folklore) । আমার বক্তব্যের মূল বিষয় "আরবান ফোকলোর" বিষয়ে লোকসংস্কৃতি বৈজ্ঞানিক ধারণাচিত্র তুলে ধরা ।

## বঙ্গজীবনের যাপনচিত্রে ধান্য সংস্কৃতির বিষয়

অধ্যাপক ড. কাকলী ধারা মন্ডল

লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

চাণক্য বলেছিলেন “নাহি ধান্য সমো অর্থঃ” অর্থাৎ ধানের সমতুল্য কোন সম্পদ নেই। বাঙালির সৌভাগ্য যে এই মহাসম্পদে ধনী আমরা। সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিই হল কৃষি নির্ভর সংস্কৃতি (Agriculture based Culture) তবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি ধান পশ্চিমবঙ্গেই হয়। কয়েক হাজার বছর ধরে ধানকে কেন্দ্র করেই বঙ্গজীবনের দৈনন্দিন জীবন আবর্তিত হয়েছে। বঙ্গসমাজের চারবেলার খাদ্য যুগিয়েছে ভাত, মুড়ি, চিঁড়ে, খই, পিঠে, পুলি, মোয়া মুড়কি সহ বিবিধ চাল জাত খাদ্য। 'ভেতো বাঙালি' যখন 'স্বাস্থ্য সচেতন' কিংবা 'শরীর সচেতন' হয়নি। তখন পারলে চার বেলাই ভাত খেতো। বাঙালির "বারো মাসে তেরো পার্বণে"র সিংহভাগই কৃষিকেন্দ্রিক-ধান সেখানে লক্ষ্মীস্বরূপা সমাজজীবনের সব মাঙ্গলিক কাজেই ধানদূর্বা অপরিহার্য। আতপচাল বেটে সেই পিটুলি গোলা দিয়ে আল্লা এঁকে সব অশুভকে দূর করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে মোট কৃষিজমির ৭২ শতাংশ জমিতেই ধান চাষ করা হয়। এ রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের জীবন ও জীবিকা ধান্যকেন্দ্রিক। একসময় এ রাজ্যে সমস্রাধিক প্রজাতির ধান চাষ হত - বর্তমানে যার মধ্যে বহু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আকার, প্রকার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য - সরু-মোটা, সুগন্ধী-গন্ধহীন, গভীর জলের, স্বল্প জলের, বেশিদিনের-অল্পদিনের, সাদা-কালো বিচিত্র তার রূপ-গুণ। সংস্কৃত ব্যাকরণে ধান্যশ্রেণীভুক্ত শস্যকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয় - শালী, শূক, ব্রীহি, সিম্বি ও ক্ষুদ্র। লোজীবনের দৈনন্দিনতায় লোকসংস্কৃতির অসংখ্য বর্গে ধান্যসংস্কৃতির বহুমাত্রিক বিষয় লক্ষ করা যায়। যেমন মৌখিক সাহিত্যের বিবিধ উপাদান ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ কিংবা লোককথায় অভিনব ধান্য প্রসঙ্গ বহুস্তরিক তাৎপর্য উপস্থাপন করে। একইভাবে লোকঅভিকরণ শিল্পের বিচিত্র ধারা লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্য প্রভৃতির মধ্যেও ধান্য বিষয়ক অনুষ্ণ বিধৃত আছে। আর ধান্যকেন্দ্রিক ব্রত -পার্বন উৎসবের তো শেষ নেই। দৈনন্দিন জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার রীতিকৃত্যে বিবৃত হয় ধান্য সংস্কৃতির বিচিত্ররূপ। বঙ্গজীবনের ঐতিহ্যময় লোকশিল্প, লোকখাদ্য, পেশাক-পরিচ্ছদ কিংবা লোকতৈজসে ধান্যসংস্কৃতির প্রতিবিম্বন সহজ ও স্বাভাবিক। লোকবিজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তি সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গোষ্ঠীর নিজস্ব জ্ঞানকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়। বঙ্গ লোকসংস্কৃতির পরম্পরাগত

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

জ্ঞানভাণ্ডারের বৃহদাংশ জুড়েই ধান্যবিষা ও ধান্যসংস্কৃতি (Rice lore) এর অবস্থান। বর্তমান প্রবন্ধে চর্চিত ও বিশ্লেষিত হবে বঙ্গজীবনের যাপনচিত্রে বহুমাত্রিক ধান্যসংস্কৃতির বহুতর রূপভেদ।

**The Importance of “Vow” (Bratakatha) of The Rajbanshis of Cooch Behar,  
The North-Eastern Part of India In Respect Folk Literature: A Case Study on  
‘Subachani’.**

**Dr. Madhab Chandra Adhikary**

**Professor of History**

**Cooch Behar Panchanan Barma University**

**Panchanan Nagar, Cooch Behar-736101**

**Abstract**

The history of a nation lays in its literature and culture. Men can find its roots through their folklore. On the other hand, folklore unveils the inner queries of man through its explanation. The study of culture cannot be fruitful and perfect without the study of its folklore; because folklore is integrated to culture. The branch of other culture derives from the folk culture. The day to day activities of man i.e. social, economic and religious affairs can be found through folklore. Though there is scanty of written sources of folklore, its oral form extended its roots in the centre of human civilization that cannot be eliminated in the passage of time. However, the folk culture is now being facing serious problems due to the advent of the modern technology. In this connection, measures should be taken to collect, preserve, enquiry and practice of this kind of folk culture in future. The intention of the present study is to explore the importance of the ‘Vow’ ( Bratakatha) of the Rajbanshis Community of Cooch Behar, the North Eastern Part of India in respect of Folk literature. The study is concentrated only on the worship of “Subachani” which is worshipped in every Rajbanshi to the welfare of the family and society. There is difference of opinions among the scholar regarding ‘Subchani’. But the basic aims of the vow are to propagate its divine grace or power in society.

**Key words:** folklore, literature, eliminated, Rajbanshi, Subachani, propagate, society

## শিরোনাম - মালদা জেলার চড়ক পার্বণ: অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের গভীরে

Aloke Roy

Assistant Professor, Department Of Bengali

Malda Women's College, Malda

### সূত্রশব্দ: অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষণ ও ক্ষেত্রসমীক্ষা-অনুসন্ধান

মালদা জেলার বুলবুলচণ্ডী অঞ্চলে বাল্য থেকে যৌবনকাল কাটানোর অভিজ্ঞতায় মালদা জেলার চড়ক পার্বণ বছর সরাসরি কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। তাছাড়া দু-একবার চড়ক পূজার সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের দাবিতে নিজে অংশগ্রহণও করেছি। হাজার ভাৱে দেবতার সাজে বাল্যকালে ঘুরে বেড়িয়েছি অনেক চড়কের মাঠে। তাই আলোচনাচক্রে এমন একটি বিষয় নির্বাচন করলাম সেই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সন্ন্যাসীদের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে শিকড়ের সন্ধান জানার দাবি নিয়ে।

ইতঃপূর্বে মালদহের চড়ক পূজা নিয়ে কোনো লেখা প্রকাশিত হয় নি, এমন দাবি করবো না। ড. রাধাগোবিন্দ ঘোষ তাঁর 'মালদহের লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে এবং ড. শচীন্দ্র নাথ বালা তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কৃতি ও মালদহ জেল' গ্রন্থে চড়ক পূজা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও বলতে পারি যে, তাঁদের আলোচনার মধ্যে চড়ক পার্বণের খুঁটিনাটি বিষয়ের বেশ কিছু অংশ ধরা পড়ে নি। শ্রদ্ধেয় ঘোষ ও বালা মহাশয় তাঁদের প্রবন্ধে বিষয়টিকে 'চড়ক পূজা' নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু 'চড়ক পূজা'-র আনুসঙ্গিক 'সন্ন্যাসী ও ভক্ত', 'অধিবাস বা সাগর পূজা', 'আসন-ধূপ', 'পাট ঠাকুর', 'গাজন', 'ভাল্লা বা সং দেওয়া', 'নীল পূজা', 'গর্ত পূজা', 'শিব-পার্বতী পূজা', 'হাজরা পূজা ও হাজরা চালান', 'পাট গম্ভীরা', 'বানাম', প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় যুক্ত। বালাবাবু তাঁর গ্রন্থের আলোচনায় বিষয়গুলি নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করলেও অভ্যন্তরীণ বেশ কিছু বিষয় সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন নি। আবার ঘোষবাবু এতটা বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। চড়ক পূজার সঙ্গে নানা পর্ব বা অনুসঙ্গ যুক্ত বলেই আমি বিষয়টিকে 'চড়ক পার্বণ' বলার পক্ষপাতি। 'হুতোম পেঁচার নকশা' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বোধকরি এ কারণেই তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছিলেন 'কলিকাতায় চড়ক পার্বণ'।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও 'অষ্ট-সখী নাচ', 'বাইদ্যা গান ও নাচ', 'বুড়া-বুড়ি নাচ', 'মুখোশ নৃত্য' প্রভৃতি নানা বিষয় চড়ক পার্বণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আবার 'পিঠ বানাম', 'গাল বা জিহ্বা ফোড়ানো', প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'অঙ্গচ্ছেদ', 'আগুন খেলা' প্রভৃতি যাদুকরী বিদ্যার মতো বিষয়। তাছাড়া এই সকল

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

বিষয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পূর্বের মতো মন্ত্র-শক্তির উপর ভরসা না রেখে সন্ন্যাসীগণ আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের সাহায্যও গ্রহণ করছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ‘পিঠ বানাম’ বা পিঠে বরশি গাথার জন্য বর্তমানে ক্লোরোফর্ম ইনজেকশানের ব্যবহারও প্রচলিত হয়েছে। অবশ্য এই বিষয়গুলি সন্ন্যাসীগণ অত্যন্ত গোপনে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে করে থাকেন; যাতে করে সন্ন্যাসবর্গ ও বিশ্বস্ত লোকের বাইরে সে বিষয় প্রচারিত না হয়। সেদিক থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবও চড়ক পার্বণের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সমস্ত তথ্যগুলি অভিজ্ঞতা না থাকলে বাইরের গবেষকদের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

সবশেষে বলতে পারি, মালদা জেলার ‘চড়ক পার্বণ’ স্থানভেদে নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সময়-কালের ব্যবধানের ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মালদা জেলার এই বিশিষ্ট সংস্কৃতির নানা পটপরিবর্তন ঘটে চলেছে। চড়কের সন্ন্যাসীবর্গ প্রতি বছরের চড়ক পার্বণে নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করার পরিকল্পনা করে থাকেন। তাই এ বিষয়ে গবেষকবর্গের আলোচনায় যে অসম্পূর্ণতা দেখা যায় তা তাঁদের গবেষণাকর্মের গাফিলতির জন্য যে নয় তা সহজেই বলা যায়। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ গোপনীয় অনেক বিষয় সন্ন্যাসীবর্গ ব্যতীত অন্য গবেষকের পক্ষে উদ্ধার করাও সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থেকে এ বিষয়ে অবগত হয়েছি। মালদা জেলার চড়ক পার্বণের এই সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে এবং পূর্বোক্ত গবেষকবর্গের দৃষ্টির বাইরে যে বিষয়গুলি থেকে গেছে সেগুলি সম্পর্কে বিদ্যাজনদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

## **Reviewing the Festivals of Itu and Tusu: A Discourse on Nature Worship**

**Anisha Mondal**

**Student, M.A English, Sidho Kanho Birsha University, Purulia**

### **Abstract:**

My paper is based on the study of natural elements and indigenous cultures of various traditions associated with the festival of Makar Sankranti which is a harvest festival celebrated all over India but it bears different names in different places. There are various folk celebrations associated with the event of Makar Sankranti. Folk Culture is also associated with the celebrations of nature and natural elements. In my paper I wanted to highlight the facts associated with nature as well as with women as Sun God (Etu) and Tusu respectively. I would like to focus my paper on the narratives associated with Itu puja and Tusu which is generally celebrated along the rarah region of Bengal where the main occupation of people is agriculture. People for a long period of time are celebrating these harvest festivals by associating it with folk cultures. The narrative behind Itu puja deals with the story of two sisters Umno and Jhumno which deals with the background theme of disloyalty from father, shelter from earth, faith to the natural elements which I would like to focus on in my paper. On the other hand the narrative of Tusu is much more familiar as Tusu is considered to be the daughter of the household. In my paper therefore I shall try to focus on the elements of nature and other aspects of life as well.

**Keywords:** Folk, Makar Sankranti, Etu Puja, Tusu.

## লোকসংস্কৃতির শিকড় সন্ধানে লোকনাট্য লেটো

অঙ্কিতা রায়

পিএইচ. ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

### সারসংক্ষেপ

লোকসংস্কৃতি বাঙালি জীবনের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার নিদর্শন। একটি জাতির আত্মপরিচয় হলো তার সংস্কৃতি। সাধারণ মানুষের ভাষা, জীবনবোধ, বিনোদন, সাহিত্য, পেশা এসব নিয়ে যা গড়ে ওঠে তা হল লোকসংস্কৃতি। মৌখিক ধারার লোকসাহিত্য মানসজাত লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত, ঠিক তেমনই লোকনাট্য গদ্যে ও পদ্যে রচিত মৌখিক ধারার সাহিত্য। অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনমূলক লোকসংস্কৃতির মধ্যে পড়ে লোকনাট্য। লোকনাট্যের উদ্ভব, বিকাশ তার বিভিন্ন মাত্রায় ছড়িয়ে পড়া, বৈচিত্র্য জনমানসে প্রভাব ফেলে। সাধারণত নিম্নবিত্ত কৃষক, দিনমজুর ও গ্রামের বেকার যুবক এই লোকনাট্যে অংশগ্রহণ করে। লোক ও নাট্য এই দুই শব্দের সমন্বয়ে গঠিত লোকনাট্য। লোকসংস্কৃতির এই ধারাটি জনমানসের বিস্তৃত ভূমিতে তার স্বচ্ছন্দ বিহার, স্বভাবে উদার, সাধারণ মানুষকে হতাশ করার প্রকৃতি নয় তার বরং সে মূলত নাচ, গান, সংলাপ, অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। এটি সাধারণত লোকসমাজের মধ্যেই উদ্ভূত হয় এবং সাধারণ লোকেদের কাছে পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে রচয়িতার ভাব পরিকল্পনা এতে প্রাধান্য পায় না, ঐতিহ্যগত কাহিনিকে অনুসরণ করা হয়। কোনো আঞ্চলিক মানবগোষ্ঠীর আদিম বীরত্ব, কীর্তিগাথা-এর কাহিনিধারার মধ্যে মিশে থাকে। লোকনাট্যের আঙিনায় আঞ্চলিক পটভূমি জীবন্তভাবে ফুটে ওঠে, স্থানীয় প্রকৃতি ও লোকজীবন ধারার চিত্র এতে উজ্জ্বল হয়ে দেখা যায়।

এই লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত রাঢ় বাংলার একটি অতি পরিচিত হাস্যরসাত্মক ধর্মী লোকনাট্য হলো লেটো। অতি প্রাচীনকালে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার বিকাশ সাধনে গোপালকরা কৃষিকার্যের পাশাপাশি তাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য নৃত্যগীত ও অঙ্গভঙ্গি করতো যা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার অনুশীলন ও প্রচার শুরু হয়, তারই ক্ষীণধারা আজ রাঢ় অঞ্চলের জেলা গুলিতে লেটো নামে পরিচিত। রাঢ় অঞ্চলে অর্থাৎ বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় লেটোর চর্চা শুরু হয়। লেটো চর্চা মূলত সমাজের



শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

একেবারে নিম্নবিত্ত খেটে-খাওয়া এমনকি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের মধ্যে শুরু হয়। লেটো বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবেশন করা হয়। যা সাধারণত নৃত্য, গীত, সংলাপ, অভিনয়ে সমন্বিত এক মৌখিক লোকনাট্য। এই লেটোপালা ও লেটোগান পরিবেশন করা হত মূলত শীতের শুরু থেকে শীতের শেষ পর্যন্ত এই সময়টুকুতে। সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষিভিত্তিক অঞ্চলে এর উৎপত্তি এবং কৃষক সমাজ সারাদিনের কাজ শেষ করে ক্লান্ত জীবনের অবসরটুকুতে ফাঁকা জায়গায় গ্রাম্য পরিবেশে সারারাত ধরে চালাতো লেটোর চর্চা। যার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠত তৎকালীন জমিদারি প্রথা, বিধবা বিবাহ, পুরাণভিত্তিক, রামায়ণ, মহাভারত থেকে উঠে আসা ঘটনাবলী। গ্রাম্য কৃষক সমাজই নানা চরিত্রে অভিনয়ে অংশ নিয়ে লোকশিক্ষার একটি দিককে প্রকটিত করে তুললো এবং এই অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে একত্রিত হয়ে দলবদ্ধ হতে সচেষ্ট হলো। তৎকালীন লেটো পালায় বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়, মহিলা চরিত্রে পুরুষের অভিনয় বেশ লক্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে। ঠিক এরকমই কিছু লেটোর দলের বায়না নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লেটোপালা অভিনয় করা তৎকালীন সময় থেকে শুরু হয়। এরকমই একটি উল্লেখযোগ্য লেটোর দল ছিল বর্তমান পশ্চিম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী বজলে করিমের লেটোর দল। সেই দলে কাজী নজরুলের বাল্যকালে যোগদান, পালা গাওয়া, পালা রচনার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এইভাবে যুগের গতিতে চলতে থাকা লেটো গানে ও লেটো পালায় বিশেষ কিছু পরিবর্তন সাক্ষ্য বহন করে চলেছে বর্তমানে, বর্তমান শিল্পীদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়। তৎকালীন লেটোপালার সঙ্গে বর্তমান লেটোপালার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পার্থক্য চোখে পড়ার মতো যা সাধারণভাবে এক নজির তৈরি করেছে এবং বলাই যাই তা ছোট্ট বীজ থেকে শিকড় বিস্তারের মধ্যে এক মহিরুহে পরিণত প্রাপ্ত হয়েছে বর্তমানে রং বাহারি দুনিয়ায় পরিবর্তনশীলতার মধ্যে দিয়ে। তার শিকড় কখনোই ছিঁড়ে যায় নি বরং শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বলাই বাহুল্য লোকসংস্কৃতি বা তার উপাদানগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানবজীবনের চলমানতাকে সঙ্গী করেই চলতে থাকে তার নিয়মে।

সূচকশব্দ : লোকসংস্কৃতি, লোকনাট্যে, মানুষ, মানবজাতি, লেটো, রাঢ়-অঞ্চল

## লোকশিল্প আলপনা : নন্দনের ছোপছাপ

অন্তরা ব্যানার্জি

গবেষক (পি এইচ ডি), কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা ও বাঙালির নান্দনিক সংবেদনশীলতা যে বিষয় বা উপাদানগুলির মধ্যে নির্ভরশীল হয়ে আছে তার অন্যতম হল আলপনা। বহু প্রাচীন এই শিল্পরীতিটি বাংলা তথা সমগ্র ভারতের সৌন্দর্য পিপাসা নিবৃত্ত করে এসেছে। শিল্প-সমালোচকরা বঙ্গীয় এই শিল্পকলা তথা আলপনার সঙ্গে অজস্র সহ নানান গুহাগাত্রের চিত্রকলার সাদৃশ্য পেয়েছেন। এই সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনাই শিল্পের বৈশ্বিক প্রবণতাকে ধারণ করে। কিন্তু তা আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। বিভিন্ন ব্রত, পালা-পার্বণ ইত্যাদি উপলক্ষে নিকনো ঘরে বা উঠোনে সজ্জিত হয়ে ওঠা আলপনা দেখলে তাৎক্ষণিক যে সৌন্দর্য চেতনার জন্ম হয় অথবা হয় না, সে বিষয়ক কৌতূহলই আমাদের এই প্রবন্ধের মূলসুর। আঙুলের একটি বিশেষ মুদ্রায় অথবা জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড তথা গ্রামাঞ্চলের লোকভাষায় ‘কানি’র দ্বারা খড়িমাটি বা পিটুলি গোলা ব্যবহার করে অপূর্ব রেখাঙ্কনে পল্লিরমণীরা তাঁদের গৃহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে থাকেন। সেখানে কোন যন্ত্রের সাহায্য নেই। তবে তুলির অনুকরণে ‘শরকাঠি’ বা ‘ঘাসের মুঠি’র সহজ ব্যবহার বহুসময় দেখা যায়। আলপনার বিস্তারে যে পিটুলি বা খড়ি মাটির সাদা রংকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে এমন নয়। প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত লাল, হলুদ বা সবুজ বহু সময়েই আলপনার রঙে বৈচিত্র্য আনে। এই বিষয়টির সঙ্গে অবাঙালীয় বর্ণাঢ্য ‘রঙ্গোলী’-কে মিলিয়ে দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয়ই বিশদে প্রবন্ধটিতে উঠে আসবে। এভাবেই কখনও ব্রত, পালা-পার্বণ, আবার কখনও বিভিন্ন পূজো বা উৎসবকে কেন্দ্র করে আলপনা তার সুসংগত ও সুসম্পূর্ণরূপে আমাদের নিকট উপস্থাপিত হয়। এই রেখাঙ্কনগুলির বিভিন্ন ফর্ম ও মোটিফ লক্ষ্যণীয়। তাই এর গঠন তথা ‘ঠাট’-এ আছে নানান বৈচিত্র্য। তাই এগুলি কখনও গোলাকৃতি, কখনও আয়তক্ষেত্রাকার, আবার কখনও লম্বা রেখাকৃতি-র (বক্র অথবা সমান্তরাল) প্রবণতা বয়ে নিয়ে চলেছে। এই রেখাঙ্কনের যে ভিন্ন রূপরেখা তার পদ্ধতিগত কৌশলের বিচিত্রতা বিশদে আলোচিত হবে এই প্রবন্ধে। তবে ঠাটগুলি যে শুধু রেখার ওপরই বিন্যস্ত তা নয়। অনুষ্ঠানভেদে সেগুলি পর্যবসিত হয় চিত্রে। কিন্তু তা কোন পূর্ণ চিত্র নয়, চিত্রের ব্যঞ্জনাময় আভাস কিম্বা প্রতীকও বলা চলে। এক্ষেত্রে কখনও জীবজন্তু, কখনও গৃহস্থালির নানান সামগ্রী আলপনার বিভিন্ন ঠাট হয়ে ওঠে। ঘরের দেওয়ালে, বাস্তু-খুঁটিতে, দরজা থেকে উঠান

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

পর্যন্ত ফুল কিম্বা লতাপাতাময় যে আলপনা রচিত হয় তা যখন একই ঠাটে বর্ণিত হতে থাকে, সমতায়, বিন্যাসে ক্রমঃপ্রসারিত হতে থাকে, সেই পুঞ্জানুপুঞ্জ এগিয়ে যাওয়ার ক্রম হয়ে ওঠে অতুলনীয়। আলপনার স্থান নির্ণয়েও আছে নানান প্রভেদ। তা কখনও নির্ধারিত হয় আঞ্চলিক বিশিষ্টতায় আবার কখনও উৎসব বিশেষে। তাই মণ্ডনকলাশিল্পী হিসেবে গ্রাম্যরমণীগণকে সাধুবাদ না জানিয়ে উপায় নেই। চারুকলার এই বিশেষ ধারাটিতে একদিকে যেমন প্রকাশিত হয় শিল্পের স্বভাববাদিতা, অভিব্যক্তিবাদের মতো বিশিষ্ট দিকগুলি, তেমনি শিল্পের যে ষড়ঙ্গের মূল্যায়ন তাকেও মেনে চলে। বাংলার সুপ্রাচীন মঙ্গলকাব্যের পাতায় বা বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের প্লটে বহুবার এই শিল্পরূপটিকে আমরা পেয়েছি। তবে বর্তমানে সামাজিক আর্থিক নানান সংকটের কারণে এই ধারাটি জীর্ণ হতে বসেছে। ক্ষুদ্রায়তন বাসস্থানে স্থানাভাব, রুচির পরিবর্তন, পালা-পার্বণের সংকোচন, নানান যান্ত্রিক বাহুল্য, চটকদার 'স্টিকার' ইত্যাদির প্রকোপে আলপনার চর্চাতেও এসেছে মলিনতা। তবে আধুনিক পরিচ্ছদ শিল্পের নানান মাধ্যমে পোশাকি আলপনার বিষয়টি বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

#### গ্রন্থসংগ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ

শ্রীহর্ষ মল্লিক, প্রসঙ্গ লোকচিত্রকলা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫

সুধাংশুকুমার রায়, বাংলার আলপনা, টেরাকোটা, কলকাতা, ২০২১

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সৌন্দর্যতত্ত্ব, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

#### পত্রিকা

দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ

ভারতবর্ষ, ভাদ্র সংখ্যা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

## **Folk Culture of Sundarbans: The Globalization of Folk-theme in Amitav Ghosh's Gun Island.**

**Basanta Barman**

**Assistant Professor & HOD**

**Department of English, Umeschandra College, Kolkata-12**

**Key Words:** Folklore, Sundarbans, Legend, Gun Island

In the battle of Plassey on 23<sup>rd</sup> June, 1757, the English troops under the leadership of Robert Clive defeated Siraj-Ud-Daulah. Mir Jafar, the chief of the traitors against Siraj, became the nawab of Bengal. On the 2<sup>nd</sup> July, 1757, the puppet nawab concluded a treaty with the East India Company by which the Company gained the zamindari rights of 24 mahals. Later, Warren Hastings united all those mahals and created a single district called 24 Parganas and Sundarbans is the southernmost part of this district. The name Sundarbans has been derived from the name 'Sundari', a mangrove tree which grows largely in the swamps and mud-flooded areas. In 1770, under the supervision of Cloud Russel, forest area had been cleared and cultivable land had been revived. As per Tim Henkel's suggestion, Warren Hastings started land reforms in Sundarbans and in 1784, total 64,928 bighas of land were reformed. In 1831, Hodges prepared a well-defined map of Sundarbans and the area started to accelerate in its growth and development. However, after the partition of India in 1947, out of 10,000 square kilometer forest area, 60% went to Bangladesh (the then East Pakistan) and remaining 40% included with West Bengal of India.

The folklore of Sundarbans is secular in nature and all the Hindus, the Muslims and the Christians participate in all religious and cultural festivals with equal enthusiasm and exuberance. Bon Bibi, Dakshin Roy, Kalu Roy, Bara Gaji Khan, Pir Gaji, Karam, Tusu are the Gods and Goddesses who protects the sons of the land. But it is Devi Manasa, the Goddess of snakes and other poisonous creatures and on whom the folk epic Manasamangalis written, has immense influence on the people of Sundarbans. Amitav Ghosh's novel **Gun Island** is also based on this folk legend and a hearsay of the Bonduk Island. A microscopic study of the novel will reveal that even in the 21<sup>st</sup> century, powerful influence of Devi Manasa on the mind of the people still remains. Rather its boundaries have increased from Sundarbans to Kolkata to New Delhi, or New York, Brooklyn, Los Angeles or Venice. There are delirium and dreams in the novel and snakes play an important role in these dream episodes. Professor Giacinta Sciavondreams of snakes at the lounge of Venice airport on her way to Heidelberg. Her memory was jump cut to a scene of a folk drama that she enjoyed in Kolkata Maidan longago. Tipu goes to the state of delirium and talks of the snakes.

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

Same incident happens with Dinu, the narrator-protagonist of the novel, when he was travelling in the business class of a flight to Los Angeles where he was detained by the police because in his dream-like state he was shouting of snakes. The objective of this paper is to highlight the issue that the folk legend of Sundarbans has turned to be a globalized theme in **Gun Island**.

“শিকড়ের সন্ধানে বাংলার লোকসংস্কৃতি: প্রসঙ্গ বাংলা শিশুসাহিত্য”

Bijoy Das

Assistant Teacher, Raniganj High School and

Ph.D. Scholar (Burdwan University)

সারসংক্ষেপ

“লোকসংস্কৃতির” শিকড় নিহিত আছে ‘লোক’ কথাটির মধ্যে। এখানে লোক বলতে সমগ্র মানব সমাজের অন্তর্গত বিশেষ এক জনগোষ্ঠী। একটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য বাহিত ও ঐতিহ্য লালিত সাহিত্য ও জীবন চরণের সমস্ত ধারা গুলি যে সংস্কৃতির মধ্যে বিকশিত হয়ে বহমান থাকে তাই লোকসংস্কৃতি। যে কোনো উন্নত দেশের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বিধু তথাকে লোকসংস্কৃতির মধ্যে। আর এদিক থেকে লোকসংস্কৃতিকে একটি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দর্পণ বলতে পারি। বাংলার লোকাচার, লোকউৎসব, লোকশিক্ষা, লোকনৃত্য, লোকোকর্ম, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য এই লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

লোকসংস্কৃতির জন্ম সাধারণ মানুষের মুখে মুখে তাদের চিন্তায় ও কর্মে। ঐতিহ্য অনুসারে বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সংস্কার, জীবন-যাপন প্রণালীতে। এছাড়াও গ্রামীণ ওলৌকিক জনগোষ্ঠীর মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত যে সাহিত্য, আচার, অনুষ্ঠান, লোকবিশ্বাস, কুসংস্কার, লৌকিক ধর্ম এই সবকিছুই লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

লোকসংস্কৃতি বা Folklore কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় – ক) বস্তু-নির্ভর বা Material Folklore এবং খ) বস্তু-নিরপেক্ষ বা Non Material Folklore। লোকসাহিত্য [Folklore] এইবস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। লোকসংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ শাখা ‘লোকসাহিত্য’। এই লোকায়ত শাখাটি সুপ্রাচীন কাল থেকে মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে বয়ে চলেছে। কালে কালে পরিবর্তিত হয় আর কিছু বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। আবার নতুন নতুন মৌলিক সাহিত্য গড়ে ওঠে। Folklore (ফোকলোর) সাধারণত মানুষের সৃষ্টি। আর এর অন্তর্গত লোকসাহিত্য অশিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে সৃষ্টি। যা মুখে মুখে জন্মলাভ করে এবং মুখে মুখেই এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়, লালিত হয় এবং তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকে। লোকসংস্কৃতির গবেষক F.L.Utley বলেছেন, “Folklore literature is simply literature transmitted orally [Folk Literature An operational Definition: Journal of

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

America Folklore vol:74: PP-198] অর্থাৎ লোকসাহিত্যে হলো সেই সাহিত্য বজা হ্রস্তার মুখে সৃষ্টি হয়ে মুখে মুখে প্রসার লাভ করে, বিবর্তনকে স্বীকার করে এবং মানব অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে জীবিত থাকে। গবেষক বরণ কুমার চক্রবর্তী বলেছেন, “লোকসাহিত্য Unsophisticated বা অপরিশীলিত বা নিরক্ষর গ্রাম্য জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি; এর গায়ে মাটির গন্ধ লেগে আছে।” [বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮]

পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্য লিখিত রূপে আত্মপ্রকাশের অনেক আগেই লোকমুখে বা মৌখিক রূপেই সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল। বাংলা শিশুসাহিত্যও এর ব্যতিক্রমী নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত ছড়ায়, মেয়েলিছড়ায়, ওরূপকথা, উপকথার গল্পগুলিতে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রাচীনতম উপাদান লক্ষ করা যায়। শিশুসাহিত্যিক ও গবেষক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “ বাংলার প্রাচীন রূপকথা ও ছড়াগুলিকে শিশুসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।” [মিত্র, খগেন্দ্রনাথ, শতাব্দীর শিশুসাহিত্য]

তাই স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায়, বাংলা শিশুসাহিত্যের উন্মেষ পর্বের আলোচনায় লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম দুটি শাখা রূপকথা ও ছড়ার প্রসঙ্গ এসেই যায়। কারণ সূচনা পর্বের শিশুসাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। যদিও আধুনিক শিশুসাহিত্যে রজন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। মূলত, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংস্পর্শে বাংলা শিশুসাহিত্যের চর্চা শুরু হয়েছিল।

“শিকড়ের সন্ধানে বাংলা লোকসংস্কৃতি: প্রসঙ্গ বাংলা শিশুসাহিত্য” আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করেছি বাংলা শিশুসাহিত্যের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রাচীন লোকসাহিত্যের ভূমিকা কেমন ছিল। আজ বাংলা শিশুসাহিত্য ডাল-পালা, ফল-ফুল নিয়ে বিশাল মহীরুহতে পরিণত হয়েছে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলা শিশুসাহিত্য চর্চায় আমাদের ফিরে যেতে হয় সেই মাটির নিচে প্রোথিত শিকড়ের সন্ধানে। আর সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই উপলব্ধি করা যায়, লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা গুলি যুগ যুগ ধরে বাঙালির শৈশবকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। লৌকিক সাহিত্যগুলির মধ্যে রূপকথা ও ছড়াগুলির মধ্যেই নিহিত ছিল শিশুসাহিত্যের বীজ। বাংলা শিশুসাহিত্যের আদি উৎসরূপে এগুলির গুরুত্ব তুলে ধরা আমার গবেষণা পত্রটির প্রধান উপজীব্য বিষয়।

**চুম্বক শব্দ – শিকড়, শিশুসাহিত্য, মৌখিক, ছড়া, রূপকথা, শৈশব**

## রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে লোকজ উপাদান

ধনঞ্জয় দাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

সূচক শব্দ : রামেশ্বর, শিবায়ন, লোকজীবন, লৌকিক ছড়া, লোককথা, ব্রত, আচার-বিচার-সংস্কার।

বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারায় ব্যতিক্রমী সংযোজন শিবায়ন কাব্য। ব্যতিক্রমী এই কারণে এই কাব্যের প্রধান দেবতা শিবের পূজা মাহাত্ম্য প্রচারের কাহিনি এই কাব্যে বর্ণিত হয়নি। বরং এই কাব্যের মধ্যে কৃষক শিবের কাহিনিই প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিবের কাহিনি থাকলেও শিবকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ রায়ের 'শিবায়ন' কাব্যে। তবে এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য। কবি রামেশ্বর তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যে শিবের পৌরাণিক ধ্যানগম্বীর রূপের পরিবর্তে লোকজীবন থেকে উঠে আসা শিবের ছবি এঁকেছেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে শিব কৃষকদেরই দেবতা। লোকজীবন থেকে উঠে আসা শিবের কথা বলতে গিয়ে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রবেশ করেছেন লোকজীবনে। তাই 'শিবায়ন' কাব্যে লোকজীবনের নানা উপাদান ও অনুষ্ণ উঠে এসেছে। প্রবাদ-প্রবচন, লৌকিক ছড়া, নানা ধরনের লোককথা, লোকভাষা, লোকনৃত্য ইত্যাদির পরিচয় যেমন শিবায়ন কাব্যে আছে, তেমনই জন্ম ও বিবাহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা ধরনের আচার-বিশ্বাস-সংস্কার যেমন নামকরণ, কর্ণভেদ, গায়ে হলুদ, মঙ্গলস্নান, বর বরণ, কন্যাবিদায় সম্পর্কিত ইত্যাদি বিষয় এই কাব্যে উঠে এসেছে। এগুলির পাশাপাশি বাঙালি লোকজীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা ব্রত-উৎসব, নানা ধরনের প্রথা, নানা ধরনের খাদ্য, বিভিন্ন ধরনের লোকক্রীড়ার পরিচয় রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে উঠে এসেছে। সর্বোপরি, শিবের চাষকে ঘিরে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের নিয়মাচারের পরিচয় 'শিবায়ন' কাব্যে কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর 'শিবায়ন' কাব্যে লোকজ বিভিন্ন উপাদানকে কোন কোন প্রসঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করছেন, তা অনুসন্ধানই আমার বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়।



## নারীকেন্দ্রিক লোকক্রীড়া ও নারীর ভূমিকা

দিলরুবা খাতুন

গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

**Keyword:** লোকক্রীড়া, নারী মনস্তত্ত্ব, সংস্কৃতি, মৌখিক ঐতিহ্য

**Abstract:**

নারীদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গঠনমূলক ও বাস্তবধর্মী ক্রীড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। পুরুষ বাইরের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু নারীকে পারিবারিক সকল বিষয়ে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে দিনযাপন করতে হয়। সন্তান পালন, আহাঙ্গাদির ব্যাবস্থা, শিশুর যত্ন, বড়দের সেবা, গৃহকে সাজানো, শৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। এর ফলে তার মনস্তাত্ত্বিক গঠন হয়ে ওঠে সৃজনশীল, তাকে সৃষ্টির প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এই মানসিকতার প্রতিফলন নারীর লোকক্রীড়াকে প্রভাবিত করে। আবার পারিবারিক জীবনে তাকে হতে হয় অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। স্বপ্ন দেখার সুযোগ বড় কম। আর্থিক প্রতিকূলতায়, বন্যা খরায়, ফসলহানিতে পারিবারিক বিপর্যয়, গৃহের সকলের মুখে অল্প তুলে দিতে সকাল থেকেই ব্যস্ততা, গৃহে রোগাক্রান্ত মানুষের জন্য পরিশ্রম - এসবকিছু নারীকে একান্ত বাস্তবধর্মী করে তোলে। এই বাস্তবধর্মীতা, আশা- আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ইত্যাদির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই নারীদের লোকক্রীড়ায়। নারীকেন্দ্রিক কিছু লোকক্রীড়া হল - লুকোচুরি, ইকিরমিকির, কড়ি খেলা, খইখই, খান্তা মুড়ি দে না, বউ রানী, রুমাল চুরি, আবুর মার ঠাবুর ঠুবুর, রান্না বান্না খেলা, পুতুল খেলা, ছি ছত্তর খেলা, বউ বাসন্তী, জোড়া বাধাবাধি ইত্যাদি। লোকসংস্কৃতির অনেক আঙ্গিক সমাজ বিবর্তনের ধারায় বিলুপ্ত হয়ে যায় কিংবা সীমাবদ্ধ এলাকায় কোনরকমে টিকে থাকে। লোকসংস্কৃতির যে আঙ্গিকটির সবথেকে বেশি নিদর্শন হারিয়ে গেছে তা হল লোকক্রীড়া। এটাই বোধহয় মৌখিক ঐতিহ্যের ধর্ম। তাই লোকসংস্কৃতির এই আঙ্গিকটিকে বাঁচিয়ে রাখা বা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া মানুষের নৈতিক কর্তব্য হওয়া উচিত।

## ভগীরথ মিশ্রের দুটি উপন্যাসে গ্রামজীবন ও লোকসংস্কৃতি

Dr. Indrani Hazra

Assistant Professor of Bengali

Kabi Jagadram Roy Government General Degree College, Mejia, Bankura.

বিশিষ্ট লোকসাহিত্য গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর ‘বাংলার লোক-সাহিত্য’ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, ‘বাঙ্গালী যে সংস্কৃতির সাধনা করিয়া একটি বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে, পল্লীজীবনের সঙ্গে তাহার যোগ এত অবিচ্ছেদ্য যে, তাহাইতে তাহার মুক্তিলাভ কোনোদিনই সম্ভব নহে।’ তাই তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, যত দিন যাবে পল্লীজীবনশ্রিত লোক-সাহিত্যের প্রতিশিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতায় ক্লান্ত বাঙালির অনুরাগ তত বৃদ্ধি পাবে। লোক-সাহিত্যের প্রতি এই ক্রমবর্ধমান আগ্রহ বা অনুরাগের কারণেই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও এর আলোচনার পরিসরখানি নিয়মিত প্রশস্ত হয়ে চলেছে। লোকসাহিত্যের পাশাপাশি রচিত হয়ে চলেছে লোকজীবন কেন্দ্রিক সাহিত্য। সেখানে রূপায়িত হচ্ছে লোকজীবনের চলচিত্র। গ্রাম্যজীবন, সেখানকার জীবনযাত্রা, বিভিন্ন সম্প্রদায়, তাদের সংস্কৃতি নিপুণভাবে প্রতিবন্ধিত হচ্ছে সাহিত্যে।

বিশ-একুশ শতকে যে সমস্ত কথাসাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে বাংলার গ্রাম এবং গ্রামের আদিম আধিবাসীদের জীবন-সংস্কৃতি সুগভীর পর্যবেক্ষণ সহকারে উঠে এসেছে ভগীরথ মিশ্র তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ‘তস্কর’ (১৯৯২) ও ‘আড়কাঠি’ (১৯৯৩) উপন্যাসদুটিতে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের দুটি প্রত্যন্ত গ্রামের অবহেলিত নিরন্ন লোখা-বসু-শবর সম্প্রদায়ের মানুষ ও তাদের লোক-সংস্কৃতির বর্ণনা কীভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে – তাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। উপন্যাস দুটিতে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, নাগরিক কৃত্রিমতা, হতদরিদ্র মানুষগুলির জীবনের বঞ্চনার চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি লেখক সুচারুভাবে নির্মাণ করেছেন অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিরত মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনের রোজনামচা। সেখানে কাহিনি বর্ণনার মধ্যে অনিবার্যভাবে এসেছে তাদের খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, লোকাচার, আনন্দ-উৎসব, দৈবনির্ভরতা-ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান-রীতিনীতি, আজন্মলালিত সংস্কারইত্যাদি প্রসঙ্গ। এইসব পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রের সমন্বয়ে কীভাবে বসু-লোখা-শবর সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির এক সার্বিক চিত্র গ্রন্থদুটিকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে – তাই এখানে আলোচিত হবে।

সূচক শব্দ : গ্রামজীবন, লোকসংস্কৃতি, তস্কর, আড়কাঠি।

## যামিনী রায়ের চিত্রকলা: লোকচিত্র থেকে আধুনিক চিত্রে উত্তরণ

ড. কুন্তল সিনহা

সহকারী অধ্যাপক, যামিনী রায় কলেজ, বেলিয়াতোড়

যামিনী রায় ছিলেন বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। তিনি একজন আধুনিক চিত্রশিল্পী হলেও তাঁর চিত্রাঙ্কনের উৎসমূলে ছিল লোকচিত্র। লোকশিল্পের অন্যতম শাখা লোকচিত্রকলার তিনটি প্রধান ভাগ হল, ১) পট বা বহুবিধ জড়ানো পটচিত্র ২) দেওয়ালে অঙ্কিত রঙিন চিত্র ও গৃহতলে আঁকা আল্পনা ৩) চিত্রিত কাঠ ও মাটির পুতুল শিল্প। গ্রামীণ মানুষদের দ্বারা এখনও পর্যন্ত অনুশীলিত এই তিনটি লোকচিত্রশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, বহুবিধ জড়ানো পটশিল্প, যা বাংলার গ্রামীণ লোকচিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৭ সালে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে। যামিনী রায়ের বিরাট শিল্পবৃক্ষের শিকড় জড়িয়েছিল মূলত এই গ্রামে। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে বিকশিত হলেও গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতি তথা লোকসংস্কৃতি তখনও ছিল অবিকৃত। শতাব্দী পর শতাব্দী লোকশিল্পীরা লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পকে সন্তানসম মনে গভীর যত্ন ও ভালোবাসায় আগলে রেখেছিল। বাঁকুড়ার বহুগ্রাম ও বেলিয়াতোড়ের অধিবাসীদের জীবনাচারণ, জীবিকা, ধর্মাচারণ, সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠান, মেলা, পার্বণে মাটি ও মানুষের আশ্চর্য সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। কামার, কুমোর, মৃৎশিল্পীরা এখানকার মাটি জীবনের সাথেও তপ্রোতভাবে জড়িত। এই কারুশিল্পীরা এখানকার লোকঅনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, ধর্মীয়অনুষ্ঠান ও দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজন সামগ্রী এমনকি শিশুদের খেলার পুতুল পর্যন্ত যোগান দেয়। এছাড়া বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামে নানারকম পোড়ামাটির পুতুল, জন্তু, জানোয়ার, পাঁচমোড়ার ঘোড়া প্রভৃতি ছিল বিখ্যাত।

যামিনী রায় তাঁর শৈশব ও কৈশোরে এইসব কারুশিল্পের প্রতি ভীষণ আকর্ষণ বোধ করতেন। তিনি তাঁতির তাঁতবোনা, চাকায় কুমোরের হাঁড়ি গড়া, বেত আর বাঁশের কারিগরদের ধামাবাঁধা, মাদুরবোনা, মৃৎ শিল্পীদের মূর্তি তৈরি, পুতুল, খেলনা তৈরি দেখে আশ্চর্য হতেন। মেয়েদের গান গাইতে গাইতে টেকিতে পা দেওয়া, পূজা পার্বণে আল্পনা দেওয়া, বসুধারার ছবি আঁকা মুগ্ধ হয়ে দেখতেন। পোটোদের জড়ানো পটের সঙ্গে গান শুনে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করতেন। রামায়ণ, মহাভারতের কথা, পুরাণের কথা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মাধুর্য রসে মোহিত হতেন। এছাড়া বাঁকুড়া জেলার গ্রাম গুলির বৈশিষ্ট্য হল, এখানে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষদের পাশাপাশি সাঁওতাল ও নানা আদিবাসী জনজাতির মানুষদের

শিকড়ের সন্ধান: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

বসবাস সমান ভাবে রয়েছে। তাদের নাচ-গান ও সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি ছোট থেকেই পরিচিত ছিলেন। এই ভাবেই তাঁর শিল্প প্রতিভা বাকুড়া-বেলিয়াতোড়ের উদার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সদ সংগ্রহ করে পুষ্ট হচ্ছিল প্রতিদিন।

তিনি প্রথমে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্টস অ্যান্ড ড্রাফটসে ছবি আঁকা শিখতে ভর্তি হন। এখানে তিনি ওয়েস্টার্ন অ্যাকাডেমিক আর্টস বিভাগে ভর্তি হন। এরপর তিনি এলাহাবাদে রঙিন ছবির ছাপাখানায় এক জার্মান বিশেষজ্ঞের অধীনে কাজ শেখেন। এখানে রঙিন মিশ্রণ সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এরপর কলকাতায় একটি রঙিন লিথোগ্রাফিক প্রেসে কাজ করতেন। অর্থের প্রয়োজনে এক ইহুদি ব্যবসায়ীর জন্য রঙিন গ্রিটিংস কার্ড আঁকার কাজও করেছেন তিনি। এমনকি একসময় কাপড়ের দোকানেও কাজ করেছিলেন। এই ভাবেই বাস্তবের তাগিদে নানা পেশাগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর শিল্পীমন ও হাত দুটোই শক্তিশালী ও ঋদ্ধ হতে থাকে।

এরপর তিনি পুরোপুরি ছবি আঁকায় মন দেন। তিনি প্রথমেই উরোপীয় রীতির জটিলতাকে অবলম্বন করে চিত্ররচনা করলেও পরবর্তীতে দেশজরীতিকে আশ্রয় করে চিত্র রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পট নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। বাঁকুড়া, বেলিয়াতোড় ছাড়াও মেদিনীপুর, কলকাতার কালীঘাট থেকে তিনি প্রচুর পট সংগ্রহ করেন। পটকে অনুসরণ করেই তিনি শেষ পর্যন্ত নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। পটুয়াদের ছবি থেকে শিক্ষা নিয়ে চিত্রকলার আদিতম ও শুদ্ধতর রূপের আবিষ্কারে ব্রতী হন। চিত্রের গড়ন নয়, দ্বিমাত্রিকতায় পরিপূর্ণ তাই তাঁর চিত্ররীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। পটচিত্রের মধ্যে তিনি নতুন আঙ্গিক সৃষ্টি করলেন। যার মূল ভিত্তি ছিল লোকায়ত সহজিয়া চেতনা। এই চেতনাকে মননে ধারণ করেই ছিল তাঁর চিত্র অনুশীলনের কঠোর তপস্যা এবং এইভাবে ধীরে ধীরে শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীতে তাঁর রূপান্তর ঘটে। যামিনী রায়ের লোকশিল্পী থেকে আধুনিক চিত্রশিল্পীতে উত্তরণের এই পর্বটাই বর্তমান নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

## **Jungle Nama: Retelling of The Bon Bibi Folklore**

**Dr. Manoj Kumar Pathak**

**Assistant Professor of English,**

**Arka Jain University, Jamshedpur, Jharkhand**

### **Abstract**

In the last few decades, Indian authors have drawn inspirations from myths, legends or folklores to revisit the folk traditions and retell the folktales. In this literary endeavour, Amitav Ghosh has been a trend setter of using myths and folktales to give oriented shape to their narratives. In his first book of verse—*Jungle Nama* (2021) he retells the tale of Bon Bibi, popular in the villages of Sundarbans, which also lied at the centre of the novel *The Hungry Tide*. Ghosh has dedicatedly presented the folktale in a verse adaptation. This paper intends to trace the retelling of the Bon Bibi folktale by Amitav Ghosh in the new verse adaptation entitled *Jungle Nama* through which he revisits the past and retells the age long tale in a new fashion to make it popular among the current generation. The paper would also locate Ghosh's interest in climate-change and would aim to find the threads of human-nature coexistence focused in folktales and in Bon Bibi tale in particular.

The fabulous tale has been illustrated by Salman Toor with fine images throwing light upon the text. Amitav Ghosh in this verse adaptation of the folktale celebrates the age long folk traditions of the Sundarbans engaging with potential mediums such as video-gaming, graphic novels and audio-books. Ghosh as an author is exceptionally at home and ease in narrating the tale of Bon Bibi in verse and has adapted the presiding spirit of the mangroves of the east.

**Key words: retelling, Bon Bibi, folktale, Sundarbans**

### **Introduction**

The transition from the colonial to the postcolonial era inspired the Indian authors to revisit the past, retell the traditional and legendary tales with the motif to create a new form of fiction. Indeed, vernacular writers started to experiment with the form and style of fiction by including myths to the plots. They frequently drew on oral folktales and meticulously devised new modes of narration. However, such experimentations, was not confined to vernacular fiction and the English authors too, adapted this technique to weave myths and legendary tales into the storyline. Amitav

Ghosh, the first Jnanpeeth Award winner English writer of India has been employing mythological adaptations into most of his fictional narratives and that too in a great engaging style.

In 2021, Ghosh published his first verse book as an adaptation of the part of folk mythology—Bon Bibi of the Sundarbans which glorifies Bon Bibi and is about two merchant brothers, Dhona and Mana, and their poor young cousin, Dukhey. Dhona, suggestively, is avaricious. He forcibly and intentfully decides to enter the forbidden parts of the mangrove jungle, the legendary realm of the monster, Dakkhin Rai, who is manifested as a man-eating tiger, for riches and gains. In the backdrop, Bon Bibi and her brother, Shah Jongoli, had arrived from far-off Arabia in response to the prayers of the locals to save them from the tyrant Dokkhin Rai. They had demarcated Rai's territory and forced him to stay inside the marked area. Dhona pays no heed to this restriction, and confronts with the ire of the tiger, gives up the unfortunate Dukhey as a sacrifice. Since, prayed for life, Bon Bibi performs her miracles and everyone is relieved of death threat.

### **Deconstructing The Tale**

The literal translation of the term 'Bon Bibi', is "lady of the jungle". This is an acknowledgement of the syncretism of socio-religious structure of the largest mangrove of the world—the Sundarbans. The sobriquet "Bibi" with its root in the Islamic culture is widely adopted by Muslim women and Bon is jungle. The tale goes that, Bon Bibi, a daughter of a Sufi dervesh, is nominated by Allah as the vanquisher of the evil Dokkhin Rai (with literal meaning of "lord of the South"), who is an affluent landowner haunting the wilderness. Bon Bibi is worshipped in her homeland. Dokkhin Rai adopts a shape-shifting technique to prey on innocent villagers in the disguise of a tiger. Bon Bibi takes turns to subdue Dokkhin Rai and orders him to protect her disciples unfailingly to avoid harsh punishments. The people across the mangrove region worship Bon Bibi as a unique Bengali deity, following the age old legend irrespective of their religion. This has evoked Bibi to safeguard the people and their lands against unknown perils lurking in the wild.

Ghosh bears an unwavering loyalty towards the Sundarbans, and takes this terrain instinctively to for a mesmerizing storytelling. He asserts the popularity of this tale in the region in his 'Afterword' to the *Jungle Nama* saying:

In the villages of the Sundarban the legend is regularly enacted as a stage-play by travelling jatra companies. These enactments usually foreground the story of Dhona, Dukhey and Dokkhin Rai. I too have chosen to limit my adaptation to this episode, which form the imaginative and dramatic core of the legend. (74)

Amitav Ghosh has taken this tale to retell in verse as in original the legend is in two print versions of epical-poem form and in a classical Bengali verse-meter, 'dwapodi-poyar'. The legend is entitled *Bon Bibi Johuranama*, composed in Bengali by Munshi Mohammad Khatir and Abdur Rahim Sahib in the late nineteenth Century. Ghosh describes it in these words in his 'Afterword':

Both *Johurnamas* are epic poems, composed mainly in a Bengali verse meter known as dwapodi-poyar, the 'two-footed line'. This meter, which consists of rhyming couplets, has a long history and has been in wide use for centuries, in Bengali Mahabharat composed by the poet Kasiram Das. Verses written in this meter are meant to be chanted, sung and read aloud. (75)

Ghosh reclaims his attraction towards the Sundarbans in a recent interview with Shahnaz Siganporia, published in the *Vogue*, entitled "Amitav Ghosh on the Folktales and Mythologies of Sundarbans" emphasizing the power of collaboration and communion in folktales in the words:

The Sundarbans has an environment that makes it vividly apparent that the earth is a living being. Just as the boundaries between land and water are very fluid in the Sundarbans, so too are the lines between different groups of people. And no matter their caste or religion, they respect the legend of 'The Lady of the Forest', Bon Bibi. Bon Bibi is seen as a goddess-like figure and in printed versions, she is presented as a female pir, the daughter of a Muslim fakir. Whether the story belongs to one faith or another is impossible to decide, nor is it important. Across the Sundarbans, West Bengal or Bangladesh, whether Hindu, Muslim or Christian, the great majority of forest dwellers are devotees of Bon Bibi. (web)

In another interview with Arshia Dhar posted in *Firstpost* entitled, "Amitav Ghosh on his book *Jungle Nama*, folk traditions: 'We have to find ways to make reading collaborative'", talks about the engaging landscape of the Sundarbans, "The Sundarbans is a very powerful landscape, you know. It just works its way into your head, so that you can't escape it even when you want to," (web). Ghosh is an avid reader and he draws attention to the shockingly derisory amount of literature in Bangla that has been written on the terrifying beauty of the Sundarbans. He further in the same interview says that "when I started writing my last book *Gun Island*, initially, I didn't intend to start it in the Sundarbans. But somehow, it just happened. The Sundarbans itself pulled me back into the landscape, so that I had to engage with it. Clearly, it just keeps pulling you back".

The original texts of the lore of Bon Bibi, *Bon Bibi Johuranama* describe Bon Bibi's life in Saudi Arabia in the first half. It also describes about her life in Medina, about her parents, the *fakir* father, her stepmother and mother. There are long interesting sections in the story but Ghosh is interested more in the stories of Dhona, Mona and Dukhey, the three human protagonists in the lore which he captures in *Jungle Nama*. The environmental aspect of this part encapsulates his intent to

retell it. Ghosh believes in producing ‘stories which actually sensitize people, if you like, in some way and in the same interview with Ashia Dhar he affirms that:

It is a story about finding balance with the world. In most stories told by indigenous peoples or Adivasis or forest peoples everywhere, not just in India but also in the United States — they focus a great deal on this concept of ecological balance, and how do you not take everything away from the earth. But, if you look closely, stories like this in English hardly exist. I felt that there is a great moral urgency at this particular moment in time (for such stories), when we really are facing an ecological catastrophe, as we saw with this Uttarakhand disaster (web).

*Jungle nama* starts with the glorification and description of the Sundarban. Ghosh is as good in verse as he is in fiction writing. The diction is lucid and appealing to the mind penetrating deep into the heart to evoke a sensible attachment with the text and the Sundarbans. He enchants with the initial chanting:

Many great rivers in the Himalaya  
the Ganga among them, and the Brahmaputra,  
Flowing down from west and east, they meet in Bengal,  
and branch into numberless streams, some vast, some small.  
Still they multiply, courses splitting as they flow,  
creating a tangled, green archipelago.  
Thousands of islands rise from the rivers’ rich silts,  
crowned with forests of mangrove, rising on stilts.  
This is the Sundarban, where laden waters give birth;  
to a vast jungle that joins Ocean and Earth. (1)

In the initial lines only Ghosh has turned to his ever captivating style of using Indian words in natural flow with no Italicism or parenthesis which tunes the reader to his mood of swift fluidity of language. The episode starts with these lines justifying Ghosh’s diction:

This realm was once under the sway of Dokkhin Rai;  
a mighty spirit feared by all under the sky.  
He preyed on humans, in a tiger avatar;  
whomever he wanted he’d take for his shikar.  
Under his rule all beings shivered in terror;  
day after day, they looked heavenwards in prayer.  
At length their entreaties crossed the Empty Quarter;



from araby there came two beings of great power.  
One was the Mistress of the Forest, Bon Bibi;  
the other was her brother, Shah Jongoli.  
Bon Bibi was strong, but full of compassion;  
her brother was a warrior, his powers were legion. (3)

Evidently, there is an underlying moral lesson in the tale that cautions readers against unbridled avarice, and there is unequivocal focus on the environment and its pressing concerns as well. Ghosh wishes to create a balance with the world and for that such stories are required to be narrated to the children by parents. He reiterates this notion by saying that:

If you think, there are so few stories that parents can actually read to their children that are about this idea of finding balance with the world. So I felt it was very necessary, in that sense, to have a story like this that could be introduced to them (Arshia, web)

Ghosh's ecological concern is manifested in the last few couplets where he encapsulates the message of human at large being greedy and promoting relentless human-centric development and its ill-effect. The eco-concern as a dominant strand of Ghosh's works runs through in *Jungle Nama* also which ends with the lines:

...  
Grateful forever to his teacher, Bon Bibi;  
who'd taught him the secret of how to be happy:  
All you need do, is be content with what you've got;  
to be always craving more, is a demon's lot.  
A world of endless appetite is a world possessed,  
is what your munshi's learned, by way of this quest. (Ghosh 70)

In the *Jungle Nama* Ghosh has employed the Bengali verse-meter with a translucent texture that would captivate readers across age groups. The retelling of the two-footed line meter has brought uniqueness to English verse and the amalgamation of hybrid words, has reproduced the accurate essence of the original texts. Since Indian sub-continent has been a place of stories and storytelling, *Jungle Nama* would indeed inspire community reading and collective interaction with the text and age old lore culture. Ghosh has evolved a new taste among the current generation of readers and intellectuals as well to revisit the past with fascinating coherence of lore, harmony and storytelling.

## Marvels of Hybridity

Ghosh in this verse book rescues from past time prejudices and enchants with the Sundarban lores presenting marvels of hybridity. He reflects deep quest for linguistic hybridity. There are words like kismet, bhabhiji, baksheesh, deva, nawabi, durbar, avatar, raj, taj, dastoorie and many more such which permeates a range of languages and emotions. Ghosh sets a new tone in the verse-book to reinforce the significance of sound or syllabic patterns by narrating the story of Dukhey and her mother's sorrow. Ghosh in his own words, comments on the hybridity of the book and doing that he refers to the linguistic hybridity of the Bon Bibi Johurnamas. He maintains that:

The vocabulary of the Bon Bibi Johurnamas is extraordinarily hybrid, being heavily influenced by Persian and Quranic Arabic. The texts include many words that would not be familiar to speakers of standard Bengali. In Jungle Nama, similarly, there are words that may appear to be foreign to the English language. Yet the truth is that almost all of them, with very few exceptions, are listed in the extended Oxford English Dictionary: in that sense at least, they must be considered a part of the English lexicon. (Ghosh 76)

In Indian scriptures, sound or 'naad' has been given a high state of recognition combining with the term 'Brahma', means the creator. Sound can also create magic and miracle. Ghosh asserts this by the episode of Dukhey going to the jungle and missing. His mother is informed and she suspects that 'he must have strayed into a tiger's lair' (Ghosh 60). The old lady shrieked and tears down. She tells to Dhona that she might die of sorrow since Dukhey was her lodestar. She was lamenting that why did Dukhey forget to call Bon Bibi in danger. Further she mourns, 'what was that failed you? The meter or the rhyme?/ Did your prayer lack wings?/ Or did your words fail to chime?' (64)

The grieved words of Dukhey's old mother went straight to Bon Bibi and he was blessed to be alive and get back to his home where he found his mother lying fainted or lifeless. He begs her to rise and assures his presence. Ghosh here turns to express the magical influence of chanting in pattern or the blissful effect of metrical verses through the character Dukhey which people believed in that region of marshes. He narrates about the alchemic impact of words if chanted in a proper way as transferred to younger ones by the parents and grandparents:

Suddenly he recalled how to make words alchemic,  
it was she who'd taught him that bit of magic.  
'It's true what you said about dwipodi-poyar  
it saved me from becoming the tiger's shikar.  
I called out to Bon Bibi, in utmost despair,  
and so was I rescued, she heeded my prayer'. (Ghosh 68)

The hybridity is created by fusing illustrations also. The striking artwork of Salman Toor draws the reader into the scaring world of Dokkhin Rai, the distressing world of Dukhey and his mother. The narrative and the illustrations show how man and nature are getting aloof from peaceful cohabitation.

### Revisiting Narrative Past

This is through *Jungle Nama*, Amitav Ghosh comes to verse writing and reinventing of the ancient Bengali lore of the Sundarbans. The retelling of the tale is magical in influence and the *poyar* rhyme scheme has worked as a character in the text. He is a talented and master story teller who has always been successful and impactful in translating the myths, legends, lore, tales, and imageries into magnificent and incredible world of words. He brings the reader into his space of words, images and another place of retelling and reinventions.

Along with the retelling of the lore, Ghosh in *Jungle Nama*, employs ancient narrative tools also to give into it a touch of perennial existential potential of Indian narrative strategies. He intentionally makes use of the word ‘illuminations’ instead of ‘illustrations’ since Indian texts like the *Bhagavata Purana*, Persian translations of the *Mahabharata*, *Razmnama* or other palm-leaf manuscripts were mostly illuminated texts. Thus, he brought imagery or iconography to the centre which has often been treated as subsidiary or tangential. The words of Ghosh and the art of Salman makes the book more delightful to read when retelling of epic, mythological or legendary tales in prose by some authors has become a lazy and monotonous read.

### Conclusion

*Jungle Nama*, as a story of the mighty spirit, Dokkhin Rai, appearing as a tiger before humans, Bon Bibi and Shah Jongoli, acting as the rescuers and deity of the forest, the merchant brothers, Dhona-Mona, poor Dukhey and his old mother represents the rural and traditional beliefs of the largest mangrove forest—Sundarbans. Amitav Ghosh retells the popular and secular folklore of Bon Bibi in verse form with exquisite collaboration and delightful liaison between words and art works. The book unfolds the story of Bon Bibi with wordy images and artistic sketches. The lore would also in audiobook form soon. The book celebrates indigenous storytelling traditions with multiple iterations like it originally happens in folklore, or as it exists in *jatra* or other art forms.

*Jungle Nama* evokes feelings of awe, wonder and suspense throughout its course and relates us to our own traditions where storytelling and strong beliefs had no barriers of age, culture, territory or time. Ghosh re-presents the fabulous tale of the groves to the world that replicates the cadence of the original text of the same legend, *Bon Bibi Johurnama*.

*Jungle Nama* is a laudable approach to sustain folk traditions that are devised to the peripheral. The retelling of the traditional tales would empower and give voice to the non-human rights, that is, to save wild lives and wild resources. It revives the culture of co-existence of human and nature to us. Retellings of this stature would bring the country life again to the fore and would give paths to revisit the past reaching out to the roots as well.

### Works Cited

Amar, Shruti. *Folklore, Myth, and Indian Fiction in English, 1930-1961*. Doctoral Thesis. Kings College London. 2018.

Anand, Divya. "Words on Wake: Nature and Agency in Amitav Ghosh's *The Hungry Tide*". *Concentric: Literary and Cultural Studies*. 34.1. March 2008: 21-44.

Basu, Debapriya. "Metrical dissonance". *The Telegraph*. 23.7. 2021. <https://www.telegraphindia.com/culture/books/review-jungle-nama-a-story-of-the-sundarban-by-amitav-ghosh/cid/1824509>

Dhar, Arshia. "Amitav Ghosh on his book *Jungle Nama*, folk traditions: 'We have to find ways to make reading collaborative'". *Firstpost*. February 13 2021. <https://www.firstpost.com/art-and-culture/amitav-ghosh-on-his-book-jungle-nama-folk-traditions-we-have-to-find-ways-to-make-reading-collaborative-9295061.html>

Ghosh, Amitav. *JungleNama*. New Delhi: Fourth Estate: An Imprint of HarperCollins Publishers. 2021.

<https://harpercollins.co.in/jungle-nama-amitav-ghosh/>

<https://lifestyle.livemint.com/how-to-lounge/books/amitav-ghosh-s-jungle-nama-in-the-forest-of-the-night-111613829811606.html>

Siganporia, Shahnaz. "Amitav Gosh on the folktales and mythologies of *The Sundarbans*". *Vogue*. Feb 12, 2021.

<https://www.vogue.in/magazine-story/amitav-gosh-on-the-folktales-and-mythologies-of-the-sundarbans>

## বাংলা উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলন ও অন্তরমহলের লোকসংস্কৃতি

ড. শ্রেয়া রায়

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

সূচক শব্দ: স্বদেশি আন্দোলন, অরক্ষন, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা, স্বদেশি মেলা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

বিশ শতকের সূচনায় বাঙালি জাতির কাছে বড়ো আঘাত হলো বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ঘোষণা। উনিশ শতকের শেষ অধ্যায়ে ও বিশ শতকের গোড়ায় এই স্বদেশি ভাবধারার চেউ এসে লেগেছিল বাঙালির অন্তরমহলেও। সারাদেশ যখন পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করতে শুরু করেছিল, তখন বিদ্রোহ জেগেছিল বাঙালি মেয়েদের মনেও। স্বদেশি আন্দোলনের মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও প্রতিবাদী হয়েছে ও আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। স্বদেশি আন্দোলনের প্রকৃতি বাঙালির অন্তরমহলের সংস্কৃতির সঙ্গে যেমন পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্যাভ্যাস, সাজসজ্জা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল এবং এর প্রসারের জন্য মেয়েদের প্রয়োজন ছিল। স্বদেশি আন্দোলন ও তার বহুমুখী কর্মসূচি ও কার্যকলাপের সাহায্যে এই প্রথম সমাজের একটি বড় অংশকে বিশেষ করে মেয়েদেরকে আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

বঙ্গভঙ্গের আগেই হিরণ্ময়ী দেবী মেয়েদের জন্য শিল্প নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মেয়েদের নিয়ে গড়ে তোলেন স্বর্ণকুমারী দেবী সখি -সমিতি। ভারতী পত্রিকায় স্বর্ণকুমারী দেবী লেখেন 'রমণীর স্বদেশব্রত'। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখলেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। এছাড়া হিন্দুমেলা, চৈত্রমেলা ইত্যাদি সংগঠনের মাধ্যমে স্বদেশি শিল্প, স্বদেশি খেলা, মল্লবিদ্যা, স্বদেশি গান ও কবিতা ইত্যাদি প্রচার করা হত। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী আয়োজন করেন 'বীরাষ্টমী ব্রত'। স্বদেশি যুগে সরলা দেবী 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশি জিনিস বিক্রির কেন্দ্র স্থাপন করে স্বদেশিকতা প্রচার করতেন।

বঙ্গভঙ্গের সময় মেয়েরা স্বদেশি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল দুইভাবে। কখনো পরোক্ষভাবে অন্তরমহলের কর্মসূচির মাধ্যমে, আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করে। আর এই কর্মসূচির মধ্যে বাঙালি লোক ঐতিহ্য, লোকজ সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। লোক অনুষ্ণের আলোকে আমরা এই কর্মসূচিগুলিকে অনুসন্ধান করলে দেখি এই অন্তরমহলের কর্মসূচির সঙ্গেই লোকাচার লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি জড়িয়ে আছে। যেমন-

১। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিদেশি উপকরণ ত্যাগ করে স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করতে শুরু করা।

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

২। বিলিতি কাচের চুড়ি, কাচের বাসনপত্র ত্যাগ করা ও তার পরিবর্তে শাঁখা পরা, মাটির বাসন ব্যবহার।

৩। বিদেশি বস্ত্রের পরিবর্তে দেশি তাঁতের বস্ত্র ব্যবহার।

৪। লোকগান, ছড়া, প্রবাদ প্রবচন ও লোকনাটকের মাধ্যমে জনগণকে স্বদেশি ব্রতে উদ্বুদ্ধ করা।

৫। বিলাতি লবণ ও চিনির পরিবর্তে দেশি করকচ ও সৈন্ধব লবণ ব্যবহার।

৬। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রাখিবন্ধন পালান করা ও হাতে লাল সুতো ধারণ।

বঙ্গভঙ্গের দিন বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরামর্শে 'অরন্ধন পালন' করে প্রতিবাদ জানানো হয়।

স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই লোকাচার ও এর মাধ্যমে প্রতিবাদ বাঙালির সমাজ জীবনে যেমন অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল, তেমনি এর প্রতিবাদ প্রতিফলিত হতে থাকে সাহিত্যেও। এই বিষয়কে উপজীব্য করে রচিত হতে থাকে বাংলা কথাসাহিত্য।

বাঙালি মেয়েদের অন্তরমহলের কর্মসূচির মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের চিত্র খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে বাংলা উপন্যাসেও। উপরোক্ত কর্মসূচির নিরিখে বাংলা উপন্যাসের অন্তরমহলের নারী চরিত্রগুলোকে বিচার করলে দেখা যায় বঙ্গভঙ্গের প্রায় সমকালে লেখা গঙ্গাচরণ নাগের 'রাখি-কঙ্কণ', রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ', তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা', স্বর্ণকুমারী দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী', 'মিলন-রাত্রি' উপন্যাসে এই ধরনের লোকসংস্কৃতি লোক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে ও রমেশচন্দ্র সেনের 'শতাব্দী' উপন্যাসে এর সমধর্মী চিত্র ফুটে উঠেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশি উন্মাদনায় মেয়েরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এই লোকসংস্কৃতি পালনের মাধ্যমে অংশ নিয়েছে। এইভাবে স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা বাংলা উপন্যাসগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে, এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি যেমন অন্তরমহলের ঘেরাটোপে থেকেই লোকসংস্কৃতি পালনের মাধ্যমে হয়ে হয়ে উঠেছে রাজনীতিসচেতন, গ্রহণ করেছে স্বদেশি দ্রব্য সংকল্প নিয়েছে বিদেশি জিনিস বর্জনের।

## নদীয়া জেলার কবিওয়ালা ও কবিগান: একালের প্রেক্ষিতে

ড. সুবীর ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলা অনুষদ

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারানসি, উত্তর প্রদেশ, ২২১০০৫

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সমৃদ্ধ একটি জেলা নদীয়া জেলা। জেলাটি প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে ১৭৮৭ সালে জেলা হিসাবে নদীয়ার আত্মপ্রকাশ। সেই সময় এই জেলার পরিসর ছিল আরও বড়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সময় মাত্র তিন দিনের জন্য এই জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় কিছুদিনের জন্য এই জেলার নাম হয়েছিল নবদ্বীপ।<sup>১</sup> ১৯৪৮ সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারি বর্তমান নদীয়া জেলাটি গড়ে ওঠে। কিন্তু কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা – এই তিনটি মহকুমা বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বর্তমান নদীয়া জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ, পূর্বে বাংলাদেশ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা, পশ্চিমে বর্ধমান, দক্ষিণ-পশ্চিমে হুগলী জেলা। ‘নদীয়া’ নামকরণের পিছনে বিভিন্ন কিংবদন্তি শোনা যায়। কোনো একজন তান্ত্রিক সাধু নাকি ভাগীরথী তীরবর্তী নতুন সৃষ্ট চরভূমিতে ন’টি দিয়া বা প্রদীপ জ্বালিয়ে তন্ত্রসাধনা করতেন। সেখান থেকে ‘নদীয়া’ নামকরণ হয়েছে বলে মনে হয়। আবার নদী বেষ্টিত ভূ-ভাগ বলে ‘নদীয়া’ (পুরনো বানানে) নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়।

ঐতিহাসিক দিক থেকেও জেলাটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। তুর্কি আক্রমণ পূর্ববর্তী সেন আমলে এই জেলার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সেন রাজারা গৌড়ের পাশাপাশি নদীয়াতে এসেও বসবাস করতেন। মায়াপুরের কাছে বল্লাল সেনের স্মৃতি বিজড়িত ‘বল্লাল টিবি’ এখনও বর্তমান। এই জেলাতেই জন্মেছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণপুরুষ তথা ভক্তি আন্দোলনের নেতা চৈতন্যদেব। যদিও তাঁর জন্মভিটে বর্তমানে নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। কিন্তু নবদ্বীপ-মায়াপুর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে বড় তীর্থক্ষেত্র। মায়াপুরের ইস্কন মন্দির সারা বিশ্বের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বেশ কিছু ‘বৈষ্ণব মন্দির’ বর্তমান। বৈষ্ণব তিথি অনুসারে মন্দিরসমূহে উৎসব পালিত হয়। এর মধ্যে ‘রাস-উৎসব’ ও ‘দোল-উৎসব’ অন্যতম। ফুলিয়ায় যবনহরিদাস ঠাকুরের সাধন পীঠস্থান ‘ভজন গোফা’ বর্তমান। নদীয়ার ফুলিয়ায় রামায়ণের অনুবাদক কবি কুন্তিবাসের জন্মস্থান। নদীয়ার কাঁচরাপাড়ায় কৃষ্ণদেব রায়ের প্রতিষ্ঠিত আটচালা বাংলা মন্দির বিখ্যাত। কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় দোল-পূর্ণিমায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরুঠাকুরাণী সতীমায়ের বিশাল মেলা বসে। অগ্রদ্বীপে ঘোষঠাকুর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বর্তমান। চৈত্র একাদশীতে ঘোষঠাকুরের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে

শিকড়ের সন্ধান: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

বিশাল মেলা বসে। এছাড়া, রাস পূর্ণিমায় শাক্তরাস এখানকার অভিনব আকর্ষণ। অসংখ্য বিখ্যাত মানুষ নদিয়া জেলায় জন্মেছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু ছাড়াও নবদ্বীপে জন্মেছিলেন বিখ্যাত তন্ত্র উপাসক এবং ‘তন্ত্রসার’ গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। এছাড়া লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়কুমার মৈত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ বিখ্যাত সব সাহিত্যিকরা জন্মেছেন এই জেলায়। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও এই জেলার ভূমিকা ছিল আগ্রণী।

লোকসংস্কৃতি ও লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও এই জেলার অবদান অনস্বীকার্য। বৃহত্তরনদিয়া জেলার সংস্কৃতিতে রয়েছে হিন্দু-মুসলমান যৌথ সংস্কৃতির ছাপ। চৈতন্যের দেশ হিসাবে পরিচিত নদিয়া জেলায় বৈষ্ণবীয় ভক্তিদর্শনের প্রসার নিঃসন্দেহে উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া আউল-বাউল-সহজিয়া মতের সাধকও এই জেলায় কম নেই। ভারতচন্দ্র পূর্ববর্তী সময় থেকেই এই জেলায় বিভিন্ন উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক বৈঠকি গানের প্রচার ও প্রসার ঘটে। প্রাচীন কবিগানের উদ্ভবের পিছনে যে খেঁড়ু বা খেউড়ু গানের কথা পূর্ববর্তী গবেষকগণ উল্লেখ করে গেছেন, তা নদিয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে এক সময় প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে। কৃষ্ণনগরের মহারাজা এবং অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তির যে এই ধরনের চাপান-উতোরধর্মী অশ্লীল সংগীত-প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তা উল্লেখ পাই বিশ্বকোষের ‘কবি’ নিবন্ধে। এছাড়া ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যেও নদে-শান্তিপুরের খেঁড়ু গানের ‘নূতন নূতন ঠাট’-এর কথা শোনা যায়। এই খেঁড়ু বা খেউড়ু গান থেকে কবিগানের সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেক গবেষকই মত প্রকাশ করেছেন। এই খেঁড়ু বা খেউড়ু গান যে কবিগানের শেষ অংশ বা উপসংহার, সে বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এই খেউড়ু মিশ্রিত প্রাচীন কবিগান নদে-শান্তিপুর থেকে কালক্রমে ভাগীরথী নদীর উভয় তীরের নতুন সৃষ্টি শহর ও শহরতলি এবং নব্য সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা শহরে প্রবেশ করে। শুধু খেউড়ু গানই নয়, আখড়াই, হাফ আখড়াই, টপ্পা, দাড়া কবি, বসা কবি, ঢপ কীর্তন, তর্জা, বোলান, পাঁচালি প্রভৃতি লোকায়ত সংগীতগুলিও এই জেলায় বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। বর্তমান এই সমস্ত লোকায়ত সংগীতগুলির অনেকগুলিই এই জেলা থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে বা অবলুপ্তির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু কবিগান এখনও নদিয়া জেলায় অন্যতম জনপ্রিয় সংগীত মাধ্যম। এই জেলার কবিগানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, কবিগানের দুটি ধারার উপস্থিতি। একমাত্র নদিয়া জেলাতেই পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের দুটি ধারার কবিগানদেরই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে দুই ধারার কবিগানের উপস্থিতি এবং দুই ধারার কবিগানের গায়কী চণ্ডের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পৃথক গবেষণা হতে পারে। তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। দেশভাগের কবলে পড়ে পূর্ববঙ্গ থেকে অসংখ্য কবিগান যে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা সকলেরই জানা। তাঁরা এ দেশে এসেও নিজস্ব কবিগানের চণ্ডকে বর্জন



শিকড়ের সন্ধান: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

করেননি, বরং লালন করেছেন সযত্নে। উনিশ শতকের নামকরা অনেক কবিয়ালও এই জেলায় জন্মে কবিখ্যাতির জন্য শহর কলকাতায় পাড়ি জমিয়ে ছিলেন। সাতু রায় (সাতকড়ি রায়), ঠাকুরদাস সিংহ, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আমার গবেষণার বিষয় যেহেতু, রাঢ় বাংলার কবিগান, তাই এই জেলায় যে সমস্ত কবিয়াল রাঢ়ের কবিগানের ধারায় কবিগান করেন, তাঁদের কয়েকজনের জীবনী ও গান তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘সুরশ্রী’ অনিল

বিশশতকের নদিয়া জেলার কবিয়ালদের মধ্যে ‘সুরশ্রী’ অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করলেই নয়। ‘সুরশ্রী’ তাঁর কোনো উপাধি নয়, অর্জিত শাস্ত্রীয় সংগীতের ডিগ্রী। শাস্ত্রীয় সংগীতের বিখ্যাত সুপণ্ডিত অনিল বাগচির কাছে দীর্ঘদিন তিনি শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা করে এই ডিগ্রী লাভ করেন। অর্ধ শতাব্দীর অধিকারী ছিলেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল বাংলাদেশের মেহেরপুর থানার আলমপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম পঞ্চগনন বন্দ্যোপাধ্যায়, মা দয়ালদাসী দেবী। দেশবিভাগের কবলে পড়ে পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে পঞ্চগনন বাবু চলে আসেন শ্বশুরবাড়ি এপার বাংলায়। নদিয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানার উত্তর বাহিরগাছি গ্রামে ছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ অনিল বাবুর মামার বাড়ি। এপার বাংলায় এসে যজমানি করে এবং রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করে কোনক্রমে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৩৩২ সালে শ্রাবণ মাসে। পড়াশোনা মেহেরপুর হাই স্কুল থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। কিন্তু ছোটো থেকেই বাবার মুখে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ শুনে নিজেও রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করতে শিখে যান। শাস্ত্রীয় সংগীতের পাঠ নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন গৃহস্থ বাড়িতে রামায়ণ, মহাভারত পাঠের আর্জি আসতে থাকে। এক সময় সংগীত শিক্ষা স্থগিত রেখে বাবার সঙ্গে যজমানি এবং রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করেই তাঁর সময় কাটতে থাকে। তাঁর পরিবারে কবিগানের কোনো পূর্ব ঐতিহ্য নেই। তিনিও কবিগান শিখবেন, তা ঠিক ছিল না। বয়স যখন তাঁর কুড়ির কাছাকাছি, পাশের গ্রামে হরিনারায়ণ দে ও সৃষ্টিধর প্রধানের কবিগানের লড়াই ছিল। কবিগানের আসরে দুজনের শাস্ত্রালোচনা, যুক্তিতর্ক তাঁকে গভীরভাবে মুগ্ধ করে। সিদ্ধান্ত নেন কবিগান শিখবেন। হরিনারায়ণের বাড়ি গিয়ে কবিগান শেখার প্রস্তাব দেন। অনিল সুমিষ্ট কণ্ঠের গান শুনে হরিনারায়ণ একবাক্যে তাঁকে কবিগান শেখাতে রাজি হয়ে যান। পরবর্তীকালে হরিনারায়ণের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুর সঙ্গে বিভিন্ন আসরে ঘুরে কবিগানের কলা-কৌশল, যুক্তিতর্কের মারপ্যাঁচ শিখে নেন। শাস্ত্রীয় জ্ঞান তো আগে থেকেই ছিল। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষ কবিয়াল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন অনিল বাবু।

শিকড়ের সন্ধান: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

প্রথম আসরে নামেন ১৩৫৪ সালে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজনে ধোসারপাড়া (নদীয়া) গ্রামে। প্রতিপক্ষ ছিলেন তাঁর প্রথম গুরু বিষ্ণুনারায়ণ পাণ্ডে। এই কনৌজী ব্রাহ্মণও পূর্ববঙ্গ থেকে এ দেশে চলে আসেন। কবিয়াল হিসাবে তিনি তেমন একটা জনপ্রিয় হচ্ছিলেন না। পূর্ববঙ্গের কবিগানের ধারায় তিনি কবিগান করতেন বলে জানা যায়। প্রথম দিকে গুরুর সঙ্গে বিভিন্ন আসরে কবিগান করে পরিচিতির পরিসর বাড়িয়ে তোলেন। অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠের জন্য অল্প সময়েই তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা ওপার বাংলা থেকে এলেও তিনি পূর্ববঙ্গের কবিগানের ধারায় কবিগান করেননি। তিনি গ্রহণ করেছেন রাঢ়ের কবিগানের ধারাকে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বীরভূম জেলায় এক সময় তাঁর মতো জনপ্রিয় কবিয়াল খুব কমই ছিল। ২০০১ সালে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি সৃষ্টিধর প্রধান, রাঘব সরকার, কমলাক্ষ সরকার, দ্বিজপদ হালদার, গুমানী দেওয়ান, চাঁদ মহম্মদ, গফুর সেখ, কিশোরী কোনাই, শিবশঙ্কর পাল প্রমুখ বিখ্যাত সব কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিলেন। শেষ বয়সে অবশ্য কবিগানের লড়াইয়ে তেমন একটা অংশ নিতে পারতেন না। খেয়ালি কবিয়াল ছিলেন অনিল বাবু। অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী হয়েও কবিগান করে তেমন একটা আর্থিক সুরাহা করতে পারেননি তিনি। কোনো কবিয়াল শিষ্য ছিল কিনা তাও জানা যায়নি। তবে অপূর্ব লেখনী ক্ষমতা ছিল তাঁর। অসংখ্য কবিগানের পাঁচালি, পয়ার তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে সেই গানগুলি প্রায় সবই হারিয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি সুরে লেখা তাঁর একটি বিখ্যাত ছাড় গান বর্তমানে অনেক কবিয়ালকেই গাইতে শোনা যায়।

আমার রসিক নাইয়া রে, আমার সূজন নাইয়া রে,

তুমি যোগ বুঝে ভাসাবে তরী, ঐ লবন দরিয়ায়।

নইলে হড়কা বাণে, ঘোর তুফানে, ডুবলে তরী বাঁচা দায়।।

এই চোদ্দ পোয়া তরীখানায় আছে যতজন,

ভেবে দ্যাখ তারা তো কেউ হল না আপন,

মিত্রভাবে করছে তারা শত্রুতা সাধন,

দশ ইন্দ্రిয়, রিপু ছ'জন তোর ভাল না ছায়।

দরিয়ার জোয়ার-ভাটা তিথি গুণে কে জানে সন্ধান,

সে জন বাতাস বুঝে নোঙর করে সামলাতে তুফান।

দরিয়ার সপ্তম বাঁকে, অষ্টম পাশে, সুরাসুর মানব কাঁপে,

শিকড়ের সন্ধান: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

কত দেবতা ডোবে, মোহের বশে, প্রবল কামের তাপে ।  
তাই শিশু সনে মাকে চিনে লক্ষ্য রাখো জপে  
ঐ দেখো শিবরূপী শিব বক্ষে ধরে স্মরণ নিয়েছে মায়ের পায় ।  
দশ ইন্দ্রিয়কে করবে দাড়ি আর ষড়রিপু রয় ।  
এই জনকে দিয়ে গুন টানাবে বন্ধু তোমার নায় ।  
হয় আর দশ ষোলো আনা সবাই তোমার অরি,  
এঁদের বাধ্য না করিলে, কেমনে ছাড়বে তরী ।  
এই ষোলো জন যেদিন আপন হবে সেইদিন দেবে পাড়ি,  
দমে দমে চালাবে তরী যখন উত্তরে বায়ু বয় ।  
এই সোনার বজ্র-মণিকোঠায় বিজুরী চমকায়,  
ঝটিকাতে টললে গোটা বাঁচা হবে দায় ।  
কাম-কুস্তীর ঐ নোনা জলে আনন্দেতে পুরে,  
নরমাংস খাবে বলে সবাই সন্ধান করে,  
বাঁচবে যদি ভবসায়রে জ্ঞান গুরু ঘরে,  
গুরুকৃপা বিনে রে নাইয়া কোনজন পার পাবে তথায় ।  
পিতৃধন পুঁজি নিয়ে ভবে আসিলি,  
কামের কুহকে পড়ে সবই হারালি ।  
তোর জমার ঘরে বাকি পোলো, ফাঁক হল আসলে,  
শেষের দিনে যখন এসে ধরবে তোরে কালে ।  
তখন জবাব দাখিল করতে হলে হিসাব না মিলিলে,  
দ্বিজ অনিল বলে সব হারালাম মায়ারই ধাঁধায় ।২

**তৌহিদ আলি মল্লিক : গুরুচরণ আঁকরেধরি**

রাড়ের কবিগানের ধারায় নদিয়া জেলার কবিয়ালদের মধ্যে তৌহিদ আলি মল্লিকের নাম জানে না, এমন লোক নেই। তিনি মূলত গুমানীর ঘরানার কবিয়াল। কেননা তাঁর গুরু চাঁদ মহম্মদ আহম্মদি সেখের কবিগানের ঘরানায় গান

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

শিখলেও, পরে গুমানীর শেষ বয়সে তাঁর সঙ্গেই সবচেয়ে গান করেছেন এবং গুমানীকেই দ্বিতীয় গুরু করেছিলেন। গুমানীর গায়কী চঙকে যদি কোনো কবিয়াল পুরোপুরি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন, তিনি চাঁদ মহম্মদ। আর চাঁদ মহম্মদের প্রথম ছাত্র তৌহিদ আলি গুরু চাঁদ মহম্মদের গায়কী চঙকে আত্মস্থ করেছিলেন পুরোপুরি। গুরু চাঁদ মহম্মদের একান্ত নিবেদিত প্রাণ কবিয়াল ছিলেন তৌহিদ। তাঁর জন্ম ১৩৫০ সালে নদিয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার ছোটো কুলবেড়িয়া গ্রামে। পিতা হুজুর আলি মল্লিক, মা সারেজাহান বিবি। তাঁর পড়াশোনা ছিল খুবই যৎসামান্য। ষষ্ঠ শ্রেণির পর আর পড়াশোনা হয়ে ওঠেনি। তবে বাড়িতে গান বাজনার চর্চা থাকায় ছোটো থেকেই তৌহিদ সংগীতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বাবা হুজুর আলি ছিলেন মুসলমানি জারি গানের ওস্তাদ গায়ক। বাবার গান শুনে শুনে নিজেও গান করতেন ছোটো থেকেই। কিন্তু তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে কবিগান শেখানোর। তাই বাবার উৎসাহে ও প্রেরণাতেই বর্ধমান জেলার চাণ্ডুলি নিবাসী বিখ্যাত কবিয়াল চাঁদ মহম্মদের চলে যান কবিগান শেখার বাসনা নিয়ে।

পড়াশোনা শেষ করে দর্জির কাজ করে তেমন একটা উপার্জনও হত না। ফলে কবিগানকে পেশা হিসাবে নেওয়াই ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। চাঁদ মহম্মদের যাওয়ার পর তৌহিদের কাছে তিনি একটি গান শুনতে চান। তৌহিদ বাবার মুখে শোনা একটি মুসলমানি জারি গানই শোনান। শুনে চাঁদ মহম্মদ তাঁকে গান শেখাতে সম্মত হন। তাঁর দীর্ঘদিন চাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন আসরে আসরে ঘুরে তৌহিদ রপ্ত করতে থাকেন কবিগানের কালাবিধি। চাঁদ সেই সময় সবচেয়ে ব্যস্ততম কবিয়াল। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর বায়না থাকতো। একদিন বৈশাখ মাসে দুর্যোগের জন্য চাঁদের গান শুরু হতে দেরি হয়ে যায়। গান শেষ হতে হতে পরদিন দুপুর হয়ে গেছে। ঐ দিনই আবার মুর্শিদাবাদের অন্য আর এক আসরে গান। সেখানে প্রতিপক্ষ বৃদ্ধ গুমানী দেওয়ান। পোঁছাতে না পারলে চাঁদের গুরুতুল্য গুমানীর গান ভেঙে যাবে। তাই নিরুপায় হয়ে চাঁদ তাঁর প্রিয় শিষ্য তৌহিদকেই অন্য তুলি নিয়ে রওনা করে দেন। গিয়ে দেখেন ঠাসা দর্শক। তৌহিদকেই আসরে নামতে হবে কবিয়াল হয়ে। প্রতিপক্ষ আবার ‘কবিসাম্রাট’ ‘বাণীকণ্ঠ’ গুমানী দেওয়ান। গুমানী সাহেবের উৎসাহে তৌহিদ নেমে পড়েন কবিগানের লড়াইয়ে। প্রবল প্রতাপশালী কবিয়ালের বিপক্ষে গান করতে গিয়ে তৌহিদ অনেকবারই খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু প্রবীণ কবিয়াল গুমানীর চিনতে ভুল হয়নি, আগামীদিনের একজন নামী কবিয়ালকে। তাই সেদিনের গান শেষে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছিলেন নবীন তৌহিদকে। বিশ শতকের শেষ এবং একবিংশ শতকের প্রথম দশকের কবিয়ালদের মধ্যে তৌহিদ অন্যতম একজন নামী কবিয়াল। বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার এমন আসর নেই যেখানে তিনি গান করেননি। তাঁর প্রতিপক্ষ পাল্লাদারদের মধ্যে চাঁদ মহম্মদ, গফুর সেখ, আফাজুদ্দিন, রিয়াজুদ্দিন, নহিরুদ্দিন, কাঞ্চন মণ্ডল, বিরিধিবাস্তিত ঘোষ, অনাদি মণ্ডল, দিলীপ চ্যাটার্জী, নন্দকিশোর চ্যাটার্জী, সঞ্জয় চ্যাটার্জী, মুকুল ভট্টাচার্য, হারাধন দে,

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

গৌতম হাজার প্রমুখ অন্যতম। তবে গুরু চাঁদ মহম্মদের মতো তৌহিদ আলি কোনো গান লিখেননি। বর্তমানে এই কবিয়াল বয়োবৃদ্ধ। কবিগান থেকে পুরোপুরি অবসর নিয়েছেন।

### হারাধন দে : হরিনামের ভাসাই তরী

হারাধন দে বর্তমান সময়ের নদিয়া জেলার নামকরা কবিয়ালদের মধ্যে অন্যতম। বর্ধমান জেলার পাণ্ডুগ্রামের বিখ্যাত কবিয়াল নন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায় তাঁর গুরু। নন্দকিশোর বাবু যেমন চৈতন্য বিষয়ক কবিগানের পালার ওস্তাদ ছিলেন, হারাধন দে'ও গুরুর মতোই চৈতন্যবিষয়ক কবিগানের পালায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়াল। ছোটো থেকেই হরিকথার গান তাঁর বড্ড পছন্দের। কবিগানের আসরে হরিনামের মাহাত্ম্যকীর্তনের অভিলাষেই তাঁর কবিগানের জগতে আসা। তাঁর জন্ম ১৯৫৬ সালে নদিয়া জেলার দেবগ্রামে। দেবগ্রাম খুব সমৃদ্ধ জনপদ। খুবই পুরনো, ঐতিহ্যবাহী এবং বৃহৎ গ্রাম দেবগ্রাম। গ্রামে অসংখ্য শিবমন্দির বা দেবস্থান রয়েছে। এই গ্রামেই ছোটো থেকে হারাধন বাবু বড় হয়ে উঠেছেন। তাঁর বাবা নীলরতন দে এবং মা রানীবালা দে। ছয় ভাই, চার বোনের মধ্যে কবিয়াল হারাধন দে সবার বড়। সাংসারিক দারিদ্রের জন্য অষ্টম শ্রেণির পর পড়াশোনা করেননি। জাতিতে কায়স্থ হারাধন দে'র পরিবারে প্রধান পেশা চাষাবাস। পরিবারে কবিগানের ঐতিহ্য না থাকলেও হারাধন বাবুর কাকা গুরুপদ দে বোলান পালা লেখায় ওস্তাদ ছিলেন। হারাধন দে'ও ছোটো বেলা থেকেই বোলান পালা লিখতেন। অন্যান্য গানও তিনি ভালোবাসতেন তিনি। কিছুদিন ঝাঁপান গানও করেছিলেন। নদিয়ার জুড়ানপুরে চাঁদ মহম্মদ ও দেবেন চাঁইয়ের কবিগান শুনতে গিয়ে কবিগানের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। কাকা গুরুপদ দে'র উৎসাহে বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় কবিগান শুনতে গিয়ে কিছু কিছু পালা আত্মস্থ করে ফেলেন। কিন্তু তখনও তিনি গুরুকরণ করেননি। কাকার নির্দেশেরই পাণ্ডুগ্রামের বিখ্যাত কবিয়াল দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে কবিগান শেখার অভিপ্রায়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দিলীপ বাবু গান করতে গিয়েছিলেন বাইরে। বাধ্য হয়ে তাঁর ভাই নন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যান। নন্দকিশোর বাবু তাঁর কাছ থেকে একটি গান শুনতে চাইলে, হারাধন বাবু কবির আসরে শোনা একটি মাইকপাঁচালির এক কলি গান শুনিয়েছিলেন। গান শুনে তৎক্ষণাৎ নন্দকিশোর বাবু তাঁকে কবিগানে দীক্ষা দিতে রাজি হয়ে যান। তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বছর। সেই সময় পাকাপাকি ভাবে কবিগানের জগতে চলে আসেন। গুরুকরণের আগেই যদিও চাঁদ মহম্মদের মতো নামী কবিয়ালের বিপক্ষে গান করার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর। গুরুকরণের পর প্রথম আসরে নামেন নদিয়া জেলার বৈরামপুর গ্রামে। প্রতিপক্ষ ছিলেন নিজের গুরুদেব নন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায়। কবিগানের বিষয় ছিল 'পুরুষ-প্রকৃতি'। প্রকৃতির ভূমিকায় হারাধন বাবুর কবিগান শুনে এলাকাবাসী মুগ্ধ হয়ে যায়। তারপর ধীরে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে তিনি রাঢ়বঙ্গের ব্যস্ততম

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

কবিয়াল। এখন বছরে আশি বা তারও বেশি পালায় গান করেন তিনি। এই সময়ের সমস্ত বিখ্যাত কবিয়ালদের সঙ্গেই তিনি সাফল্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই তাঁর কবিগানের ডাক সবচেয়ে বেশি। তাঁর কবিদলে দোহারি করেন দুঃশাসন হালদার (মৌগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান), হারমণিয়াম বাজায় দুধফল হালদার (দেবগ্রাম, নদিয়া)। কবিদলে স্থায়ী কোনো ঢুলি নেই। সরকারি অনুষ্ঠানও খুব একটা বেশি করেন না তিনি। বেসরকারি স্তরে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। জীবনে তিনটি রুপোর মেডেল পেয়েছেন তিনি। তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ পাল্লাদারদের মধ্যে নন্দ মাঝি, তপন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত ঘোষ, হরিসাধন দাস, সদানন্দ যশ, সনৎ বিশ্বাস প্রমুখ। বর্তমানে তাঁর তিনজন কবিয়াল শিষ্য রয়েছে – যতন বিশ্বাস (পলাশীপাড়া, নদিয়া), বিধান রাহা (অগ্রদ্বীপ, পূর্ব বর্ধমান), তাজারুল সেখ (আসাচিয়া, নদিয়া)। যদিও এখনও তাঁরা কেউই তেমন কবিখ্যাতি পায়নি। হারাধন দে কবিগানের পাশাপাশি অসংখ্য বোলান ও পাঁচালিগান রচনা করেছেন। তেমনি একটি আধ্যাত্মিক মার্গের কবিগান তুলে ধরে আলোচনা শেষ করা হল –

একদিনও ভাবি নাই রে মনে,

এই সুন্দর ভুবনে,

দু-চার দিন এখানে বসতি রে আমার।

একদিন ভবের খেলা সাঙ্গ করে,

যেতে হবে ভবে ঘরে,

দিন থাকিতে তারে ডাকো অনিবার।

শমন রাজা যেদিন দেবে শমনজারি,

কোথায় পড়ে রবে, দালান-কোঠা বাড়ি,

তোমার কোথায় পড়ে রবে মনোরমা নারী,

ছেড়ে সোনার পুরী হতে হবে তাহার।

ঝাঁকা বোঝাই করে আনলাম ষোলো আনা,

যেমন মহাজন তাঁর, তেমন বেচাকেনা,

তোদের হল লাভ, আমার থাকলো দেনা,

মিছে আনাগোনা করি বারংবার।

তাই অধম হারাধন, বসে বালুর চরে,

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

কাছে থাকতে জল পিপাসায় গেলো মরে,

বিন্দুমাত্র জল খেয়ে দেখলি না'রে,

এই চৌরাশি ঘুরে আসিস বারে বার।৩

### গৌতম হাজরা : সহজ ভাবের সাবলীল কবিয়াল

রাঢ়েরকবিগানেএমন অনেক বিখ্যাত কবিয়ালদের দেখা গেছে যারা দোহারি করতে করতে কবিয়াল হয়েছেন। নদিয়া জেলার নওদা গ্রামের প্রবীণ কবিয়াল গৌতম হাজরা ছিলেন তেমনি একজন কবিয়াল। গৌতম হাজরা দীর্ঘদিন ধরে কাটোয়ার খাজুরডিহি গ্রামের স্বনামধন্য কবিয়াল মধু ঘোষালের দলে দোহারি করেছেন। তাঁর জন্ম ১৩৬০ সালে নদিয়া জেলার নওদা গ্রামে। নওদা খুবই ছোটো গ্রাম। গ্রামে বড়জোর একশো ঘর মানুষের বাস। অধিকাংশ মানুষই দিনমজুর। গ্রামের পূর্বে ছুটিপুর, উত্তরে ও পশ্চিমে গঙ্গানদী। এই গ্রামেই গৌতম হাজরা ছোটো থেকে বড় হয়ে উঠেছেন। আট ভাইবোনের মধ্যে গৌতম হাজরা সবার ছোটো। তাঁর দুই মেয়ে এবং এক ছেলের মধ্যে ছেলে বর্তমানে কবিগান শিখছেন। গৌতম হাজরা ছোটো থেকেই রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করতে ভালোবাসতেন। ঝাঁপান গানও করেছেন অনেক দিন ধরে। নওদা গ্রামে অনুষ্ঠিত কবিগানের আসরে চাঁদগোপাল মণ্ডলের সঙ্গে আমিয় ঘোষের কবিগান শুনে তিনি কবিগানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তারপর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে দাদার ইচ্ছাতে কবিগান শিখতে মনস্থ করেন। মধুসূদন ঘোষালের কাছে কবিগান শেখার বাসনা নিয়ে যান। কিন্তু কবিগান শিখতে গেলে আসরে দাঁড়িয়ে শিখতে হয় কবিগানের বিভিন্ন কলাকৌশল। তাই মধু ঘোষাল গৌতম হাজরাকে তাঁর দলে দোহারি করার প্রস্তাব দেন। বেশ কয়েক বছর দোহারি করে কবিগানের রীতি নীতি ভালো মতোই শিক্ষা করেন গৌতম বাবু। প্রথম জীবনে কবিগানের সঙ্গে কাঁচামালের ব্যবসাও করতেন। বর্তমানে কবিগানই তাঁর প্রধান পেশা। প্রথম কবিগানের আসরে নামেন পঞ্চগনন দাসের বিরুদ্ধে (সুজাপুর, কেতুগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান)। যেহেতু দোহারি করতে করতে কবিগানে আসেন, ফলে কবিগানের প্রচার পেতে তাঁর খুব বেশি দেরি হয়নি। বর্তমানে নদিয়া জেলার অন্যতম জনপ্রিয় কবিয়াল তিনি। বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলার বিভিন্ন আসরে তিনি গান করেছেন এবং এখনও করছেন। বর্তমানে বছরে তিনি প্রায় সত্তর পালা মতো কবিগানের আসর করেন। সরকারি প্রচারমূলক গানও তিনি বেশ ভালোই করেন। সরকারি, বেসরকারি স্তরে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এই সময়ের প্রায় সমস্ত নামী কবিয়ালের বিপক্ষেই তিনি গান করেছেন। তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ পাণ্ডাদারদের মধ্যে অন্যতম হল কাঞ্চন মণ্ডল, সদানন্দ যশ, হেমন্ত ঘোষ, সনৎ পান, নন্দ মাঝি, মুকুল ভট্টাচার্য প্রমুখ। নিজের রচনা কিছু কিছু কবিগান

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

থাকলেও আসরে তিনি অবশ্য গুরুমুখী গানই বেশি করেন। নিজের ছেলে ছাড়া বর্তমানে তাঁর আর কোনো কবিয়াল শিষ্য নেই। তাঁর লেখা একটি গান দিয়েই আলোচনা শেষ করবো –

আমার মিছে হল ভালোবাসা। (ধুয়া)  
আমি কথা দিলাম যারে,  
এ ভব বাজারে,  
যার লাগি এই ভবে আসা।  
প্রথম ভালোবাসা দিয়েছিল জননী,  
বক্ষসুধা দিয়ে জীবন গড়লেন তিনি,  
সেই মা'কে ভুলে, আপন হল গৃহিণী,  
দিনে দিনে বাড়ে নিরাশা।  
পুত্রকন্যা পেলাম ভালোবাসার ধন,  
দিনেরাতে করি তাঁদের জন্যে উপার্জন,  
মনে ভাবি আসা, করিব ভ্রমণ,  
দিনে দিনে বাড়ে অর্থেরই লালসা। ৪

নদিয়া জেলার কবিগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ভক্তি ভাবাশ্রিত কবিগান। নদিয়া জেলার অধিকাংশ দর্শক-শ্রোতাই চৈতন্যলীলায় গান শুনতে ভালো বাসেন। অন্যান্য অনেক জেলা অপেক্ষা নদিয়া জেলাতে কবিগানের অনুরাগী ব্যক্তির সংখ্যাও যথেষ্ট বেশি। বর্তমান সারা পশ্চিমবঙ্গে নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতেই সবচেয়ে বেশি কবিগানের আসর বসে। নদিয়া জেলার কবিয়ালের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। তাঁদের মধ্যে কিছু কবিয়াল পূর্ববঙ্গের কবিগানের রীতিতে গান করেন, কিছু কবিয়াল করেন রাঢ়ের কবিগানের ধারায়। নদিয়া জেলায় রাঢ়ের কবিগানের ধারায় যে সমস্ত কবিয়াল গান করেন, তাঁদের সকলের সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়নি। ভৌগোলিক ভাবে নদিয়া জেলা রাঢ়বঙ্গের মধ্যে পড়ে না বলেই প্রাথমিক ভাবে নদিয়া জেলার কবিয়ালদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার তাগিদ অনুভব করিনি। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল ভৌগোলিক ভাবে রাঢ়বঙ্গের না হলেও এই জেলার অনেক কবিয়াল রাঢ়ের কবিগানের ধারাতেই গান করেন, তখন বেশ কিছু কবিওয়ালার সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়েছে। নদিয়া জেলার কবিয়ালরা প্রবল লড়াই অপেক্ষা সুর-ছন্দের দিকটিকে



শিকড়ের সন্ধান: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

বেশি গুরুত্ব দেন। সুরেলা কণ্ঠের জন্য এই জেলার কবিয়ালদের খ্যাতি। তবে এই জেলাতেও কোনো মহিলা কবিয়ালের সন্ধান পাওয়া যায়নি। হিন্দু কবিয়ালদের পাশাপাশি বেশ এই জেলার কয়েকজন মুসলমান কবিয়ালও কবিগানের আসরে প্রবল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র

১) [https://bn.wikipedia.org/wiki/নদিয়া\\_জেলা](https://bn.wikipedia.org/wiki/নদিয়া_জেলা)

২) 'বাংলার কবিগান ও কবিওয়ালা, কিশোরীরঞ্জন দাশ, দীপ প্রকাশন, কল-০৬, ২০০৫, পাতা-৩৮৪

৩) ব্যক্তিগত সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় কবিয়াল হারাধন দে'র নিজের মুখ থেকে শোনা। দেবগ্রাম, নদিয়া

| ভাদ্র ১৪২২ |

৪) ব্যক্তিগত সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় কবিয়াল গৌতম হাজারার নিজের মুখ থেকে শোনা। নওদা,

নদিয়া। ভাদ্র ১৪২২ |

## লোকায়ত ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথের গান

ড. শ্রাবণী সেন

সহকারী অধ্যাপিকা, সঙ্গীত বিভাগ

তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ, তারকেশ্বর, হুগলী

### সারসংক্ষেপ

লোকায়ত মানুষের জীবন ধারার দর্পণ হল লোকসংস্কৃতি। 'লোক'এর পরিচয় তৈরী হয় লোকসংস্কৃতিতে এবং তা গড়ে ওঠে একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে। লোকসংস্কৃতি শুধু সাহিত্য বা শিল্প নয়, তার পাঠ তৈরী হয় সামাজিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, নানাবিধ ব্যবস্থা ও আত্মপরিচয়ের দাবিতে প্রাসঙ্গিকতায় ও তাৎপর্যে। লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিষয় লোকসমাজের জীবনধারা। লোকসংস্কৃতি সমাজের মধ্যেই প্রবাহমান, যার কোন প্রামাণ্য ভিত্তি বা লিখিত রূপ পাওয়া যায় না। লোকসংস্কৃতির ভাষা লোকজ বা আঞ্চলিক। লোকসংস্কৃতির ব্যবহারিক রূপ ফুটে ওঠে লোকশিল্প, লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে। লোকসংস্কৃতির উৎস গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতায়। গ্রামবাংলার সহজ সরল জীবন যাত্রার প্রতি আকর্ষণ, প্রকৃতি প্রেম, দার্শনিক ভাবনা রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশি লোকসংস্কৃতিমুখী করে তুলেছিল। মানবিক মূল্যবোধ যে ভাবে জীবনধর্ম লোকায়ত ও সৃজনশীল সংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ তাকে গ্রহণ করেছিলেন আত্মিকভাবে। লোকায়ত ধর্ম-সংস্কৃতিতে গৌণ বা বিচ্ছিন্ন ভাবনার প্রয়াস বলে মনে করেন নি। এই গ্রাম নির্ভর সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসঙ্গীতের একটা নিবিড় যোগ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথেরও এই গ্রাম নির্ভর সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে সঙ্গীতের সংগ্রহের প্রতি গভীর ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশের প্রতিটি প্রান্তের সহজ সরল কথা ও সুরে সমৃদ্ধ লোকসংগীতের সুর ও কথা তথা বিষয় রবীন্দ্রনাথের গানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। লোকসঙ্গীতের প্রভাব-বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, কীর্তন রবীন্দ্রনাথের গানে সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর নিজের সংগীত রচনায় লোকায়ত সুরের প্রয়োগ বিশেষ করে কীর্তন ও বাউলের সুর বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দেশী লৌকিক সুরকে তিনি যে রূপ দান করেন তার মধ্যে মিশে আছে তাঁর স্বকীয়তা। রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল শিল্প সংস্কৃতি চেতনা ও লোকায়ত ভাবনা, সংগীতের সুর-বাণীর মাধুর্য বাংলা লোকসংগীতকে বিশ্বমানবের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে।

**প্রাসঙ্গিক শব্দ** - লোকসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য, লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রগানে লোকসংগীতের প্রভাব।

## বাংলার লোকায়ত পট শিল্পের অবলুপ্তি: কারণ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

হীরা পটুয়া

পি এইচ ডি গবেষক, বিশ্বভারতী

একটি জাতির ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সেই জাতির শিল্প ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। শিল্প-সংস্কৃতির ভিতর আসলে লুক্কায়িত থাকে জাতির সরব পদধ্বনি। কিন্তু এই বিশ্বায়নের যুগে কমবেশি প্রতিটি জাতিই তার শিল্প সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। আধুনিকতার প্রথাসর্বস্ব নিয়মতন্ত্রের ফাঁসে আজ বহু শিল্পই মৃতপ্রায়। এ বিষয়ে ভাদু, টুসু, ছৌনৃত্য ইত্যাদির পাশাপাশি উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলার ঐতিহ্যবাহী পট সংগীত ও পট চিত্রের কথা। পট শিল্পের জনপ্রিয় দুই প্রবাহ তথা পট সঙ্গীত এবং পট চিত্রের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন প্রায়। সভ্যতার করাল গ্রাসের কবলে পড়ে আজ পট শিল্পের বেঁচে থাকা অস্তিত্বটুকুও তার অতীত প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। বাংলার নিজস্ব লোকায়ত এই শিল্পের অবলুপ্তির কারণ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে পট শিল্পের সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাসকে এক নজরে স্মরণ করা যেতে পারে। সংস্কৃত শব্দ ‘পটু’ থেকে পট কথাটি এসেছে। ‘পটু’ শব্দের অর্থ কাপড়। পট চিত্র হল একখণ্ড কাপড়ের উপর হিন্দু দেবদেবী কিংবা মুসলিম পীর ফকিরদের বিচিত্র কাহিনী সম্বলিত চিত্র। এই পট চিত্রের আখ্যানকে কেন্দ্র করে গীত হওয়া সহজ সরল গানই পটুয়া সংগীত নামে অভিহিত। যারা এই ছবি এবং গানের স্রষ্টা তারা পটুয়া নামে পরিচিত। সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বাণভট্টের হর্ষচরিতে যম পটের উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীতে বাংলার ঐতিহ্যবাহী ভাষা ও সংস্কৃতির সূত্র ধরে পটের গানের ভাষা এবং বিষয় উভয়েরই পরিবর্তন ঘটে। সেখানে স্থান লাভ করে গাজী পীরের কাহিনী, নিমাই সন্ন্যাস, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলা ইত্যাদি। সময়ের পরিবর্তনে শিল্পের বিষয় এবং তত্ত্বগত বিবর্তন স্বাভাবিক বলেই বিবেচিত হয়। যেমনটি পট শিল্পের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই বিবর্তন একদিকে যেমন একপেশে হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনভাবেই পট শিল্পের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হতে দেখা যাচ্ছে বহু পটুয়াকেই। বিশেষ করে পটুয়া যুব সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন তাদের এই পারিবারিক বৃত্তি থেকে। একটি শিল্প জীবিত থাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হাত ধরে। এক্ষেত্রে নব্য প্রজন্মের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কেননা তাদের সৃষ্টিশীল মননই শিল্পের সজীবতার মূল রসদ। কিন্তু পটুয়া শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম তাদের পারিবারিক বৃত্তি থেকে প্রায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বললেই চলে। অবশ্য অন্যান্য শিল্পের মতো এই শিল্পের অবলুপ্তির পিছনেও রয়েছে বিশেষ কিছু কারণ। বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিটি মানুষ আধুনিকতায় ঘেরা। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রাথমিক চাহিদার পথকে অতিক্রম করে মানুষ এগিয়ে চলেছে ক্রমশ। আর তাই আধুনিক এই জীবনকে উপভোগ করতে

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যথার্থ অর্থের। অর্থের সংকুলান করতে মানুষ ক্রমশ ঘরছাড়া হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ পারিবারিক সমৃদ্ধশালী বৃত্তির বাইরে বেরিয়ে সে খুঁজে নিচ্ছে অর্থ উপার্জনের নব নব রাস্তা। পটুয়ারাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই তাদের মধ্যেও এই পরিস্থিতি লক্ষণীয়। তাছাড়া আধুনিকতার কবলে পড়ে মানুষ তার জীবন প্রবাহে এমনই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে পট সংগীতের সহজ-সাবলীল সুর শোনার মানসিক অবস্থা থেকে সে যেমন বিভাড়িত ঠিক তেমনভাবেই পট সংগীতের রসাস্বাদনের সময়ও তার কাছে নেই বললেই চলে। তাই বৃত্তির নিরিখে পটুয়ারা আজ অবহেলিত। নিজেদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে নিতে পটুয়ারা তাই পট শিল্প থেকে বিমুখ। এছাড়াও বর্তমানে পট গান এবং পট চিত্রের ভিতরে যে আধুনিকতা প্রবেশ করেছে তাতে পট শিল্প তার নিজস্বতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অনেকাংশেই। একটি শিল্প যখন তার নিভৃত সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তার সজীবতা যায় হারিয়ে। এই সজীবতার ক্রম মৃত্যুও পট শিল্পের অবলুপ্তির অন্যতম কারণ। তাছাড়া এবিষয়ে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণগুলিও পরবর্তীতে বিস্তারে আলোচনা করা যেতে পারে।

**Keywords:** পট চিত্র ও পটুয়া সংগীত, উৎস অনুসন্ধান, বিবর্তন, অবলুপ্তি, আর্থসামাজিক

**Women, sexuality and fertility cult-a case study on portrayal of Rajbanshi  
women of Cooch Behar District of West Bengal**

**Manashi Mohanta**

**State Aided College Teacher (SACT)**

**Dept. of Journalism and Mass Communication**

**Jogesh Chandra Chaudhuri College, Kolkata-30**

**and**

**Research Scholar**

**Jadavpur University, Department of Sociology**

**Abstract:**

Culture is life. Every society has its own customs and principles which can be considered as the culture of that society. The culture has evolved over time. This is a complex aspect of human existence. Culture is a way of life that has been practiced for generations. Culture can be said to the identity of human existence which grows with belief, attitude on a subject.

In this chapter it is try to focus how does fertility cult became an important part of culture and communication. How does women and sexuality portray their life with fertility cult in Rajbanshi culture. Rajbanshi are ethnic community of North Bengal, of West Bengal. Rajbanshi is the popular community of Northern part of West Bengal. They are popular with their unique origin, dialect, culture. After Independence their population enriched in Assam, north Bengal (West Bengal), Rangpur (Bangladesh), and Nepal also. By the time everything must have changed as Rajbanshi community has gone through many changes. More discussed and researched this population is a subject intense curiosity of everyone. They are many untold things about Rajbanshi community. Which is a wonder to all in previous era to present time. Rajbanshi community has also profound history which make many research work a treasure. They are identic for their society, language and culture. This ancient culture makes debtor to our Indian history. Till today immense knowledge about Rajbanshi are under veiled to us.

**Key words:** Rajbanshi culture, fertility cult, communication, women portrayal, recent aspect.

**Introduction:**

It is not easy to define in one sentence what is culture, it is a phenomenon which developed by the time and generation and age. In this context this paper tries to give a brief illustration of Rajbanshi culture, especially in the context of Cooch Behar district. The district was a princely state

before 1950, it was independent or autonomous state. Under the rule of kings, the district was named Kamtapur. In the history in various time the district has many names like Kamrup, Pragjyotishpur. In our mythological text Mahabarat, Ramayan the name PragJyotishpur was mentioned, in Kalikapuran, Yoginitantra the Kamrupa name was mentioned. During the period of Hussain Shah reign, the name Kamrupa was also mentioned in the coin. China traveler Hiuen Tsang also mentioned the name of Kamrupa state. So, it is understood well that Cooch Behar district has profound ancient history from its very origin. But in this paper the researcher would not explore so much of the origin of the state here. The recent paper would try to portray more the cultural part of this heritage district. The large number of ethnic people of this district are Rajbanshis. They are considered as ancient community of this region. They are the popular community in the whole Northern region of Bengal. Amidst of all tribes and other community Rajbanshis are believed as son of soil of North Bengal. From pre-independence era they are known for their origin, unique culture, dialect and so many. After independence they are also found in Assam, Rangpur, West Bengal and Bihar, Nepal Region with their glorious identity. The primitive history of Rajbanshi community still yet to be explored. The rich culture makes scholar intense curious to work on it. Eminent writer, folklorist Ashutosh Bhattacharya stated that Rajbanshis belong to 'Indo- Mongoloid stock' (Bhattacharya 1982:10). 'Dalton' opined that they are 'Dravidian stock' (Sanyal 1965:11). 'This thought is also reflected in the remark of Linguist Suniti Kumar Chattopadhyay- 'The masses of North Bengal areas are very largely of Bodo origin or Mixed Austric-Dravidian Mongoloid'<sup>8</sup>' (Ray 2016:20). So, it can be said the culture of Rajbanshi community is very diversified.

### **Rajbanshi Culture:**

The agrarian community practice their culture which they inherit from their ancestors. Many of their practices still reflect the primitive culture. In this paper there is no much opportunity to discuss in detail about culture. So, the researcher tries to depict some of its notable folk practices here in a very brief manner. Their folk song and dance, folk rituals, folk literature, folk drama and many more diversity make our Bengal culture debtor. By the time of reigning many kings, the community was gradually developed. There is a rigorous religious impact on the community. This religious impact also developed the Rajbanshi culture. In this context their worshipping of deities is very unique. Significantly Bhawayia song and dance, MoishalBondhurgaan, marriage song, various brata or vows for deities such as Bishohori, Hudum Deo, birth rituals etc. Their food habit, various occasion, their attire, family structure, living style all depict such a unique culture till today. Some of their ancestral practices reflects a matriarchal aspect in culture as well as the society. But by

the passage of time Rajbanshi culture has gone through various changes which reflects patriarchal influence.

### **Fertility cult:**

It is a religious practice. Sometime it is considered as black magic practice in many places of world. In the whole world the fertility cult is familiar practice. In our country in many states, it has been practiced from the ancient period to till today. West Bengal is not exceptional in this rites practice. In North Bengal, especially in Cooch Behar district Hudum deo puja and byang r biyao (marriage of frog) is considered as 'seasonal rites. Hudum means nude, deo means God. This rite is absolutely women centric. in the monsoon time for better harvesting, to overcome drought women worship the god of rain. The agrarian society mainly practice this rite. Rajbanshi women do this brata or vow in the dark night in a nude way. No male person is allowed at that time of worship. Not only that no male person can watch curiously or peep. It is believed that if any one does so then evil would not spare him. In the field study the data was collected from those women who professionally do the rites still in modern times with such full devotion and reverence. In the end of the whole process women do the rituals of marriage of frog. Here it can be said frog represent the rain and its marriage can be thought as a process of fertility. In North East India, Karnatak, Bihar, Uttar Pradesh the fertility rite has been practicing from the beginning of modern society. According to Dr. Nihar Ranjan Rai mentioned this rite also practiced in Diorira village of Australia, Abbyssinia, Java village, Macedonia, Greek community of Tesla, South Russian Village, Caucasian ethnic group of Georgia, Batavia, Tirio, Chin, Japan all these practice such practice.

### **Culture as Communication:**

Communication means the way of transmission. The fundamental elements of communication are language, sign, symbol, human action, anything through which the whole world can express everything towards us. Culture itself a way of communication process. This continuous process which develops culture in a regular manner and society grows. The paper illustrates fertility cult as an important part of Rajbanshi culture which play a role of elements of communicate as rites to get rid from water scarcity or drought and establish a belief that the rites can save the society. Eminent scholar of communication and sociology Prof. Dennis McQuail opined 'perhaps the most general and essential attribute at culture is communication, since culture could not develop service extend and generally succeed without communication'.

### **Women portrayal:**

The main purpose of the paper is the portrayal of Rajbanshi women in their culture. As a case study fertility cult, namely Hudum deo worship in Cooch Behar district. Here particular groups of women do these folk rituals in villages. In the field study some exceptional data came up that firstly, those women were familiar in the particular area in a negative way. They were not accepted with a prestigious reputation in the society. Secondly, generally women from ordinary family do not come to them who do this rite. Those women are considered by the ordinary people as tantrik or black magic practitioner or witchcraft expert. Thirdly, women who are related to those folk practice, are more powerful, brave, independent in both way -socially and economically. Fourthly, despite all they are not the decision maker in the village, cannot play a role like sarpanch or panchayat or village head. Lastly the cult practice engages with women sexual appeal in the whole process of worshipping towards the rain god. where they recite the sloka or sing song from the midnight to the dawn, as the mores happen till its rain. The brata or the particular folk lore are not permissible to recite in front of any common people in the society because sexuality depict here by using erotic words. In this cult women body represent the harvesting land or the thirsty soil and when the rain god impress by the sensual appeal it will rain which delineate theejaculation from male body. In this ritual the women body is objectified and subordinated by the 'male gaze'<sup>1</sup>. The women centric rite practice is seemed to be glorifying womanhood but from the feministic angle male heterosexual approach of pleasure degradethe respect of women body. In this Hudum Deo folk practice body, sensual appeal and erotic words are the elements of communication. The sexual cultural perspective is widely practiced in all over the world as well as in India. In witchcraft the depiction of women, nude goddesses, uses of sensual words are ultimately male desire. Here women also unknowingly practiced the patriarchal approach of worshipping male rain god to satisfying him. Most of the women still believe the feelings of orgasm or satisfactory sexual appeal is only for male, not for women. Still women believe their body is not of them. This point is another main issue of radical feminist and their movement. They concern about sexual inequality in many of their basic theoretical discussion.

### **Recent trends:**

In recent time this HudumDeo puja and Byang r Biyao rites is only matter of practice in the villages. But village communities are now apathetic to restore the culture. The impact of popular culture makes the recent generation averse to practice all these things. Generation does many folk

---

<sup>1</sup>The term 'male gaze' was coined by scholar, essayist, film maker Laura Mulvey in 1975. She first used this term in her famous essay – 'Visual Pleasure and narrative Cinema'.



practices such as Bhawaiya song and dance etc. but they are unwilling to do such folk rituals. Still, most of the old women keep this rite alive with its group who basically do this brata or vow in every monsoon season religiously. Modern Rajbanshi women are now educated and they gradually understand socio cultural fact and representation of female image in society. They now can distinguish sex, gender, patriarchy, power and all. So, they are respectful to Rajbanshi Identity but reluctant to practice such nude religious culture more.

### **Conclusion:**

Each of the elements of Rajbanshi culture give us to re-search more and more things. There is vast scope to explore again despite more existing work on it. From the origin of Rajbanshi to identity politics to recent socio economic and political scenario every aspect needs to rethink about the particular society. It has numerous academic relevance from the aspect of many subjects.

### **References:**

1. DevRanjit Cooch Behar JelarItihas, publisher Brookland, 2014
2. Ray Shankar Dr. Girija; UttarbangerRajbangshiJatirPuja Parbon;Desh prokashan, ISBN:978-93-81678-80-4;2015
3. DevRanjit; Uttarbangeritihash o sanskriti; published by Sahityasree; Kolkata-9; 2017
4. Dev Ranajit; Uttarbangerpujabroto o utsab; published by Renaissance prakashan; Kolkata;2015
5. RayJyotirmoy; the Rajbanshi Samajdarpan 2; Shee book agency, ISBN 978-93-83816-61-3;2016
6. Maciver R.M. and H. Page Charles ; Society – an introductory analysis; Trinity Press; 2014; ISBN 978-93-5138-081-8
7. Shanyal Dr. Charuchandra, Uttarbanger Rajbanshi, Asiatic society, Kolkata, 1965.
8. KochbeharJela, a journal, published by Information and Broadcasting centre, West Bengal Govt, July 2006.
9. Bhattacharyya Ashutosh, BanglarLokosanskriti, National Book Trust, 1982.
10. Ray Ranjan Nalini; Koch Rajbanshi and Kamtapur, The truth unveiled, published by CKRSD, 2007.
11. Deb Ranjit; Khan Amanatullah Ahamed Rachito-CoochebharerItihas; Parulprakashani; 2016; ISBN-978 93 86186 35 5
12. Dev, Ranajit; Rajbanshi SomajJibon O SanskritirItihas
13. McQuail Denis; Mass communication theory; published by SAGE; 2010; ISBN:978-81-321-0579-4(PB)

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

14. ErasovBoris; Singh Yogendra; The Sociology of culture; Rawat publication,2017;ISBN 978-81-316-0025-2
15. Butler Judith; Gender Trouble – Feminism and the Subversion of Identity; published by Routledge; 1990; ISBN<sub>13</sub>: 978-1-138-23636-3

## **Indian Society and Folklore**

**Molla Hafizur Rahaman (W.B.E.S.)**

**Head of the Department (English)**

**Government General Degree College, Mangalkote**

**Purba Bardhaman, West Bengal, India**

### **Abstract:**

J. Handoo views that historians are never free to ventilate their ideas and opinions as they are strongly influenced by existing rulers or specific ideologies or powerful and influential elite. The oppressed or suppressed common men had very little scope to be presented in the historical texts. Disregarding the hopes, dreams, agonies, and real existence of ordinary common people history and civilization depict wars, bloodsheds, conquests and defeats of the historical heroes of the ages. Mono-vocal and mono-dimensional historical texts do not record the charming and multicoloured daily annals of the marginalised people and the collective consciousness of the commoner. Ancient hegemonic written discourses could not free itself from the subordination of the ruling class. Folklore complements the hegemonic written history. Folklore is primarily seen as static item received from past but it is not so. Russian scholar W. M. Sokolov expresses that Folklore is not an echo of the past but at the same time Folklore is also the vigorous voice of the present. Folklore of any region or community depicts the national glory and spirit. Almost all folk-thinkers believe that folklore basically belongs to the peasant communities which are supposed to be closer to nature. In various parts of the world Folklore has been used for propaganda and propagation of ideologies and Indian folklore is not an exception. Folklore played a vital role in mobilizing the Indian sentiment against the British colonialism. Folklore study has given birth to different academic approaches like Mythological School, Diffusion or Migratory School, Anthropological School, Historical/Geographical School, Psychoanalytical School, Oral Formulae School, Contextual Theory of Folklore, Structural School, and so on. Tireless efforts of English Christian Missionary and British civil servants have made Indian folklore well-organized in the Missionary Period and Academic Period. They recorded all sorts of information about religion, tradition, customs, rituals, cultures and conventions of the Indian in the remote areas of India. Though the data collected was used in the propagation of Christianity, still most of it was preserved which we see today as our trustworthy past. The folklore of India serves as the non-historical texts providing history of India in a slightly different way. Indian religious scriptures like the *Ramayana*, the *Mahabharata*, *Puranas* and *Upinishadas* reflect Indian ancient age and teach all the art of living. Panchatantra, Hitopades, Brihatkatha, Kathasaritsagara, Jatake Tales, and Sukasapatari

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

instruct and remind Indian the value of morality, honesty, spirituality and truthfulness. Real Indian society is reflected in Indian folk literature, folk dance, folk tales, riddles, proverbs, folk legends, myths, folk songs, and folk paintings. My present paper will highlight the beginning and gradual development of folklore, thematic and narrative concerns of Indian folklore, forms, patterns, and variations of Indian folklore, various theories and approaches associated with folklore, adaptation and interpretation of folk elements by various creative minds from different aesthetic fields and existing state of folklore in contemporary India.

**Keywords:** folklore, folk-theories, adaptation, interpretation.

## লোকঐতিহ্য ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

পদ্মবী সাহা

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে, কবির মনোভঙ্গিতে। তবে বাংলা সাহিত্যের নানা আলোড়ন পেরিয়ে এসে একটি প্রশ্ন জাগে আধুনিক কবিতায় লোকঐতিহ্য কতটা সক্রিয়। যেহেতু পুরোনো এই লোকঐতিহ্য ছিল ছন্দোবদ্ধ রচনা, তাই আধুনিক কবিতায় লোকঐতিহ্যের প্রবহমানতা আমরা কি দেখতে পাই? মধুসূদন থেকে শুরু করে বাংলা কবিতার আধুনিক ধারায় বারবার উঠে এসেছে লোকসাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ। রূপকথা, মঙ্গলকাব্যের কাহিনি বহুসময়েই ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে তাঁর পরবর্তী কবিরাও ব্যবহার করেছেন রূপকথার নানা চরিত্র, মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন আখ্যান। সমকালীন সময়ের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনার অনেক গভীর সত্যকে আধুনিক কবিরা তুলে ধরেছেন লোকঐতিহ্যের আড়ালে।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতেও আমরা লোকঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ দেখতে পাই। রূপকথার লালকমল, নীলকমল, মঙ্গলকাব্যের বেহুলা-লখিন্দরের আখ্যানের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের স্বদেশ, সমাজকে কবি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কবিতায় বেহুলার নৃত্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে কবি তথাকথিত সভ্য সমাজের মানুষের বিকৃত মানসিকতাকে দেখাতে চেয়েছেন। দেহের কাঁচুলি ছিঁড়ে নাচার মাধ্যমে নারীসত্তার অপমান থেকে উত্তরণের একটা ইঙ্গিত আমরা পাই। আবার কোথাও মৃত লখিন্দরের মাধ্যমে রূপকায়িত হয়েছে অচেতন স্বদেশ, বেহুলার ভেলা হয়ে উঠেছে সমগ্র স্বদেশের প্রতীক, যে চরম সংকটেও স্থির লক্ষ্যে অবিচল। লালকমল, নীলকমলের মাকে খোঁজার মধ্য দিয়ে কবি বোঝাতে চেয়েছেন সুস্থ স্বদেশের অনুসন্ধান। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় এভাবেই ব্যবহার করেছেন লোকঐতিহ্যকে – চারপাশের জটিলতায়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আকীর্ণ আধুনিকতার অনুভবে। আর এই আধুনিকতার অনুভব ফুটে উঠেছে প্রতীকে, প্রতিমায়। কবি নীলকমল-লালকমল, বেহুলার যে চিত্র কবিতায় গড়ে তুলেছেন; তা আসলে প্রতিবাদেরই চিত্র। এই প্রেক্ষিতেই তাঁর কবিতায় আমরা খুঁজে পাই লোকঐতিহ্যের প্রবহমানতাকে।

**সূচক শব্দ :** লোকঐতিহ্য, পুনর্নির্মাণ, প্রতীক, আধুনিক কবিতা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## **Traditional appearances in the form of folk: How to use action research for the cultural heritage in West Bengal**

**Partha Sarathi Sarkar**

**Research Scholar (M Phil)**

**Kalyani University**

### **Abstract**

In the connection to the cultural setting in the state of West Bengal, it is of much importance to see how the cultural connection can activate the nationalism in approach towards protecting the cultural heritage. Indeed the governmental as well as the academic efforts have tried their level best to secure a good journey towards realizing the place in the cultural assets. Noteworthy, those efforts have really done something better in the society. The ongoing cultural aspect in this state is highly reluctant to the level of change when the globalization is making deep impact on all the setting. Now is the time to see how the living conditions of those folk cultural people can be well managed and meaningfully established. The need of the action research has been felt over all the problems to minimize at the significant level. For the continuance of the originality in the state it is now acclaimed that the authorities should design some policies to help in this situation. The complete set up from the background of the socio – economy and up to the level of cultural subsistence the action research can be helpful to know and promote the best possible help to the communities who are highly dependent upon the folk cultures even in these days. But the action research should be endowed with the proper ethics to go ahead for making the whole thing much feasible as has been told in this article section. Hence this research will show about the importance of the cultural heritage in West Bengal and in further it will suggest how the specific research type can make an environment of preserving the traditionalistic items.

**Keywords:** cultural setting, nationalism, cultural assets, globalization, action research

### **Introduction**

“Real popular culture is folk art – coalminers’ songs and so forth”

Noam Chomksky

Humans are the most innovative and creative to make arts. Since the very first day in this planet humans are trying their best to create various assets. Among those assets the cultural one is highly significant and vivid one. The cultural aspect is further divided into two basic sections which are folk and modern. The traditional one which is running for a long past can come in the section of

the folks. It is undoubtedly the original creation set of a particular community. In the state of West Bengal the folks are of multiple types. From the historical times those are practiced all over the state. Many pockets of artists are indulging these practices. They are taking the profession of folk culture with great motivation and proper temperament about the practice. Still the problem is very heinous and lethal because the socio – economic condition is not giving any good chance of being sustainable in the day to day lives. The critical nature of the time is keeping humans with folk arts much down and suppressive. It is a condition when the folk artists are becoming compelled to choose some other professions by leaving out which were much accepted and usual in their lives. It is making the people to think enough for changing the pattern of their living. This acceptance is making a point much clear that it is a time to decide further how to keep the folk culture in West Bengal alive.

In this discourse the action research is meaningfully accepted as a help to the line of the folk artists. They can be now much happy to note that the research type can be effective in their lives. It is a point of time when the research can make some significant contribution in their lives. The both hand approach when the art and the scientific research can go hand by hand. It is a terminal point here to say that the folk arts can be enlightened enough towards a positive direction when the basic considerations can be analyzed. It is a possible help to them if a proper understanding can be made.

This study is trying to make a complete understanding to do something good for those people who are losing their feet from the folk culture. The traditional things are going to get good help from this research to the goal of being sustainable.

## **Objectives**

The research is trying to see how the research type and the livelihood sustenance can be jointly managed. It is a liability of this research to make a good jump from the present to the future for making a continuance of the past. This research has specifically tried to portray upon the folk artists in West Bengal. The multiple threats in their lives are making them in problem which can hardly be managed. The basic research objectives which are followed here as below:

- The present pattern of living in the lives of the different folk artists in West Bengal
- The problems in the lives of folk artists in West Bengal
- The action research help has to be assured in the lives

In this way a complete journey will be assured with this research. It is going to be an explanatory research for the help of the grass root people. It will assure to say that the upcoming time can be much comfortable for the people who are in the distress right now.

## **Methodology**

This research work will be dependent on the scientific thought to work upon the livelihood of the folk artists who are living in different portions of West Bengal. It will check them in an ongoing process. The lives of the folk artists are in the main point of the discussion. The challenges in their lives will be discussed here. The study has tried best to see about the possible positive change among the persons who are practicing the folks. Some suggestive measures have also been extended to say here about the folks which are traditional and have every need to be continued with those people who have usually used those.

## **Discussion**

This research has a basic motivation of seeing an in depth manner of the folk culture, the persons who are related to the folk culture and the action research for helping them. It is a need of the time to see how those people can get some help from the academic fraternity.

### **❖ Importance of folks**

Kumar (2012) has explained that the folk media can disseminate various information to the numerous people who are living at the various places in the rural areas. It is making a good example how the folks can be placed to see the rural living. The most checkable media component is present with them. The rural persons can be dependent upon the folk culture. Here is the importance of the folk culture. The creative power has been observed as a power of the social mobility (Nair 2018). The traditional creations are highly profound with the cultural traits which are usual with the people of the grass root. Therefore the folks are very important to see the lives from a broader aspect which can portray the human living in a traditional manner. In this way folks are very important for a mass which is present in a locality which is remote. It is the importance of the folk culture. It is much resourceful and unique view of the people to check with the traditional.

### **❖ Traditional folks in West Bengal**

Dey (2012) has glorified the folks in the state of West Bengal. He has said that in this state folks have shown the health of the masses to the festivals. It is a common choice of the people from the time which has not even been documented. In this way, it can be said that the original Bengal what was a joint form of the East and West Bengal has shown the folks can glorify the region itself. But he has feared about the globalization which is problematic enough in case of the sustenance in the forms of the folks. Mukherjee and Bhattacharya (2015) have said that the folks in West Bengal can promote the tourism in the state. From the Bhadu to the Jhumur can attract humans to the state. It is much needed to identify the state with proper validation about the cultural aspect. Indeed it is much



significant to remember the state with the frames and formalities of the folks. It is a mature thought to keep the folks alive with the grand tradition of the state. Furthermore the journey to the future of the state has to be seen from the aspect of the usual.

#### ❖ **Problems in folk arts**

If someone is practicing something and that is not much remunerative then the love and wisdom may be lost. It is a traditional practice which is in the behavioral condition of those people from the long past. Maheswari and Subhashini (2015) have said that the folk artists are now getting insecurity in their lives in regards to the income from practicing the folk art forms. It is now a very backward kind living which requires great motivation but the earning level is very low. It is creating a condition where the persons should think to leave those arts for joining in some newer practices. Ponni and Johnsa (2020) have said that there is a role of the gender as well. It is very unfortunate that the women folk artists are not getting enough security from the ground level. It may be the security of the economic or the physical which ever they are feeling in their lives in danger. Therefore the gender biasness and the economic slowdown are making the lives in more danger. There is no easy escape point for them. Now is the time to see how they can be assured for a good livelihood by getting help from the policy level. It is indeed very important to see what much effective economic help they can receive in further time.

#### ❖ **Action research in folk art**

Aranguern et. Al. (2013) have suggested that in the present time the researchers are being asked by the fellow stakeholders who are from the other fields that some more help alongside the research works can be done. It is not only for the promotion in the research career but also to fulfill the liability to the society. The action research can be done for the folk artists as because it takes lesser time to do and the responsible brains of the researchers can assure a good extension from their works field to the grass root people. Venter (2018) has told that the participatory action research can do marvelous for a local sustainable development. It will be further engrossed with the field based learning. This strategy can be a game plan to deal with the issues of the folk artists. They can be assured now with more intensive research works which will be managed by taking them as the primary stakeholders.

### **Conclusion**

Here the research has done a directional study towards making a complete connection between folk artists and the action research. The problems in their lives are multifaceted and various angled when the economic factors are making the most intensive problems in their lives. It is very dissatisfactory with them when there is no proper venture or way out to solve the issue. This

issue has to be tackled with proper policy line which can make them adjusted with the present condition.

The traditional arts are now placing them in the timeframe of the modernity. Those are changing themselves into the new forms just to get the market help. It is needed undoubtedly but unfortunately the originality is now lost from many of the items. The folks are losing the temperament and aesthetic value so it is the high time to do something for keeping those alive.

The action research can be a helpful agenda in this line of approach to help the folk artists who are scattered in various places. A timely help can assure them a better living strategy with which those people can be motivated enough towards keeping their creative works sustainable enough. In this way this article has tried to see the possibilities by depending on the secondary database. In this study it has been described how the action research can be implemented for those mentioned.

### **Suggestions**

The study has seen how the lives of the folk artists are going through much trouble. This struggle is making humans much critical with their habitual profession of doing folk arts. It is a time when the traditional culture is in a danger phase. Now some steps have to be considered to be adjudged with the time. It is a consideration from the aspect of doing a research for them. It is a hope that some better will be happened now. The following ways can be observed with attention if anything can be assured for them.

- The people should be attached with some policy makers and policy implementers. It can be better if the people can make an understanding about the total situation. They can solve their problem by own selves.
- A complete look up for the solutions has to be seen and if there is any scope to implement at this time then that has to be assured.
- A proper research has to be seen because only some basic researches cannot give any much solution for them. It is a consideration of the time to make the action research a complimentary help for the people who are in need of this help.
- A holistic approach has to be taken with all the parts and sections of the research with the folk artists so that they can make the solution as their own. It can be a bridge with the traditional from the corner of the modern.

### **References**

- Mari Jose Aranguren & James Karlsen & Miren Larrea & James R. Wilson, 2013. "The development of action research processes and their impacts on socio-economic development

in the Basque Country," Chapters, in: Roger Sugden & Marcela Valania & James R. Wilson (ed.), Leadership and Cooperation in Academia, chapter 14, pages 216-233, Edward Elgar Publishing. Dey, F. (2012). Folk Culture of West Bengal. Journal of Institute of Landscape Ecology and Ekistics, V 35 N 1.

- Maheswari, K. K. and Subhashini, A. (2015). Socio – economic conditions of folk artists. International Journal of Applied Research, 1 (12).
- Mukherjee, S. and Bhattacharya, S. (2015). Promotion of Tourism Through the Rich Folk Culture of West Bengal, Paripex – Indian Journal of Research, V 4 I 11.
- Nair, J. D. (2018). Indian Folk Culture: A Conceptual Framework. International Journal of Research in Social Sciences, V 8 I 3.
- Kumar, S. (2012). Role of folk media in nation building. Voice of Research, V 1 I 2.
- Venter, M. (2018). Participatory Action Research and Learning in Sustainable Local Economic Development. Cross – Disciplinary Approaches to Action Research and Action Learning, DOI: 10.4018/978-1-5225-2642-1.ch014.

## পুতুলনাচের উদ্ভব ইতিহাস

পর্ণা বিশ্বাস

পিএইচ.ডি গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

**কি-ওয়ার্ড:** লোকঅভিকরণশিল্প, অতিপ্রাকৃত, প্রতীকরূপ, কালাযাদু, সচেতনতা

লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ধারা হল লোকঅভিকরণশিল্প বা প্রদর্শন শিল্প। যা লোকসংস্কৃতির একাধিক বর্গের এক সংমিশ্রিত রূপ। লোকঅভিকরণশিল্পের বিভিন্ন ধারা যথা লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকনাট্যের অভিনব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। লোকঅভিকরণশিল্পের এক প্রাচীন নমুনা হল পুতুলনাচ। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এই বিনোদন মাধ্যমটি প্রচলিত থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এর উৎপত্তি ঘটে।

পুতুল তথা পুতুলনাচের সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস সংস্কার। প্রাচীনকালে মানুষ হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, বন্যা প্রকৃতির এই সকল ধ্বংসাত্মক রূপ দেখে ভয় পেত কিন্তু এগুলি প্রতিহত করার অন্য কোন উপায় না পেয়ে তারা দেবতাকে তুষ্ট করতে চাইত। দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য মানুষ পুতুলকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করত, তারা বিশ্বাস করত এইসব প্রতীকরূপী পুতুলের মধ্যে আত্মা থেকে যায়, এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস সংস্কারের মধ্যেই যে পুতুলনাচের উৎস লুকিয়ে আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষে চার প্রকারের পুতুলনাচ প্রচলিত আছে। তারের পুতুল, দণ্ড পুতুল, দস্তানা পুতুল, ছায়া পুতুল। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম তিন প্রকার পুতুলনাচবেশি প্রচলিত তবে বর্তমানে ছায়া পুতুলের প্রচলন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তারের পুতুলের ইতিহাস শুরু হয় আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে। অবিভক্ত বাংলার বগুড়া ও রাজশাহীজেলায় একটি মেলাতে রাজস্থানের তারের পুতুলের দল আসে, রাজস্থানে এই পুতুল কাঠপুতলি নামে পরিচিত। এই পুতুল নাচে মুগ্ধ হয়ে ওই অঞ্চলের মানুষ এই পুতুল নাচ শিখে নেন এবং ওই অঞ্চলের আশেপাশে তারের পুতুল নাচের দল গড়ে ওঠে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে দেশবিভাগের ফলে ঐ সকল পুতুলনাচের শিল্পীরা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার অন্তর্গত হাঁসখালিব্লকে চলে আসেন এবং তাদের পূর্বের জীবিকা পুতুল নাচকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে তারের পুতুলনাচের প্রচলন হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত পুতুলনাচের আর এক প্রাচীন ধারা হল দণ্ড পুতুল। দণ্ড পুতুলের সূচনা হয় আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মন্দিরবাজার থানার বাঙ্গাবাড়িয়া গ্রামে উদ্ধবব্যাপারী নামে এক ব্যক্তি এই ধারার পুতুল নাচের প্রচলন করেন। মনের এক খেয়ালবশত তিনি খড়দিয়ে পুতুল তৈরি করে স্থানীয় বৃন্দাবন তলার মাঠে অনুষ্ঠিত গোপাল অষ্টমীর

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

মেলাতে পুতুল নাচাতে থাকেন। নানা অঙ্গভঙ্গিতে বিচিত্র ধরনের পুতুল নাচিয়ে তিনি প্রশংসা লাভ করেন। এই ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে স্থানীয় গোবিন্দ আজলদার নামক ব্যক্তি ঢোল, সানাই সহযোগে পুতুল নাচের প্রচলন করেন। পরবর্তীতে তিনি এবং উদ্ধবব্যাপারী ও স্থানীয় কয়েকজনমিলে হালকা কাঠ দিয়ে কাঠের পুতুল তৈরি করে পুতুলের সঙ্গে লাঠি লাগিয়ে নাচানোর ব্যবস্থা করেন। এরপর পুতুল নাচের দল তৈরি হয়। পরবর্তীতে এই অঞ্চলে আরো অনেকগুলি পুতুল নাচের দল তৈরি হয়, তারা দক্ষিণ ২৪ পরগনার আশেপাশের বিভিন্ন জেলাতে ছড়িয়েপরে। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, বর্তমানে এই পুতুল নাচের প্রচলন আছে। দস্তানা পুতুলের প্রচলন হয় পূর্ব মেদিনীপুরের পদ্মতামলী গ্রামে। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ছায়া পুতুলের প্রচলন করেন কলকাতার বালিগঞ্জসার্কুলার রোড নিবাসী রঘুনাথ গোস্বামী। শুভাশিস সেন তাঁর কাছ থেকে ওই ধারার পুতুল নাচ শিখে নেন এবং তালবেতাল নামে একটি দল তৈরি করেন। বর্তমানে তাঁর ছাত্র প্রবীর সিনহা এই ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতাতে এই ধারার পুতুল নাচের প্রচলন ঘটেছে। এই গবেষণাপত্রে “পুতুলনাচের উদ্ভব ইতিহাস” বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

## সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে লোকজীবন ও সংস্কৃতি

প্রসেনজিৎ রায়

এম.এ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

### সংক্ষিপ্তসার

বাংলা সাহিত্যে সাধন চট্টোপাধ্যায় এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে ছোটগল্পগুলি যেন তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সাহিত্য রচনায় তিনি কখনই নিজেকে একটি বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। প্রতিনিয়ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে এগিয়ে গিয়েছেন। আর তার ফলে নতুন নতুন বিষয় তাঁর রচনায় উঠে এসেছে। লোকজীবন ও সংস্কৃতি চর্চা তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম বিষয়। প্রিন্টমিডিয়ার যুগে আমাদের দৃষ্টি কেবলই উপরের দিকে, নীচে তাকাবার ফুরসত নেই। গাছ মাটির উপরে থাকলেও তার শিকড় মাটির নীচে থাকে। শিকড়ের সজীবতাই গাছে আনে উজ্জ্বলতা। সাহিত্যিকেরা তো এক অর্থে দ্রষ্টা, যার কারণে একই বিষয়ের মধ্যে বিভিন্নতাকে দেখতে পান। সাধন চট্টোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। তিনি আলিপুরদুয়ার থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন, দেখেছেন সেখানকার লোকজীবন চর্চা ও চর্যাকে। শুধু লোকজীবনের বৃত্তান্ত নয়, সামাজিক- অর্থনৈতিক- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেই জীবন কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে সেই সূক্ষ্ম দিক গুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেমন ‘ঢোল সমুদ্র’, ‘মেহগনি’, ‘অতিক্রমণ’ ইত্যাদি গল্পগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের জীবনে মিথ কীভাবে মিশে রয়েছে, আবার জীবন কীভাবে মিথে পরিণত হয়ে যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে।

**সূচক শব্দঃ** সাধন চট্টোপাধ্যায়, লোকজীবন, সংস্কৃতি, সময়।

## **Searching the lost traces of Culture and Identity of Manipur through a local Folktale, Mera Wayungba**

**Puspa Thounaojam**

**M. Phil in University of Hyderabad**

This paper is all about the geographical, political, cultural, religion, identity and language of the people of Manipur. The paper aims to explore the lost traces of culture and identity of Manipur through a local folktale: Mera Wayungba. The motif of this folktale is all about the brotherhood between the Meeteis and other communities dwelling in Manipur. This study uses qualitative method and the data is gathered from books and older persons who performed Mera Wayungba at their homes to provide a more complete grasp of the research. Content analysis is used to analyze the data. The people residing in the plain area erect a bamboo pole and the people residing in the hills make wildfire to notice their well-being. With the passage of time and the coming of other religion in Manipur, Mera Wayungba has lost its tradition. Language starts variant day by day which makes confusion to the modern scholars and learners into a dilemma in finding the authenticity regarding the history of these people which are grouped later into Naga, Kuki and Meetei. Today these groups even start claiming their own land and want to stay separately from other groups which once thought as brothers and sisters. And the story of Mera Wayungba becomes a story of the past. No more the youngsters remember other tribes as their brothers and start forgetting the relationship of brotherhood. No more bamboo poles and wildfire are made. Only the story remains as a folktale among the folks. However, a few people are still installing bamboo poles at their houses and at kangla in the hopes of reuniting those who were once one.

**Keywords:** culture, identity, folktale, Mera Wayungba, brotherhood.

## বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের কিংবদন্তি: একটি সমীক্ষা

সৈয়দ মহঃ সাবির আলি, ছাত্র, বি. এ. (অনার্স)

বাংলা বিভাগ, ইন্দাস মহাবিদ্যালয়

বহু কাল ধরে লোকের মুখে মুখে যে সব ঘটনা বা কাহিনি শুনে এসেছি তাকে এক কথায় বলে লোককথা। আর এই লোককথাকে কেন্দ্র করে আমাদের জনজীবনে যেসব বিশ্বাস অর্থাৎ রীতি-উৎসব-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তাকে বলে লোকঐতিহ্য। ড. মানস মজুমদার লোকঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন- "লোকঐতিহ্যের আলোচনায় 'লোক' শব্দে কোনো একজন ব্যক্তি বিশেষকে বোঝায় না; বোঝায় সমাজবদ্ধ বেশ কিছু সংখ্যক মানুষকে। ব্যক্তি যেখানে সমাজের অনুগত, একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল। বিশেষ ভৌগোলিক অর্থনৈতিক সংস্কৃতিক ঐক্যসূত্রে যে-সমাজ সংহত। জীবনচরণে সমাজ-নির্দিষ্ট রীতিপদ্ধতি অনুসৃত। 'লোক' শব্দে তাই বুঝব যৌথ জীবনাদর্শ ও জীবন-ভাবনার প্রতিনিধিকে। 'ঐতিহ্য' শব্দটি ইংরেজি 'Tradition' শব্দের প্রতিশব্দ রূপেই এখানে ব্যবহৃত। 'Tradition' ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- "handing down from generation to generation of opinions, beliefs, customs, etc."; অর্থাৎ প্রজন্ম-পরম্পরায় ধারণা, বিশ্বাস, প্রথা ইত্যাদি হস্তান্তর। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, জীবনচর্যায় হস্তান্তর। 'লোকঐতিহ্য' বলতে তা হলে লোকসমাজে পুরুষ-পরম্পরায় প্রচলিত লোকজীবনচর্যায় ধারণাটিকে গণ্য করা যেতে পারে।'

প্রাকৃতিক বৈচিত্রে ভরা বাঁকুড়ার অন্যতম একটি স্থান হল ইন্দাস অঞ্চল। এই ইন্দাস অঞ্চলে প্রচলিত বেশ কিছু লোকঐতিহ্য রয়েছে যা ইন্দাসের জনজীবনে এক বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। তার মধ্যে থেকে বিশেষ লোকঐতিহ্য কেন্দ্রিক এলাকাকে নিয়ে আলোচনা করবো---

### অ. ইন্দাস-

ক. বাঁকুড়া রায়- 'বাঁকুড়া রায়' হলেন ইন্দাসের গুরুত্বপূর্ণ এক দেবতা। শোনা যায় ইন্দাসের হরিপুরে 'ফুল কুমারী' নামে এক বুড়ি বাস করতেন। তার পেশা ছিল চিঁড়ে ফেরি করা। একদিন লোদনার কাছে ফেরি ব্যবসা করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে 'উদয় সরোবর'-এর এক নিমতলায় বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় এক অপরূপ সুন্দর বাচ্ছা-ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ছেলেটি নাকি বুড়ির সঙ্গে তার বাড়ি যেতে চান। তারপর বুড়ি ছেলেটির অপরূপ সৌন্দর্যের কারণে আস্তে আস্তে অবচেতন হয়ে পড়ে বা ঘুমিয়ে পড়ে। চেতনা হবার পর বুড়ি ঐ বালককে দেখতে না পেয়ে, বুঝতে পেরে বলে- 'দেখা



শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

একবার দয়াল ঠাকুর।' তারপর দৈববাণীর শুনতে পায় বুড়ি "আমি দেবাদিদেব, আমি ব্রহ্মা, আমি রুদ্র, আমি নারায়ণ, অনাদি অব্যয়।

এই নিয়ে প্রচলিত বাঁকুড়া রায়ের দৈববাণী শোনা যায়- "থাকিতে বাসনা মোর আমি যে কারণে দেখা দিনু তোরে আজই নরদেহ ধরে, নিয়ে চল আমারে বুড়ি তোর ইন্দাস হরিপুর গ্রামে। গ্রামবাসীদের নিয়ে আমায় পূজা দে, মেঘ বলিদানে, শোড়শপচারে, তবেই আমি 'উদয় সায়রে' দেখা দিব তোরে।" তারপর রীতি মতো দৈববাণী অনুযায়ী বুড়ি গ্রামবাসীদের নিয়ে পূজা ও বলি দেয়। এবং ঠাকুরের কথা মতো বুড়ি উদয় সরোবরে ডুব দেয় তারই সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া রায় বুড়ির মাথায় সোনারমুকুট পরে আবির্ভাব হয়ে চলে আসে ইন্দাস হরিপুরে।

বর্তমানে বাঁকুড়া রায়ের পূজা হয় বেশ জাকজমক করে। এবং এই পূজাকে কেন্দ্র করে পাঁচ-ছয় দিন যাবৎ গড়ে ওঠে এক বিশাল সাংস্কৃতিক মেলা। বর্তমানে গ্রামবাসীর কাছে বাঁকুড়া রায় অতি স্নেহের ও জনপ্রিয় দেবতা।

**খ. সত্যপীর বাবা -** এছাড়াও ইন্দাসে রয়েছে অতি জাগ্রত সত্যপীর বাবার মাজার। শোনা যায় এক বিখ্যাত মুসলিম ওলি পীরবাবা পর্দা(স্ব-ইচ্ছায় পরলোক গমন করা)নেওয়ার পর ইন্দাসের কেন্দ্রে আবির্ভাব হয় সত্যপীরের মাজার। এলাকার হিন্দু-মুসলিম সকলেই এনাকে খুব মানে। সকলেই সকলের খারাপ সময় কিংবা ভালো সময়ে পীরবাবার কাছে মান্নত করে। এখানে মান্নত করলে নাকি পীরবাবা তা পূরণ করে দেয়। তাই এলাকার মানুষ ভক্তি করে সব সময়ই এখানে সিন্ধি দেয়।

**গ. এছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু প্রচলিত দেবতা** হুমুনমানজীর মন্দির, গন্ধেশ্বরী দেবতা, মহামায়া দেবী, নন্দীপাড়ার শিব ইত্যাদি।

**আ. করিশুভা-**

ইন্দাস থানার অন্যতম এক পবিত্র স্থান করিশুভা। শোনা যায় নাকি গ্রামটিতে খুব ক্ষমতা সম্পন্ন জাগ্রত পীরের বাস। তাই গ্রামটিতে রোগ-জ্বলা, অপদ-বিপদ খুব কম হয়। তাঁরই নাকি গ্রামটিকে রক্ষা করেন। তার মধ্যে অন্যতম হজরত হোসেন কেরমানী বাবা,সৈয়দ কবির রহমত উল্লাহ,সৈয়দ সামসুল হোদ ও আল হাফিজ রহমত উল্লাহ ইত্যাদি।

**ক. হজরত হোসেন কেরমানী রহমত উল্লাহর মাজার:-** করিশুভা গ্রামের আদি পীর হলেন হজরত হোসেন কেরমানী রহমত উল্লাহ। আজ থেকে কয়েক শো বছর আগে ইরানের কেরমানী শহর থেকে করিশুভায় পীরের আগমন।

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

শোনা যায় এই পীর ছিলেন জাগ্রত ও বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন হৃদয়বান এক গুলি। তাঁর পর্দা নেওয়ায় পর(মৃত্যুর পর) কবরকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে মাজার। বর্তমানে এই পীরকে কেন্দ্র করে ৭-ই ফাল্গুন তাঁর দশমতম বংশধর সৈয়দ রুহুল আমিনের তত্ত্ববোধনে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ জলসা-উৎসব।

তথ্য সূত্র-

১. 'ইন্দাসের ইতিকথা' -শ্রী ভবেশ চন্দ্র সিংহ। পৃষ্ঠা নম্বর ১০।

## বর্ধমানের কৃষি প্রযুক্তিঃ বঙ্গীয় কৃষি-সংস্কৃতির চালচলন

সেখ আসাদ আলি

পি. এইচ. ডি. গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

### সংক্ষিপ্তসারঃ

‘সংস্কৃতি’ কথাটা মনে এলেই স্বতঃসিদ্ধ ভঙ্গীতে যেন এসে যায়, সংস্কৃতি হল মূলত সংগীত, প্রবাদ প্রবচন, লৌকিক ছড়া, ভাস্কর্য শিল্প, ধর্মীয় আচার-আচরণ ইত্যাদির চর্চা। খুব কম ক্ষেত্রেই চাষবাস সংক্রান্ত বিষয়টাকে সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। এমনকি ইংরাজি ‘কালচার’ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তো ‘কৃষ্টি’ শব্দটির ব্যবহারের বিপক্ষ মত পোষণ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল ‘কৃষ্টি’ শব্দটির মধ্যে যেহেতু চাষের অনুষ্ণ আছে সেই জন্য কালচারের প্রতিশব্দ ‘সংস্কৃতি’ হওয়া বাঞ্ছনীয়; ‘কৃষ্টি’ নয়। এই ভাবনায় জারিত বঙ্গীয় সংস্কৃতি চর্চাকারীগণ সেইজন্য ‘চাষ’ সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে ঠিক সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে অঙ্গীভূত মনে করেন না। যদিও ‘কালচারাল স্টাডিজ’ বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে চাষ সম্পর্কিত চর্চাই প্রধান ক্ষেত্র হওয়া দরকার ছিল। কারণ কালচার শব্দের মূলে যে ‘কাল্ট’ তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল ‘চাষ’। এই কথাটিকে মাথায় রেখে বর্তমান আলোচনা ‘চাষ’ সম্পর্কিত একটি বিষয়কে চয়ন করেছে। বিষয়টি হল বর্ধমানকেন্দ্রিক বঙ্গীয় কৃষি প্রযুক্তির আলোচনা। যার শিরোনাম, ‘বর্ধমানের কৃষি প্রযুক্তিঃ বঙ্গীয় কৃষি-সংস্কৃতির চালচলন’। শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট, এই আলোচনা একটি গ্রামকেন্দ্রিক ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা। আমরা ‘মাইক্রো স্টাডি’র ধারা মেনে একটি ক্ষুদ্র একককে বেছে নিয়েছি। কারণ কোন সংস্কৃতিকে অনুপুঞ্জভাবে জানতে তার একটি ক্ষুদ্র একক বেছে নেওয়া জরুরী। বেছে নিলে, উক্ত সংস্কৃতির জটিল বিন্যাস সহজেই ধরা পড়ে। সামাজিক ‘প্রাত্যহিকতা’ বা যেটাকে ‘এভরিডে সোসিওলজি’ বলে তার জটিল বিন্যাস জানতে ‘মাইক্রো স্টাডি’ ছাড়া অন্য উপায় ততটা কার্যকরী নয়। এই জন্য আমরা দেখে নেব, আমাদের অধীতব্য একটি গ্রাম- ‘বেলগ্রামের’ কৃষি প্রযুক্তির রূপরেখাটিকে। গ্রামটি বর্ধমান শহর থেকে জি টি রোড বরাবর নয় কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এখানে কি কি কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত এবং এখন কি কি ব্যবহৃত হয় তা জানার চেষ্টা করবো। কোন কারণে কিছু বিশেষ যন্ত্রপাতির ব্যবহারলুপ্তি ঘটেছে তাও আলোচিত হবে। কোন ধরনের জোতে কি ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার আছে তা জেনে নেবো। আলোচিত যন্ত্রপাতিগুলি যারা ব্যবহার করে তাদের কাছে যন্ত্রপাতিগুলি কি ধরনের সাংকেতিক সামাজিক মর্যাদা বহন করে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ প্রতিটা কৃষি যন্ত্রপাতির একটা সাংকেতিক মূল্য আছে; যা যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

জ্যোতমালিকের সামাজিক মর্যাদার সংকেত দেয়। কোন সমাজমানসিকতার নিরিখে সংকেতগুলি কার্যকরী থাকে তা দেখাই হবে বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। আসলে এগুলি যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে গ্রামীণ বর্ধমানের কৃষি সংস্কৃতির চালচিত্রটি জানা সহজ হবে।

## পশ্চিমবঙ্গের পরম্পরাগত খাদ্য তালিকায় পুষ্পের স্থান ও গুরুত্ব

সোমাত্রী সরকার

পিএইচ. ডি. গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গের পরম্পরাগত খাদ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে নানা রকম ফুল। ফুলগুলো শুধুমাত্র স্বাদের জন্য খাওয়া হয় না। খাদ্য হিসাবে যে সব ফুল আমরা খেয়ে থাকি তার নানা রকম পুষ্টি গুণ রয়েছে এবং নানা রকম রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও আছে। ঋতুর বৈচিত্র্য আনুযায়ী নানা রকম ফুল পশ্চিমবঙ্গবাসীর পাতে ওঠে। কিছু ফুল আমরা সরাসরি খাই, যেমন- কুমড়ো ফুল, বক ফুল। আবার কিছু ফুল আমরা পরোক্ষভাবে খাই, যেমন- শাপলা, পেঁয়াজকলি। বিভিন্ন রকম ফুল কিন্তু নানা ভাবে খাওয়া হয়ে থাকে, যেমন- ভেজে, তরকারি করে। এছাড়াও কিছু ফুল মশলা হিসাবে খাওয়া হয়, যেমন- লবঙ্গ। আবার এমন কিছু ফুল আছে যেগুলো কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলেই খাওয়া হয়, যেমন- পাহাড়ী অঞ্চলে নাগিমা ফুল, পুরুলিয়া জেলায় মছয়া ফুল। এমন কিছু ফুল আছে, যেমন- পেঁপেফুল, গাঁদাফুল ইত্যাদি যা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষভাবে খাওয়ার প্রচলন না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে খাওয়ার প্রচলন আছে। আশা করা যায় পরবর্তী কালে এইসব ফুলগুলোও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

এই প্রবন্ধে এই বিষয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে।

## লৌকিক মনসা গাছ পূজার উৎস সন্ধান

সৃজন দে সরকার

বাংলা ও শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

### সারসংক্ষেপ-

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চায় অপরিহার্য বিষয় হিসেবে মঙ্গলকাব্যের ধারাটি আলোচিত হয়ে আসছে। সেই সূত্রে মনসামঙ্গল কাব্যের নানা কবির রচনামণ্ডলী, কাহিনি পরিগ্রহণের বিশেষত্ব, তৎকালীন অর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। এমত, আলোচনার পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যের ধারাটির সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠার একটি পরিশীলিত ক্ষেত্রে নির্মিত হয়েছে। যা, সামগ্রিকভাবেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে নিজেকে প্রকাশিত করেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের এই ধারাটিকে চিনে নিতে- মনসা বৃক্ষ ‘মুহী’ পূজার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস ও প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রের পরিধি নির্ভরশীল লোক-ঐতিহ্যের উৎস সন্ধান’ আলোচ্য প্রবন্ধে করতে চাওয়া হয়েছে। সেখানে, শুধু মনসা বৃক্ষের পূজাকে কেন্দ্র করে জনসমাজে একটি প্রগতিশীল মননের পরিচয় যেমন উদ্ভাসিত হয়। তেমনই, মনসা বৃক্ষ পূজার মধ্যে দিয়ে সেই বৃক্ষের একটি বৈজ্ঞানিক ও আয়ুর্বেদিক ব্যবহারজাত উৎসের দিকেও সন্ধান করতে চাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গসূত্রে যেটি, মনসামঙ্গল কাহিনির প্রমুখিত বিষয় হিসেবে থেকেছে লোকসংস্কৃতিতে। আবহমানকাল ধরে বাংলার সমাজ ও বিশেষ জনপরিসর নির্ভর হয়ে এই ‘মুহী’ পূজা মর্যাদা পেয়ে এসেছে।

এভাবেই, একটি বৃক্ষ পূজাকে কেন্দ্র করে- সামগ্রিক অর্থে মনসামঙ্গলের একটি ভিন্নতর অভিমুখ যেমন সন্ধান করা যায়। তেমনই, সেই নির্দিষ্ট বৃক্ষ পূজার উদ্দেশ্যগত অভিমুখটিকে বুঝে- মঙ্গলকাব্যের একটি নবতম লোকসাংস্কৃতিক পাঠের সুলুক সন্ধান করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধ সেই ‘মুহী’ বৃক্ষ-পূজার ক্ষেত্রটিকে বিবেচনা করবার মধ্যে দিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের বিশ্লেষণী উভমুখী উদ্দেশ্যকে প্রকাশের প্রতি ব্রতী হয়েছে।

### মূল প্রবন্ধ-

বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাসে মানুষের জীবনচর্চা ও চর্যার সাথে সম্পর্কিত বিষয় দেবভাবনা। আধুনিকযুগে দাঁড়িয়েও তাঁকে অস্বীকার করা যায় না, তাই তার উৎস ভূমির সন্ধানে ব্রতী তান্ত্রিকেরা। সমাজের উর্বরক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবীদের

শিকড়ের সন্ধান: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

কল্পনা নৃগোষ্ঠীনির্ভর মানবসভ্যতার যাত্রাপথ জুড়ে, সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন্যান্য বিষয়ও।

বাংলাদেশের পৌরাণিক ও লৌকিক স্তরে নানা দেবভাবনার পরিচয় মেলে, যা এ-গ্রন্থে নবমাত্রায় আলোচিত হয়েছে। সে প্রসঙ্গে সর্পদেবভাবনার (Serpent Worship) বঙ্গীয়-রূপ মনসা। ১৪-১৫শতক থেকে মনসাকেন্দ্রিক মঙ্গলগানের ধারা বেগবান হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ-অসমীয়া এবং পূর্ববঙ্গে। আমাদের আলোচনা সেদিকে নয়, বরং বাংলার তথা ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে মনসাগাছ রূপে ‘সিজ’ বা ‘মুহী’কে (*euphorbia neriifolia linn*) পূজা প্রচলনের সম্পর্কে আয়ুর্বেদিক ব্যাখ্যা ও বৈজ্ঞানিক বিবরণ পর্যালোচনায়- তার স্বরূপ ও উৎসের সন্ধান।

ভারতে সুপ্রাচীনকাল হতে বৃক্ষপূজার (Tree Worship) সাধারণ চরিত্রটি এডওয়ার্ড উল্লেখ করেছেন,

‘...arises in the first place from the widespread primitive belief that trees have souls of their own like men, that they feel injuries done to them, that the souls of the dead something’s animate them, and that the tree is the home of a tree sprite, which gives rain and sunshine, causes crops to grow, makes herds multiply, and blesses women with offspring.’<sup>১</sup>

এখানে বৃক্ষপূজার স্বচ্ছ ধারণা মেলে। এরপাশেই বাংলাদেশে বৃক্ষপূজার তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন ডঃপীযুষকান্তি মহাপাত্র। সেগুলি- বৃক্ষের প্রতীকপূজা, পবিত্র বৃক্ষকে সরাসরি পূজা, কোন পবিত্র স্থানে নির্দিষ্ট বৃক্ষ রোপণে তার পূজা করা।<sup>২</sup> এই তিনটি বিশিষ্টের সঙ্গেই বহুদেবতার জন্য একটি বৃক্ষ কিংবা এর বিপরীত অবস্থাটিও দেখা যায়। ডঃমহাপাত্র আরও জানিয়েছেন,

‘We see the developed idea of animistic theory of nature when the tree itself is worshiped with all ritualistic details as a deity.’<sup>৩</sup>

স্বরূপত, বাংলাদেশের বৃক্ষপূজা ও সেই সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর বিষয়টি আলোচিত হলেও তার বহুউৎসজাত আয়ুর্বেদিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সমন্বিত আলোচনা অপ্রতুল।

মনসাগাছ প্রসঙ্গে যাবার আগে মনসা দেবীর সঙ্গে সেই গাছের সম্পর্ক ও তার প্রাচীনতা কিছুটা আন্দাজ করা যায়। দেবী হিসেবে মনসার স্বপ্রকাশ দশম-একাদশ শতক। যদিও এর আগে স্বনামে না হলেও চরিত্রগত বিচারে মনসার কথা মেলে ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ ও মহাভারতে<sup>৪</sup> এবং পদ্মপুরাণ, দেবীপুরাণ থেকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। সেইসঙ্গে নবম থেকে ষোড়শ শতক অবধি দীর্ঘ কালপর্বে অসংখ্য মনসার মূর্তি (পাথর, ব্রোঞ্জ মিলিয়ে) আবিষ্কৃত হয়েছে। ডঃ মকম্মল ভূঁইয়া তাঁর লেখায় মঙ্গলকোট থেকে প্রাপ্ত মূর্তির উল্লেখ করে সময়টি পিছিয়ে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে নিয়েছেন।<sup>৫</sup> এহেন, দেবীকে লোকায়ত

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

জীবনে পূজা করা হয় সিজ'গাছে। মহেঞ্জদারোতে প্রাপ্ত একটি পাত্রের ওপর অঙ্কিত চিত্রের নিরিখে ডঃপ্রদ্যোতকুমার মাইতি যে মন্তব্য,

‘On one side, there is a kneeling figure holding some object in hands and a tree. On the other side, there are a snake reclining on a low platform or dais, a tree and two pictographic signs.’<sup>৬</sup>

এটিকেই উনি সর্প ও বৃক্ষপূজার প্রাচীন নিদর্শন বলেছেন। ভারতবর্ষের অন্যত্র, দাক্ষিণাত্যে অশ্ববৃক্ষের সাথে সাপের সম্পর্ক কিংবা আসামের বোড়ো নামক ইন্দোমোগলীয় জাতির একটি শাখার মানুষ ‘বাঘন’ ও ‘বুড়ীমা’ নামের দেবতাকে সিজবৃক্ষ দিয়ে পূজা করে।<sup>৭</sup> আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন,

‘জীবিত সর্পের পূজার পরবর্তী অবস্থাই বিশেষ কোন বৃক্ষকে সর্পাধিষ্ঠিত বিবেচনা করিয়া সেই বৃক্ষের পূজা।... কারণ, উভয়ই উর্বরতাশক্তির প্রতীক।’<sup>৮</sup>

সর্বভারতীয় স্তরে মনসাসিজের যে নামভেদগুলি তা উল্লিখিত হল<sup>৯</sup>-

সংস্কৃত	সুহী, ভাজরা, ভিজরী, পত্রস্নুক, উপভিশা, সাভাসানা
হিন্দি	সেহুদ বা মেহুগু, সিজ, পাত্তন কি সিড, থুহুড
তেলেগু	আকুজিমুডু
ইংরেজি	Common Milk Hedge
আরবি	দুঁহি মিংগুটা
কন্নড	এলিকাল্লি, মুরং কানিনা কাল্লি
মহারাষ্ট্র	নিবদুঙ্গ, কাংটে নিবদুঙ্গ, ফনীচেং নিবদুঙ্গ, বিকাংডী
গুজরাটি	বুনগারা থোড়, থোড়ডাং ডলিয়ো কটালী
তামিল	লাই-ক-কাল্লি
মালায়ালাম	কাল্লি, কাইকাল্লি
বাংলা	মনসাসিজ, পত্রসিজ, হিজ-দাওম

অর্থাৎ, স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি গাছটির সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক অবস্থান। মনসা যেমন লৌকিক দেবী থেকে পৌরাণিক দেবী হয়ে উঠেছিলেন, যাতে মঙ্গলকাব্যের অন্যতম দেবীর স্বীকৃতি মেলে। সেইসঙ্গে পূজার উপাদান হিসেবে



শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

সিজগাছেরও গুরুত্ব লোকায়ত জীবনের থেকেই উঠে আসা। যার দুটি কারণ ডঃমাইতি নির্দেশ করেন, যেখানে ভারতবাসীর কাছে গাছটির একটি সহজাত (intrinsic) পবিত্র (sanctity) ধারণা আগে থেকেই ছিল অথবা গাছটি সাপেদের বসবাসের জন্য প্রিয় স্থান<sup>১০</sup>। এ দুটির সমান গুরুত্ব স্বত্বেও গাছটির একটি বাড়তি চিকিৎসাগত দিককে পরে উল্লেখ করা যাবে। যেখানে তার থেকে নানা উপশমের বিষয়টি উল্লিখিত হবে। প্রচ্ছন্নভাবে হয়তো সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ও বাৎসরিকপূজার অংশ হয়ে গাছটি চিকিৎসাকেন্দ্রিক কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সেবিষয়ে যাবার আগে গাছটির উদ্ভিদবিজ্ঞানে অবস্থানটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়<sup>১১</sup>-

Scientific Name	<i>euphorbia neriifolia linn</i>
Family	Euphorbiaceae
Sub Family	Eurphorbioideae
Kingdom	Plantae
Sub kingdom	Tracheobionta (Vascular Plants)
Division	Magnoliophyta (Flowering Plants)
Super Division	Spermatophyta (Seed Plants)
Tribe	Euphorbieae
Class	Magnoliopsida (Dicotyledens)
Sub Class	Rosidae
Common Names	<i>ligularia</i> Rumph, 5-tuberclad spurge, Hedge Euphorbia, Indian world wide Spurge Tree, Milk Spurge, Oleander Leafed Spurge, Euphorbia <i>ligularia</i> Roxb

উপরিউক্ত বিষয়ের বিস্তারনা না করে সরাসরি গাছটির স্বচরিত্র, প্রাচীন আয়ুর্বেদিকগুণের উল্লেখ এবং উপকারিতার দিকটি আলোচনা করা যায়।

বলা যায় আন্তর্জাতিক ধর্মীয় বিশ্বকোষে মনসার দেবী হিসেবে উল্লেখ মিললেও তাঁর পূজার অঙ্গ হিসেবে সিজ, স্নুহীর দেখা মেলে না<sup>১২</sup>। কারণ হিসেবে, আঞ্চলিক স্তরে প্রচলিত পূজা পদ্ধতির উল্লেখ বৃহৎ পরিমণ্ডলে প্রাসঙ্গিকতা পায় না। কিন্তু, বিষয়টি কতখানি প্রাসঙ্গিক তার কিছু নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যের থেকে মেল। ডঃসুকুমার সেন উল্লেখ করেছিলেন ঋগ্বেদে ‘মনসা’র চরিত্রের পরিচায়ক ‘মায়ুরী’ ও তার সপ্ত ভগিনী বিষ তুলে নিচ্ছেন<sup>১৩</sup>। শ্লোকটি (১.১৯১.১৪)-

‘দ্রী সপ্ত ময়ূর্যঃ সপ্ত স্বসারো অগ্রং বঃ ।

তাস্তে বিষং বিজত্রির উদকং কুস্তিনীরিব ।।’

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

এমনই অসংখ্য উল্লেখ মেলে অথর্ববেদে। দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য উদ্ধার করেছেন এমন দুটি, যেখানে একটিতে ‘কিরাতকন্যা’ ও ‘কুমারী’ যারা মাটি খনন করে ভেষজ সংগ্রহ করছেন, আর একটিতে ‘ঘৃতাচী’ নামের এক কন্যা বিষের প্রতিকার সাধন করছেন<sup>৪৪</sup>। শ্লোক দুটি হল-

‘কৈরাতিকা কুমারিকা সকা খনতি ভেষজম্।

হিরণ্যায়ীভিরত্রিভিগিরীগামুপসানুষু।।’

এবং,

‘তৌদী নামাসি কন্যা ঘৃতাচী নাম বা অসি।

অধস্পদেন তে পরমা দদে বিষদূষণম্।।’

এমন নানা মন্ত্রের কথা মেলে এখানে যেখানে সর্প, সর্পবিষ ও তা থেকে প্রতিকার পাবার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই উল্লেখগুলির পাশেই সিজ গাছের সংস্কৃত নাম স্নুহীর উল্লেখ মিলেছে অথর্ববেদেই। শিবকালী ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন<sup>৪৫</sup>। সেটি হল (২২৭.১২.৩)-

‘স্নুহকৌ শ্বাত্রা পীতা ভবত যুয়মাপো অস্মাক মন্তুরদরে সুশেবাঃ।

তাং আস্মভ্যং অযস্মা অনমইবা অনাগমঃ স্বদন্তু।।’

মহীধর এই সুক্তটির ভাষ্য করেছেন, ‘স্নুহী এবং অর্ক, তোমাদের ক্ষীর পান করে আমাদের উদরের জলপাক স্থানে সুখ হোক। উদর রোগসমূহ থেকে আমাদের মালিন্য দূর করে দাও।’ প্রসঙ্গত, আয়ুর্বেদিক চর্চার সবচেয়ে বেশি উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে অথর্ববেদেই মেলে।

ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রচলন করেছিলেন ভরদ্বাজ মুনি, তিনি ইন্দ্রের কাছে তিনটি সূত্র লাভ করেন- হেতু সূত্র (রোগের কারণ), লিঙ্গ সূত্র (রোগের লক্ষণ) এবং ঔষধ সূত্র (চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য)<sup>৪৬</sup>। বৈদিক পরবর্তী সংহিতা ও সংগ্রহের সময়ে বেশ কিছু আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে মিলেছে স্নুহীর কথা। চরক ও সুশ্রুতের সংহিতাতে তো বটেই, ভবমিশ্রের ‘ভাবপ্রকাশ’-এ মিলেছে, যার সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, ‘প্রত্যক্ষভাবে সর্পবিষ না হইলেও অন্যান্য গুণের মধ্যে স্নুহীবৃক্ষের বিষনাশ করিবারও গুণ আছে...।’<sup>৪৭</sup>

সার্বিক বিচারে স্নুহী বা মনসাগাছের যে সকল রোগ প্রতিরোধের কথা মেলে, অর্থাৎ ‘ঔষধ সূত্র’ দেখা যায়, তা হল- রসবাত, প্রমেহ রোগ বা প্রস্রাবের আগে কিছু ক্ষরণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃপিং কাশি, একজিমা, অর্শ, আঁচিল দূরীকরণ,

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

বিক্ষিপ্ত টাক, বেতো চুল বা মোটা বাঁকা চুল দূরীকরণ, শিশুদের চোখে পিঁচুটি পড়া ইত্যাদি।<sup>১৮</sup> এছাড়া, সর্পের দংশন। যাতে সাপ কামড়ালে প্রথাগত চিকিৎসার করার আগে মনসার আঠা ১৫-২০ফোঁটা অল্প দুধে মিশিয়ে খাওয়ালে জ্বালাটা কমবে।

শিবকালী ভট্টাচার্য চমৎকারভাবে ‘মনসা’গাছের নামটি ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও তার আগে মহাভারতের কাহিনীতে (যদিও, এখানে ‘মনসা’ নামটি মেলে না, বরং জরৎকারুর পত্নী নির্বাচনে তাঁর শর্ত ছিল তাকেও স্বনামের হতে হবে, অর্থাৎ পরবর্তীতে ‘মনসা’ নামটি অর্বাচীন পুরাণে সংযোজিত হয়েছে) মনসার সঙ্গে তাঁর স্বামী জরৎকারুর কথা মেলে। তাঁর মতে, গাছের নাম হিসেবে নামটি কর্মবোধক, দ্রব্যবোধক নয়। কারণ, গাছটির ক্ষীর বা আঠা মনের মতই (মনসা শব্দটির অর্থ মনের তীব্র বাসনা বা কাম) দ্রুত গতিতে কাজ করে। এখানেই মনসা উপাখ্যানের সঙ্গে সংগতি দেখিয়েছেন তিনি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, ব্রহ্মার কাছে কশ্যপমুনি উপদেশ লাভে যখন তাঁর মন থেকে মনসাকে সৃষ্টি করেন। তখন উপদেশ মন্ত্রটিতে বলা হয়, ‘সর্পনামক বিষাক্ত সরীসৃপের অকস্মাৎ দংশনে মনের চেয়েও দ্রুতগতিতে জীবের প্রাণনাশ যাতে না হয় তার উপায় এবং সপরিষ দূর করার ঔষধসহ মন্ত্র বা বাক্-পদ্ধতি।’<sup>১৯</sup>

জরৎকারু মুনির তাঁর পত্নীর হবার প্রতিজ্ঞাগুলিতে একটি ছিল, মুনির ধ্যান ভঙ্গ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ পত্নীকে পরিত্যাগ করবেন। দু’জনের নামের মধ্যে অর্থ লুকিয়ে আছে। ‘মনসা’ দ্রুত প্রাণশক্তি সঞ্চয় করতে পারেন আর ‘জরৎকারু’ হলেন জরাজীর্ণ, কিন্তু দ্রুত সুন্দর করে তুলতে পারেন। তাঁর মন্ত্রবল মনসার অপেক্ষা বেশি। শিবকালীবাবু বলেছেন,

‘জীর্ণকে সুন্দর করার দক্ষতা মনসার ছিল না, তিনি শুধু প্রাণ দিতে পারতেন, ...আমি (মনসা) দ্রুত প্রাণসঞ্চয় করবো আর আমার স্বামী (জরৎকারু) তার নবরূপ গঠন করবেন। -সৌন্দর্য-সৃষ্টির সামর্থ্য হারালেই তৎক্ষণাৎ স্বামীকে পরিত্যাগ করবেন তিনি (মনসা); আর স্বামীও প্রতিজ্ঞা করলেন- প্রাণ-সঞ্চয় করতে না পারলেই তৎক্ষণাৎ পত্নীকে (মনসা) পরিত্যাগ করবেন।’<sup>২০</sup>

তিনি আরও বলবেন,

‘মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে প্রাণসঞ্চয় এবং তাকে জীর্ণতা থেকে মুক্ত ক’রে নূতন ক’রে সঞ্চিত করার শক্তিই মনসা ও তাঁর স্বামী জরৎকারু নামের মধ্যেই নিহিত।’<sup>২১</sup>

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের উল্লেখের দিকে আর একবার দৃষ্টি দিলে বুঝতে পারি, ঋগ্বেদে বিষ তুলে নেবার কথা বা অথর্ববেদের উল্লেখ ‘খনতি ভেষজম্’ বলে ভেষজ খনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শুষ্ক, পাথুরে বা কাঁকুড়ে মাটিতে জন্মানো এই গাছের মূল, পাতা ও কাণ্ড, তরুক্ষীর বা আঠাই ঔষধগুণ সম্পন্ন। এর প্রাপ্তিস্থান ডেকান

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

পেনিনসুলা, দক্ষিণ এশিয়ার শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভারত, ভুটান অঞ্চলে আর পূর্ব এশিয়াতে চিন ও ভিয়েতনাম। অর্থাৎ এটি গ্রীষ্মপ্রধান ক্রান্তীয় অঞ্চলের গাছ<sup>২২</sup>।

গাছটির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য হল ছোট গুল্ম-জাতীয়, উচ্চতা ১০ থেকে ২০ফুট, হলুদাভ সবুজ ফুল হয়ে থাকে, কাণ্ড ও পাতাতে কাঁটা থাকে, পাতার দৈর্ঘ্য ৬ থেকে ১২ সেন্টিমিটার, সবুজ ফল তার গায়ে গুটি থাকে, বীজ সর্বের বীজের মতো হয়<sup>২৩</sup>। ডঃমাইতি এই গাছের নাম উল্লেখ পেয়েছেন বাংলার বিপ্রদাস পিপলাই ও আসামের কবি মানকরের লিখিত মঙ্গলকাব্যে<sup>২৪</sup>।

সবশেষে, আমরা লোকায়ত জীবনে ‘অরন্ধন পূজা’ বা ‘মনসা পূজা’তে (ভাদ্র সংক্রান্তি) এই সিজ গাছ পূজার নিদর্শনটি আলোচনা করে দেখতে পারি। একটি সমীক্ষায় জেনেছি, এই পূজায় সংক্রান্তির আগের দিন রাতে নানা ব্যাঞ্জন রন্ধন করে রাখা হয়। যেমন- ভাত, কচুর শাক, মুসুরির ডাল, চালতা দিয়ে শুকনো করে খেসারীর ডাল, একটি রুই মাছ ভাঁজা, ইলিশ মাছ, রুই মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের মালাইকারী, ফেরকম ভাজা (উচ্ছে, আলু, পটল, কুমড়া, বেগুন) এবং চালের পায়েস। পরদিন বাড়িতে উনুন বা রন্ধনের প্রয়োজনে আগুন জ্বলে না, বরং উনুনে একটি মনসা গাছের ডাল রেখে পূজা শুরু হয়। তারপর, বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মনসা গাছের থেকে একটি অংশ বা ছোট টবে গাছটি এনে তাকে ভোগ হিসেবে ব্যাঞ্জনগুলি অর্পণ করে পূজা দেওয়া হয়, সঙ্গে থাকে দুধ ও কলা। কোন কোন বাড়িতে মনসার চালি, ঘট, করপ্তী বা পট, ছবির সামনে মনসাগাছকে রেখে পূজা দেওয়া হয়। ডঃমাধুরী সরকার জানিয়েছেন,

“সর্পপ্রধাণ গ্রামাঞ্চলে এই পূজার ব্যাপক প্রচলন। এই ব্রত সাধারণত অব্রাহ্মণদের মধ্যেই প্রচলিত।

তবে আর এক প্রকার অরন্ধন কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যায়- যাকে ‘ইচ্ছা অরন্ধন’। ভাদ্র মাসের যে- কোন দিনেই এটি মানা হয়। তবে সেটিও মনসা দেবীরই পূজো।”<sup>২৫</sup>

অতএব, সমগ্র আলোচনায় যে মূল অভিযুক্তটি বর্তমান ছিল, তা মনসাগাছ পূজার একটি পৌরাণিক, লৌকিক, আয়ুর্বেদিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যার সন্ধান। সেখানে বৈদিক সাহিত্যের থেকে এর চরিত্রের সন্ধান যেমন আমরা পেলাম তেমনি, মঙ্গলগানের জনপ্রিয় ধারার ভিতর দিয়ে জায়মান সংস্কৃতির বাহক মনসাগাছের ঔষধি ও পূজাকেন্দ্রিক উপস্থিতি স্পষ্টত বর্ণনা করা গেল। সঙ্গেই লাগোয়া কিছু প্রশ্নের দিকেও ইশারা করা গেল, যেখানে ভারতের আবহাওয়ার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত না হয়েও, প্রাচীন উল্লেখে স্বমহিমায় স্নুহী নিজ স্থান করে নিয়েছে। তেমনি, মনসার সঙ্গে সর্পকেন্দ্রিক লোকায়ত (পুরাণে এমত উল্লেখ থাকলেও তা সমৃদ্ধ হয়েছে লোকায়ত জীবন থেকেই) ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে নানা ঔষধিগুণের সম্পর্কে নিজ জায়গা করে নিয়েছে এই গাছ। যা আজও, বাংলা তথা ভারতের নানা স্থানে সমানভাবে ভিন্নমার্গে পূজিত,

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

ভক্তির পাত্র। যার অন্তরালের আয়ুর্বেদিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটিই ধর্মীয় দেবভাবনার ও বৃক্ষ উপাসনার আলোকে অবলোকিত হল।

### তথ্যসূত্র-

- ১) S.M.Edwardes, Tree Worship in India/ Empire Forestry Journal, Vol.1, No. 1, March 1922, Commonwealth Forestry Assoc/ Pg- 78
- ২) Piyushkanti Mahapatra, Tree-Symbol Worship in Bengal/ Tree Symbol worship in India, ed. Sankar SenGupta/ Indian Publication, Calcutta-1, 1960/ Pg- 125-126
- ৩) ibid/ Pg- 125
- ৪) ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার মনসা পূজা/ বঙ্গমানস ও অন্যান্য, সম্পা. প্রগতি মুখোপাধ্যায়/ পুনশ্চ, কলকাতা ১০, ২০০৯
- ৫) Mokammal H.Bhuiya, Iconography of Goddess Manasa Origin, Development and Concepts/ সৃজন দে সরকার, তত্ত্বে, মূর্তিতত্ত্বে সর্পদেবভাবনা ও মনসা/ সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি: ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, সম্পা. মণ্ডল, মল্লিক, প্রামাণিক, সিনহা/ দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা ৯, ২০২০/ পৃষ্ঠা- ৩১৩
- ৬) Pradyot Kumar Maity, Tree Worship and its association with the Snake Cult in India/ ibid 1960/ pg- 47
- ৭) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস/ সপ্তর্ষি প্রকাশনা, কলকাতা ৭৩, ২০১৫/ পৃষ্ঠা- ২০৬-২০৭
- ৮) তদেব ২০১৫/ পৃষ্ঠা- ২০৬
- ৯) Chinmayi Upadhyaya and Satish S, A Review on *euphorbia nerifolia* Plant/ Inter. Journal of Pharma and Chemical Research, Vol. 3, Issue 2, Apr-Jun 2017/ Pg- 149; Dr.Sagar T.Pathar, Dr.Renuka D.Parotwar, Dr.Rajendra Urade, A Review Article on Upavisha- Snuhi/ World Journal of Pharmaceutical Research, Vol. 8, Issue 8/ Pg- 379-383; তদেব ২০১৫/ পৃষ্ঠা ২০৭
- ১০) Ibid 1960/ Pg- 52
- ১১) Ibid 2017; Ibid Vol.8 Issue.8
- ১২) Ed. Cush, Robinson, York, Encyclopedia of Hinduism/ Routledge, London, 2008/Pg- 486-487; Jacob E.Safra, Jorge Cauz, Britannica Encyclopedia of World Religions/ Encyclopedia Britannica, Chicago, 2006/ Pg- 688

শিকড়ের সন্ধান: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ

- ১৩) সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড/ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, ১৯৭৮/ পৃষ্ঠা- ১৫৫
- ১৪) দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, প্রসঙ্গ মঙ্গলকাব্য/ সম্পা সত্যবতী গিরি, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৮৮-৮৯, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ পৃষ্ঠা- ৫৪
- ১৫) শিবকালী ভট্টাচার্য, চিরঞ্জীব বনৌষধি, দ্বিতীয় খণ্ড/ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, ১৩৮৪বঙ্গাব্দ / পৃষ্ঠা-১৯৮
- ১৬) বাদলচন্দ্র জানা, আজকের বনৌষধি/ সম্পা নাগ ও বা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা/ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা ৬, ১৪১৯বঙ্গাব্দ/ পৃষ্ঠা- ৯১
- ১৭) তদেব ২০১৫/ পৃষ্ঠা- ২০৬
- ১৮) কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, দ্বিতীয় খণ্ড/ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১/ পৃষ্ঠা- ৫৩৮; পূর্ণচন্দ্র সাহা, সচিত্র আয়ুর্বেদোক্ত উদ্ভিদ সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড/ ইন্ডিয়ান ড্রাগস সাপ্লাই কোম্পানি, ক্যালকাটা, ১৮৯৪/ পৃষ্ঠা- ৭০; তদেব ১৩৮৪বঙ্গাব্দ/ পৃষ্ঠা- ২০০-২০১
- ১৯) তদেব ১৩৮৪বঙ্গাব্দ/ পৃষ্ঠা- ১৯৬
- ২০) তদেব ১৩৮৪বঙ্গাব্দ/ পৃষ্ঠা- ১৯৭
- ২১) তদেব ১৩৮৪বঙ্গাব্দ/ পৃষ্ঠা- ১৯৭
- ২২) Ibid/ Apr-Jun 2017
- ২৩) Ibid/ Vol. 8, Issue 8
- ২৪) ডঃপ্রদ্যোতকুমার মাইতি, বাঙালীর বৃক্ষপূজা/ সম্পা সুহৃদকুমার ভৌমিক, ধর্মবিশ্বাস, বৃক্ষপূজা ও দেবদেবী/ টেরাকোটা, বাঁকুড়া ১২২, ২০১৫/ পৃষ্ঠা- ৩৮
- ২৫) মাদুরী সরকার/ ব্রত: সমাজ ও সংস্কৃতি/ পুস্তক বিপনি, কলকাতা ৯, ২০১৯/ পৃষ্ঠা- ২৩৬

এছাড়াও, এই প্রবন্ধটি রচনার জন্যে আমি মূল্যবান পরামর্শ ও তথ্যগত সাহায্য লাভ করেছি অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রাজেশ্বর সিন্হা, অধ্যাপক মাদুরী সরকার, অধ্যাপক অর্জুনদেব সেনশর্মা, উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও গবেষক অশ্বেষা চ্যাটার্জী, অরন্ধন পূজা সংক্রান্ত বিবরণে বাসনা দে, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ও বীরসিং ঘোষের থেকে। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার শ্রদ্ধাবনত ঋণ স্বীকার করছি।

শিকড়ের সন্ধানে: লোকসংস্কৃতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ